ছোটদের
ইলিয়াড
গৌতম রায়

ছোটদের ইলিয়াড

গৌতম রায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

শ্রীপ্রণবকুমার বিশ্বাস

অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবরেষু

ছোটদের ইলিয়াড প্রসঙ্গে দু একটি কথা

গ্রীক সাহিত্যে প্রাচীনতম এবং জগদ্বিখ্যাত দুটি মহাকাব্যের নাম ইলিয়াড এবং ওডিসি। আর এই দুই মহাকাব্যের রচয়িতা হলেন মহাকবি হোমার। অনেকে কবি হোমারকে চারণকবি বলে অভিহিত করেন। কারণ তাঁর কাব্যের মূল সুর ছিল রাজা মহারাজা অথবা বীর সব যোদ্ধার শৌর্য বীর্যের গল্প। আনুমানিক খৃস্ট জন্মাবার প্রায় আটশ বছর আগে হোমারের আবির্ভাব। আর হোমার যাঁদের নিয়ে তাঁর ইলিয়াড এবং ওডিসির গল্প বলেছেন মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে, সে ঘটনা আরো অনেক অনেক বছরের পুরনো। হোমার স্বহস্তে কিছু লিখে গেছেন কিনা তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে চারণকবি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মুখে মুখে ছড়া কেটে তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। মানুষের কাছে তা পেঁাছে দিয়েছিলেন গান এবং আবৃত্তির মাধ্যমে।

ইলিয়াড শব্দটি এসেছে ইলিয়াম কথা থেকে। প্রাচীন ট্রয়ের আর একটি নাম ছিল ইলিয়াম। রামায়ণে সীতাহরণকে কেন্দ্র করে এক বিরাট যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। রাজা প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সীতা উদ্ধার এবং লঙ্কার পতন রামায়ণের মুখ্য ঘটনা। ইলিয়াডও তেমনি ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস কর্তৃক মেনেলাসের পত্নী হেলেনকে চুরি করা থেকে হেক্টরের পতন পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। রামায়ণের কাহিনী বিস্তারে সময়ে সময়ে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটেছে। ইলিয়াডে তো দেবতারা যুদ্ধের অনেকাংশ জঁাকিয়ে বসে আছেন। সময়ে সময়ে তাঁরা হাস্যকরভাবে মরণশীল মানুষের মত আচরণ করেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিজ নিজ পছন্দের দলে যোগ দিয়েছেন।

আসলে পৃথিবীর সব এপিক কাব্য কোথাও না কোথাও একটির সঙ্গে অপরটি কাহিনীগত যোগসূত্র এবং মিলের নজির রেখে গেছে।

মহাকবি হোমার তাঁর ইলিয়াড নামক মহাকাব্য শেষ করেছেন অ্যাকিলিসের মহত্ব এবং মহান বীরের স্বীকৃতি দিয়ে। ট্রয়ের যুবরাজ মহাবলী হেক্টরের মৃত্যু এবং রাজা প্রিয়াম কর্তৃক তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার এবং সৎকারের পর ইলিয়াডের গল্প শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে এত বড় যুদ্ধ, এত লোকক্ষয় ইত্যাদি পাঠ করার পর পাঠকের কাছে বিশেষ করে ছোটদের কাছে স্বভাবতই একটা কৌতূহল আসে তারপর কি হল হল? আর সেটুকু না শোনা পর্যন্ত যে কোন পাঠকেরই অতৃপ্তি থেকে যায়।

জানিনা এ আমার অনধিকার প্রবেশ কিনা তবু ট্রয় এবং গ্রীক যুদ্ধের শেষ পরিণতি আর সেই ঐতিহাসিক কাঠের ঘোড়ার কাহিনীটুকু ছোটদের ইলিয়াডে সংযোজিত না করে পারলাম না। আমার মনে হয়েছে ঐ অংশটুকু ছোটদের জানা দরকার।

যাদের জন্যে এই লেখা পড়ার শেষে তাদের ভাল লাগলেই আমি ব্যাক্তিগত ভাবে আনন্দ পাবো।

গৌতম রায়

চারণ কবির গান

সে প্রায় তিনহাজার বছর আগের কথা। একদিন এক সুন্দর রোদ মাখানো সকালে, গ্রীসের উপকূলে ভেসে এল ছোট্ট একটি জাহাজ। জাহাজের গায়ে হরেক রঙের নক্সাকরা বাহার। তার ওপর সকালের রোদ এসে পড়ায় জাহাজটা আরো ঝকমক করে উঠছিল। বাইরে সেটাকে যত সুন্দর লাগছিল, তার থেকেও আরো আকর্ষণীয় বস্তু ছিল জাহাজের ভেতরে।

সাদা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি সুন্দর পোষাক পরা একটি লোক বসে ছিল ডেকের ওপর। গায়ের রঙটা উজ্জ্বল গৌর। তেমনি টানাটানা চোখ আর তীক্ষ্ণ নাক। নীলসমুদ্র থেকে ভেসে আসা দুরন্ত হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছিল তার সোনালি বাবরি করা চুলগুলো। তার হাতে ছিল একটি সুদৃশ্য তারের বাজনা। আপন মনে সে সেই তারের বাজনার ওপর আঙুল বোলাচ্ছিল। আর মিষ্টি রিনরিন করা একটা আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

লোকটাকে দেবদূতের মত দেখালেও, আসলে সে একজন চারণ কবি। তার কাজ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আর কথায় কথায় গান বেঁধে সেই গানের সুরে সবাইকে মুগ্ধ করা।

কবির গানের বিষয়ও কিন্তু সাধারণ গানের মত নয়। গাছ, ফুল, চাঁদ আর ছয় ঋতুকে নিয়ে পৃথিবীতে কত গানই না বাঁধা হয়েছে। চারণ কবিরা কিন্তু সেই সব নিয়ে গান তৈরী করত না। তাদের গানের বিষয়বস্তু ছিল বড় বড় বীর যোদ্ধা আর তাদের শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস।

সেই সব বীর যোদ্ধাদের ইতিহাস আর কাহিনী ছিল দীর্ঘ বিস্তৃত ঘটনার মালা। তাদের সংগ্রাম, তাদের বীরত্ব আর তাদের সুখ দুঃখের কথা কবির গলায় গান হয়ে ফিরত লোকের মুখে মুখে। তখনকার

দিনে তো আর আজকার মত এত বই আর পুঁথির ছড়াছড়ি ছিল না। তাই এই সব গানগুলো এক চারণের গলা থেকে আর এক চারণের গলায় গিয়ে বাসা বাঁধত। বেঁচে থাকত হাজার হাজার বছর ধরে।

পুরাণ কালে দেবতারা কিন্তু মানুষের মতই মাটির কাছাকাছি বাস করতেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহ আর ভালবাসায় তাঁরাও অংশীদার হয়ে যেতেন। যদিও দেবতাদের নিজস্ব বাসস্থান ছিল। স্বর্গের মতই একটা জায়গা। তার নাম অলিম্পাস পর্বত। সব দেবতারাই সেই অলিম্পাস পর্বতের আশেপাশে থাকতেন। প্রকৃতির এক একটি বিভাগের প্রভু ছিলেন তাঁরা। সেদিনকার মানুষ বিশ্বাস করত প্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গের নিয়ন্ত্রণকর্তা এক একজন দেবতা। আবার এই সব দেবতাদেরও একজন রাজা ছিলেন। আমাদের যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, প্রাচীন গ্রীসের দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। তিনি ছিলেন আকাশের দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল। ইন্দ্রের অস্ত্র যেমন বজ্র, ঠিক তেমনি জিউসেরও প্রধান শক্তি ছিল তাঁর বজ্র। এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল বজ্রের মত কঠিন আর ভয়ংকর। সমস্ত দেবতাদের তিনি শাসন করতেন কারণ তিনি রাজা। সব দেবতাদের তিনি পালন করতেন কারণ তিনি ছিলেন দেব পিতা। অলিম্পাস পর্বতের শিখরে বসে তিনি অন্য সব দেবতা আর মানুষের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতেন। হেরা ছিলেন জিউসের স্ত্রী। তাঁদের পুত্র সন্তানও অনেক। তার মধ্যে যমজ সন্তান ছিল সূর্যদেব অ্যাপোলো আর চন্দ্রাবতী আর্টেমিস। এছাড়াও ছিলেন বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবী এথেনা। বিশ্বকর্মা হেফাস্টাস ছিলেন শিল্পী। তিনি ছিলেন জিউসের পঙ্গু সন্তান। পৃথিবীর দেবতা ছিলেন ডিমিটার আর সমুদ্রের দেবতা পসেইডন। এছাড়াও আরো অনেকেই ছিলেন।

সেদিনের সেই সব চারণ কবিরা মানুষ আর দেবতাদের নিয়ে যে গান রচনা করেছিলেন লোক পরম্পরায় আজ সেগুলো রূপকথা হয়ে গেছে। সেই রূপকথার সেরা রূপকার চারণশ্রেষ্ঠ মহাকবি হোমার। তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলি দিয়ে রচনা করেছিলেন দুটি অসমান্য রূপকথা। ইলিয়াড আর ওডিসি। যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাঁথা হয়ে আজও বেঁচে আছে

শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে। আমাদের আজকের গল্প মহাকবি হোমারের অমর কাহিনী ইলিয়াডের গল্পকে নিয়ে।

ট্রোজান যুদ্ধের সূত্রপাত

প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর আগে ইলিয়াম বা ট্রয় নগরী ছিল এক গৌরবান্বিত সভ্যতার নিদর্শন। নগর সভ্যতা অথবা ব্যবসা বাণিজ্য অথবা যুদ্ধবিগ্রহে ট্রয় ছিল প্রাচীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর।

ওদিকে ইজিয়ান সাগরের উপকূলে প্রাচীন গ্রীসও কিন্তু সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে পিছিয়ে ছিল না। নিজ নিজ রাজ্যে তারা সভ্যতা অথবা সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে দক্ষতা দেখালেও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে সেদিন কোন ঐক্য ছিল না। নানারকম ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দেশগুলো নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়ে থাকত। ইজিয়ান সাগরের বুকে আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল। পারস্পারিক দ্বন্দ্ব কলহ এবং যুদ্ধে তারাও ব্যস্ত হয়ে থাকত। আর এই সব ছোট খাটো কলহ থেকেই একদিন বাধল এক ভয়ংকর এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। রূপকথার ইলিয়াড সেই রকমই এক ভয়ংকর যুদ্ধের গল্প।

সাড়ে তিন হাজার বছরেরও কিছু আগে ট্রয়ের রাজা ছিলেন প্রিয়াম। তাঁর স্ত্রী রানী হেকুবা। এঁদের অনেক সন্তান সন্ততি। সেই সব সন্তান সন্ততি নিয়ে রাজা রানী বেশ সুখেই ছিলেন। প্রাচীনকালে কি রাজা মহারাজা, কি সামান্য জনসাধারণ, তাঁরা কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহে তেমন কিছু ভয়টয় পেতেন না। যুদ্ধ অথবা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কলহ দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেদিনের ট্রয় অথবা গ্রীসে বহু বড় বড় বীর যোদ্ধার জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। প্রতিবেশী অথবা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে প্রিয়ামের মনে তেমন কোনো উদ্বেগ ছিল না। মোটামুটি তিনি ছিলেন শক্তিমান রাজা হিসাবে সুখী। কিন্তু তাঁর এই সুখের জীবনে হঠাৎ অশান্তির ছায়া নেমে এল। রানী হেকুবা তখন সন্তান সম্ভবা। এমনি সময় হঠাৎ একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর গর্ভে যে সন্তান আসছে সে হবে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের

মত। উল্কার মত সে একদিন প্রচণ্ড গতিতে ট্রয়ের বুকে নেমে আসবে আর তার অশুভ প্রভাবে সমস্ত ট্রয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবে।

স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে রানীর বুক কেঁপে উঠল। রাজাকে সব কথা তিনি খুলে বললেন। স্বভাবতই রাজাও চিন্তিত এবং শঙ্কাকুল হয়ে পড়লেন। কারণ সেদিনের মানুষ ছিল বড় বেশী স্বপ্নবিশ্বাসী। রাজা এবং রানী দুজনেই স্বপ্নের কারণে মহা উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়লেন। নিজের দেশ ও সিংহাসনকে প্রিয়াম বড় বেশী ভালবাসতেন। ট্রয়ের ধ্বংস তিনি কিছুতেই মেনে নিতে চাইলেন না। তাও কিনা নিজের সন্তানের জন্যে। ট্রয়ের শুভকামনায় রাজা ও রানী উভয়েই একটি মতে স্থির হলেন।

যথাসময়ে রানী হেকুবা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। এবং রাজা প্রিয়াম পূর্ব পরিকল্পনা মত নবজাতক সন্তানটিকে ইডা পর্বতের এক নির্জন স্থানে পরিত্যাগ করলেন। যাতে অনাহারে এবং অবহেলায় সেই শিশুটির অচিরেই মৃত্যু হয়।

কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য। নির্জন পর্বত শিখরে নবজাত রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করার দায়িত্ব ছিল এক মেষপালকের। মেষপালকটি ছিল বড় নরম হৃদয়ের মানুষ। তার ওপর তার নিজের কোনো সন্তান ছিল না। মাত্র একদিন পূর্বে জন্মানো সেই শিশুটিকে সে নিয়ে এল তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। মানুষ করতে লাগল নিজের সন্তানের মত। আদর করে রাজ-পুত্রের নাম রাখল প্যারিস।

দেখতে দেখতে প্যারিস বড় হয়ে উঠল। তার দেহে ছিল রাজরক্ত। মেষপালকের ঘরে প্রতিপালিত হলেও রূপে গুণে সে হয়ে উঠল অসাধারণ এক যুবক। যেমন তার বলিষ্ঠ দেহের গঠন তেমনি তার চোখ ধাঁধানো রূপ। তাকে দেখে মনেই হত না সে এক সামান্য মেষপালকের পালিত সন্তান। অবশ্য তার পালক পিতাও এ ব্যাপারে ছিল নীরব। যুবক প্যারিসও জানত না তার সত্যিকার পিতা মাতা কে! সে তার নিজের মনেই পালক পিতার পেশায় সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু প্যারিসের ভাগ্যে লেখা ছিল অন্য কথা।

আগেই বলেছি, অলিম্পাস পর্বত ছিল সব দেবদেবীর আবাসস্থল।

মানুষ মনে করত অলিম্পাস একটি স্বর্গভূমি। আর এই স্বর্গভূমিতে বসেই খেয়ালী দেবদেবীরা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।

একদিন তিন দেবীর মধ্যে অকারণে শুরু হল বিবাদ। বিবাদের কারণও খুব শিশুসুলভ। তিন দেবীর মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। এই তিন দেবী হলেন দেবরাজ জিউসের স্ত্রী হেরা, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা আর রূপ ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না তখন তাঁরা ঠিক করলেন কোন এক মনুষ্য সন্তানের মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতে।

অলিম্পাস থেকে তারা তিনজন একটি সোনার আপেল নিয়ে নেমে এলেন ইডাপর্বতের পাদদেশে। তিনজনেই সবিস্ময়ে রূপবান এবং শক্তিমান প্যারিসকে দেখলেন। মনুষ্য আকৃতিতে এমন সৌন্দর্যবান পুরুষকে দেখে তাঁরা তাকেই নির্বাচন করলেন বিচারক হিসাবে। প্যারিস তখন পর্বতের পাদদেশে একফালি সবুজ জমির ওপর নিজের মেষগুলির তত্বাবধানে ব্যস্ত। দেবীরা নিজেদের অদৃশ্যবাস ছেড়ে সশরীরে এসে দাঁড়ালেন প্যারিসের কাছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই তিনজনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'বলত যুবক, আমাদের তিনজনের মধ্যে কে সবথেকে বেশী সুন্দরী? যাকে তোমার সেরা মনে হবে তার হাতে এই সোনার আপেলটা তুলে দাও।'

একসঙ্গে তিনজন দেবীকে দেখে প্যারিস তখন অভীভূত এবং হতবাক। কিছুটা বিব্রতও বটে। কারণ তিন দেবীই অতীব সুন্দরী। এই তিনজনের মধ্যে সেরা সুন্দরীকে বেছে নেওয়া বড়ই শক্ত কাজ। তার ওপর কাজটিও বেশ অপ্রীতিকর। কাকেই বা শ্রেষ্ঠা বলবে কাকেই বা কম সুন্দরী বলে দেবীর কোপানলে পড়বে! এই জটিল প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে প্যারিস কেবল তিন দেবীকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছিল। প্যারিসের বিমূঢ় অবস্থা দেখে দেবীরা যে কাজটি করা শুরু করলেন সেটি ঠিক তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাঁরা ভেট দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। চলতি কথায় যাকে বলে উপঢৌকন বা ঘুষ।

হেরা বললেন তিনি যদি প্যারিসের বিচারে শ্রেষ্ঠা নির্বাচিতা হন

তাহলে তার প্রতিদানে তিনি প্যারিসকে প্রদান করবেন জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি, যার দ্বারা প্যারিস যুদ্ধে হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। তার শৌর্য এবং বীরত্ব দিয়ে সে মানবজাতির প্রভুত্ব করতে পারবে। এথেনা বা আফ্রোদিতিও কম যান না। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন এথেনা। আর আফ্রোদিতি? মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীকে প্যারিসের স্ত্রী হিসেবে উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। প্যারিস মনে মনে সেইটাই চাইলেন। মুখে কিছু না বলে সোনার আপেলটি তুলে দিলেন আফ্রোদিতির হাতে। আর ঠিক সেই দিন থেকে শুধু প্যারিস নন, সমগ্র ট্রয় হয়ে গেল হেরা এবং এথেনার চিরশত্রু।

প্যারিসের কিন্তু কোনদিনও সাধারণ মেষপালকের জীবন পছন্দ হয়নি। পাহাড়ের বুকে শান্ত নিরীহ জীবন তার কাছে খুব একঘেয়ে লাগত। মনে মনে সে চিরদিনই স্বপ্ন দেখত পাহাড়ের বুক থেকে নেমে এসে শহরের চঞ্চল জীবনে আলোড়ন তোলার। তাছাড়া দেবীর বর তার জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হয় এটুকু দেখার জন্যেও সে তার মেষ-পালকের জীবন পরিত্যাগ করে নেমে এল পাহাড় ছেড়ে। উপস্থিত হল ট্রয় নগরীতে। প্যারিসের বলিষ্ঠ চেহারা, তার অপূর্ব মুখশ্রী আর রণপটুত্ব ট্রয়বাসীকে মুগ্ধ করল। খেলাধূলাতেও প্যারিস ছিল অত্যন্ত দক্ষ। অচিরেই তার শৌর্য বীর্যের কথা রাজপ্রাসাদেও ছড়িয়ে পড়ল। ট্রয়ের সাধারণ প্রজাদের অনুরোধে সত্যিই একদিন সে গিয়ে হাজির হল রাজপ্রাসাদে।

প্যারিসের দক্ষতা, তার রণকৌশল আর অসাধারণ সুন্দর চেহারা রাজা প্রিয়ামকে আকৃষ্ট করল। গোপনে তিনি যুবক প্যারিসের সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করলেন। এবং খুব শীঘ্রই জানতে পারলেন তার সত্যকার পরিচয়। বহুদিন পূর্বে দেখা স্বপ্নের কথা ভুলে গেলেন প্রিয়াম আর হেকুবা। হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে পুনর্বার ফিরে পেয়ে উভয়েই তাকে বুকে টেনে নিলেন। সেদিনের সেই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন হিসেবে উড়িয়ে দিয়ে প্যারিসকে নগর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। তারপর একদিন

জগত সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য বিরাট একটি জাহাজে তাকে সমুদ্র ভ্রমণে পাঠালেন।

নিয়তিকে বোধহয় এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। প্যারিসও পারল না তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়তিকে এড়িয়ে যেতে। সমুদ্রবুকে পাড়ি দিতে দিতে প্যারিস সর্বদাই ভাবত দেবী আফ্রেদিতির প্রতিশ্রুতির কথা। তিন দেবীর তিনটি বরের মধ্যে প্যারিস একটি বরই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। তা হল সুন্দরী স্ত্রী লাভের বাসনা। ফলে, সে যেকোন শহরেই এসে থামত সেখানেই খোঁজ করত পরমাসুন্দরী একটি কন্যার। যাকে সে আপন স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেবে।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হল স্পার্টায়। স্পার্টার কথা অনেক দিন পূর্বেই তার কানে গিয়েছিল। গিয়েছিল এই কারণে যে, স্পার্টায় আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। লোকমুখে সে শুনেছিল স্পার্টার রানী হেলেনের মত সুন্দরী রানী সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

প্যারিসের আশা পূর্ণ হল। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল হেলেনের। প্যারিস ছিল যেমন সুদেহী, শক্তিমান সুন্দর পুরুষ, হেলেনও ঠিক তেমনি রূপবতী নারী। ফলে উভয়েরই উভয়কে ভাল লাগল। তারপর একদিন, গোপনে, দুজনে দুজনের হাত ধরে স্পার্টা ছেড়ে সমুদ্রপথে পাড়ি জমাল ট্রয়ের পথে।

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হল। সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাবণ যেমন একটি বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিলেন, প্যারিসও তেমনি হেলেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে চুরি করে বিরাট একটি ধ্বংসের সূচনা করল।

ন্যায় এবং নীতির দিক থেকে হেলেনকে চুরি করা প্যারিসের অন্যায়। কারণ হেলেন ছিল বিবাহিতা। স্পার্টার রাজা মেনেলাসের ধর্মপত্নি সে। যে কোন কারণেই হোক অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করা অন্যায়।

রাজা মেনেলাস যে মুহূর্তে শুনলেন তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করেছে ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস, নিজেকে আর তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। প্রচণ্ড রাগে সেই মুহূর্তে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন ট্রয় নগরী ধ্বংস করবেন। কঠিন শাস্তি দেবেন প্যারিসকে।

কিন্তু তাঁর একার পক্ষে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও ট্রয়ের বিরুদ্ধে
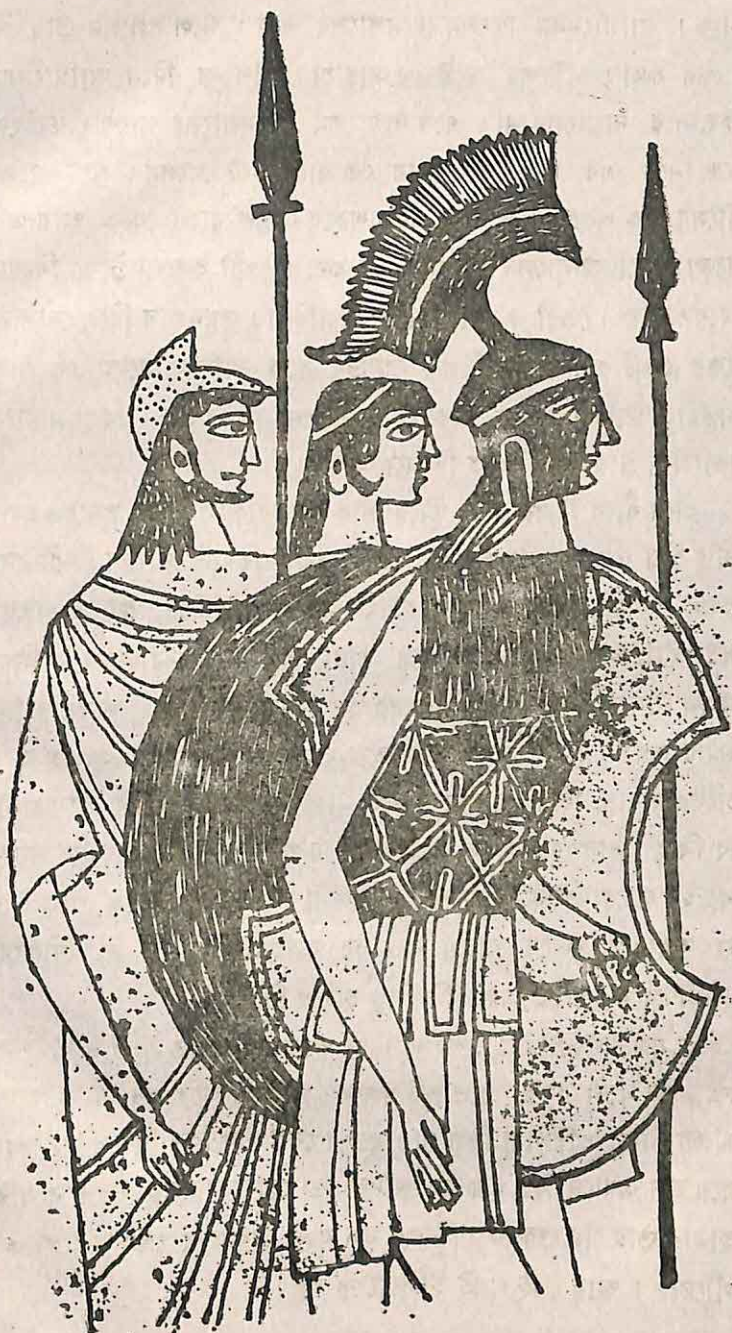
যুদ্ধ করা সম্ভব ছিলনা। ছুটলেন তিনি মাইসেনির রাজা অ্যাগামেননের কাছে। অ্যাগামেনন ছিলেন মেনেলাসের ভাই। খুলে বললেন তাঁর সব দুঃখের কথা। চাইলেন ভাই-এর সাহায্য। বিপদের দিনে অ্যাগামেনন কিন্তু সরে দাঁড়ালেন না! এসে দাঁড়ালেন মেনেলাসের পাশে। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে ছুটে গেলেন। ছুটে গেলেন গ্রীসের এক শহর থেকে আর এক শহরে। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে গিয়ে জানালেন এই অন্যায়ের কথা। তৈরী করলেন ট্রয়ের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি। তৈরী করলেন বিরাট রণবাহিনী। তখনকার দিনে নৌশক্তি যুদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দিলেন এক ঝাঁক রণতরী। উদ্দেশ্য তাদের একটাই। হেলেন নামের এক অবলা নারীকে অত্যাচারী ট্রয়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনা।

ধীরে ধীরে ইলিয়ামের তীরে গ্রীক রণতরীগুলি এসে সমবেত হল। অতি শীঘ্র এবং নিপুণ দক্ষতায় তারা একটি বিরাট পাঁচিল তৈরী করে ফেলল। যাতে না শত্রু সৈন্য হঠাৎ আক্রমণে বিব্রত করতে পারে। সেই পাঁচিলের পিছনে দাঁড়িয়ে তারা তাদের রণতরীগুলো সাজিয়ে ফেলল নানান অস্ত্রশস্ত্রে। সৈন্যদের বসবাস করার জন্যে পাথরের ছাউনি নির্মাণ করল। দীর্ঘদিনের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে তারা সংগ্রহ করল তাদের খাবার, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানুষের বাঁচার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু। তারপর একদিন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রয়ের বুকে। দু পক্ষের কেউই কারো থেকে শক্তিতে কম ছিলনা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রীক সৈন্য ট্রয় অবরোধ করতে পারল না। ট্রয় বাহিনীও পারল না গ্রীকদের ছাউনী থেকে তাদের এক ইঞ্চি পিছু হটিয়ে দিতে।

এ যুদ্ধ চলছিল দীর্ঘ দশবছর। দু পক্ষের কত শত সৈন্য মারা গেল। কত নতুন নতুন সৈন্য এসে দুটি দলকে পরিপুষ্ট করে চলল। দু পক্ষের ক্ষতির সীমা পরিসীমা ছিল না। যুদ্ধের সেই সব বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। কারণ আমরা তো হোমারের গল্প বলতে বসেছি। হোমার তাঁর গল্প শুরু করেছিলেন যুদ্ধ যখন নবছরের শেষ ভাগে এসে পৌঁছেছে। আর সেই গল্পই ইলিয়াডের গল্প।

রাজা অ্যাগামেনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যে বিরোধ

একটা মানুষের প্রচণ্ড রাগ যে কি ভাবে গ্রীকদের বিপন্ন করতে পারে অথবা শত শত গ্রীক বীরদের মৃত্যুর পর হেডেসে (নরকে) পাঠাতে পারে, ইলিয়াড তারই গল্প।

অ্যাকিলিস হচ্ছেন সেই মানুষ যাঁর তীব্র রাগ আর ঘৃণা উপচে পড়েছিল রাজা অ্যাগামেননের বিরুদ্ধে। সেই রাগই শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড কলহের সূত্রপাত করল।

গ্রীক আর ট্রয় বীরদের মধ্যে যুদ্ধ তখন চরম পর্যায় এসে পৌঁচেছে। উভয় পক্ষের বহু নিরীহ প্রজা সে যুদ্ধে আহত অথবা নিহত হয়েছে। বহু বন্দী ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়েছে। ট্রয়ের বহু সুন্দরী নারী গ্রীকদের হাতে বন্দিনী হয়েছিল। গ্রীকরা তাদেরকে দিয়ে জোর করে যেমন খুশী তেমন কাজ করিয়ে নিত। রাজা অ্যাগামেননও নিজের জন্যে একজন সুন্দরী কন্যাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এই মেয়েটি ছিল সূর্যদেব অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিসের কন্যা।

মেয়েটি ছিল যথার্থই সুন্দরী। তার বয়সও ছিল নিতান্ত অল্প। তাছাড়া সে ছিল তার বাবার চোখের মণি। কন্যাকে হারিয়ে ক্রাইসিস পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন প্রচুর মুক্তিপণ দিলে হয়ত গ্রীকরা তাঁর মেয়েকে মুক্তি দেবে। তাই গ্রীক শিবিরের সামনে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে তিনি কন্যার মুক্তির জন্যে রাজা অ্যাগামেননের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

কিন্তু তাতে ফল কিছুই হল না। পরিবর্তে তিনি সর্বস্ব হারিয়ে রাজার তিরস্কার শুনে অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন সমুদ্রতীরে।

মহান অ্যাপোলোর পুরোহিত তিনি। মানে এবং মর্যাদায় তিনি বেশ সম্ভ্রান্ত লোক। কোনো দিনও কেউ তাঁর উদ্দেশে সামান্য কটুবাক্য পর্যন্ত

উচ্চারণ করেনি। অ্যাগামেননের ঔদ্ধত্য এবং তিরস্কারে তাঁর তখন সর্ব শরীর কাঁপছিল। সমুদ্রতীরে পৌঁছে দুহাত উর্দ্ধে তুলে ঈশ্বর অ্যাপোলোর কাছে নালিশ জানালেন অ্যাগামেননের বিরুদ্ধে। অ্যাপোলোর অভিশাপ যেন অ্যাগামেননের মাথার ওপর নেমে আসে এমন প্রার্থনাই জানালেন বারবার।

অলিম্পাস থেকে সবকিছু শুনলেন অ্যাপোলো। ক্রাইসিসের বেদনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। ধনুর্বান হাতে তৎক্ষণাৎ নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে। শরাঘাতে জর্জরিত করলেন গ্রীক শিবির।

অ্যাপোলোর শরাঘাত ঐশ্বরিক আঘাত। সে আঘাতের ফল হল অন্যরকম। দুর্ভিক্ষ রোগ আর মড়কে গ্রীক শিবিরে হাহাকার উঠল। গ্রীক শিবিরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা।

তখনকার দিনে গ্রীক বা ট্রয়বাসীরা জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বানীর ওপর বড় বেশী নির্ভর করত। কোনো শুভ বা অশুভ ঘটনায় তারা ছুটে যেত জ্যোতিষীর কাছে। আর তাদের ভবিষ্যতবানীও ছিল নির্ভুল। গ্রীক শিবিরে এইরকম হঠাৎ আসা মহামারী আর মড়কে তারা বেশ চিন্তান্বিত আর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বীর সেনাপতিরা সবাই ছুটে এল নেস্টার পুত্র ক্যালকাসের কাছে। ক্যালকাস ছিলেন তখনকার দিনে বিরাট জ্যোতিষ। তিনি গণনা করে জানালেন ঈশ্বর অ্যাপোলো রুস্ট হয়েছেন গ্রীকদের প্রতি। কারণ অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিসের কন্যা ক্রাইসেইসকে রাজা অ্যাগামেনন ফেরৎ দেননি। যতক্ষণ না রাজা পুরোহিতের কন্যাকে সসম্মানে ফেরৎ দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাপোলোর দেওয়া শাস্তি ভোগ করতে হবে গ্রীক সৈন্যদের। এবং একসময় গ্রীক সৈন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

রাজা অ্যাগামেনন ক্যালকাসের ভবিষ্যতবানী শুনে রেগে উঠলেন। প্রথমে তিনি মানতেই চাইলেন না জ্যোতিষীর কথা। কিন্তু যখন দেখলেন গ্রীকদের আর সব বড় বড় বীররা তাঁর বিরুদ্ধে মত দিচ্ছেন, তখন তিনি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। গলার স্বর সামান্য নামিয়ে তিনি সমস্ত গ্রীকদের উদ্দেশ্যে বললেন এ যুদ্ধে তোমরা সকলেই কিছু না কিছু

উপহার নিজেদের জন্যে কেড়ে নিয়ে এসেছ ট্রয় শিবির থেকে। আমিও ঐ কন্যাটিকে আমার উপহার হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তোমরা যখন কেউই তা চাও না' তখন ক্রাইসেইসকে নিশ্চয় আমি ফেরৎ দেব। তবে এমনিতে নয়। পরিবর্তে আমি চাই তোমাদেরই কারো একজনের কোনো প্রাপ্ত উপহার। ওডিসিয়াস বা অ্যাজাক্স বা অ্যাকিলিস এদের যে কোন একজনের দখল করা উপহার আমাকে প্রদান করলে আমি ক্রাইসিসের কন্যাকে এখনি মুক্তি দিচ্ছি।'

অ্যাগামেননের কথা শুনে অ্যাকিলিস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চটে উঠলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন 'রাজা অ্যাগামেনন, আপনি রাজা হলেও অত্যন্ত লোভী এবং পরশ্রীকাতর। আপনাকে বিবেকহীনও বলা যায়। সমস্ত জাতির জন্যে আপনি নিজের সামান্য সুখ বা লোভ বিসর্জন দিতে পারছেন না। জ্যোতিষাচার্য ক্যালকাস যদি বলতেন আমাদের কারো জন্যে জাতির আজ দুর্দিন তাহলে হাসিমুখে আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতাম। কিন্তু আপনি তা পারলেন না। নিজের খুশী মত শর্ত প্রয়োগ করছেন। এতে আমি নিজেকে বেশ অপমানিত মনে করছি। আমি এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সৈন্য এবং রণতরী নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।'

সামান্য সময়ের জন্যে রাজা অ্যাগামেনন শান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাকিলিসের উত্তরে তিনি আবার দপ করে জ্বলে উঠলেন, বললেন, 'বেশ তোমার যদি ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে তুমি তোমার সৈন্য এবং নৌবহর নিয়ে চলে যেতে পার। তবে আমাকে অপমান করার জন্যে তোমাকে শক্তি পরিক্ষা দিতে হবে। এই মুহূর্তে আমি লোক পাঠাব তোমার তাঁবুতে। ব্রিসেইস বলে যে রমনীটিকে তুমি ট্রয় থেকে দাসী হিসেবে নিয়ে এসেছে, আমার লোক তাকে সেখান থেকে জোর করে নিয়ে আসবে। আহাম্মক, যদি তোমার শক্তি থাকে, তাহলে নিজের সম্পত্তি নিজে বাঁচাও।'

অ্যাকিলিস নিজেকে একজন শক্তিশালী বীর বলেই ভাবতেন। তিনি ছিলেন মার্মিডনের রাজা। অ্যাগামেননের তীব্র কটূক্তিতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রচণ্ড রাগে চীৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাগামেনন, তুমি একটি অপদার্থ। তোমার চোখ দুটো কুকুরের মত

আর ভেতরটা ঠিক যেন ভীতু হরিণ। আমার হাতে এই যে দেখছ ন্যায়দণ্ড, এই ন্যায়দণ্ড স্পর্শ করে আমি বলছি, একদিন আমাকে অপমান করার জন্যে তোমাকে প্রচণ্ড অনুতপ্ত হতে হবে। আমার অভাব একদিন তুমি পলে পলে অনুভব করবে। আর ট্রয়বীর হেক্টরের কাছে তুমি হবে নিপীড়িত। মরণাপন্ন। তোমার প্রজা গ্রীকবাসীদের তুমি কোনভাবেই সেদিন সাহায্য করতে পারবে না।'

এই কথা বলে অ্যাকিলিস তাঁর স্বর্ণখচিত ন্যায়দণ্ডটি সজোরে মাটিতে ঘর্ষণ করে বসে পড়লেন। আসলে, অ্যাকিলিস হয়ত সেই মুহূর্তে তাঁর তীক্ষ্ণধার তরবারি নিয়ে অ্যাগামেননের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন। কিন্তু তার পক্ষে তখন সেই কাজটি করা সম্ভব হয়নি। কারণ স্বর্গ থেকে সেই মুহূর্তে নেমে এসেছিলেন দেবী এথেনা। তিনি ছিলেন জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পকলা আর শান্তির দেবী। সবার আড়াল থেকে অ্যাকিলিসকে বুদ্ধি দিলেন, রাগের বশে অ্যাকিলিস যেন সেই মুহূর্তে কিছু করে না বসেন। ধৈর্য্য আর সহ্যের পরিচয় দিতে পারলে ভবিষ্যতে তিনগুণ সুফল তিনি লাভ করতে পারবেন। দেবদেবীর দৈববানীতে তখন সবাই বিশ্বাস করত। অ্যাকিলিসও দেবী এথেনার পরামর্শ শুনে নিজেকে নিরস্ত্র করলেন। অ্যাগামেননের উদ্দেশে আর কোনো কটূক্তি না করে ফিরে গেলেন নিজের রণতরীতে।

সমস্ত কিছুই হয়ত এখানেই শেষ হত। কিন্তু শেষ হতে দিলেন না স্বয়ং রাজা অ্যাগামেনন। তিনি অ্যাকিলিসের উদ্ধত্য মেনে নিলেন না। বুকের মধ্যে জিইয়ে রাখলেন সর্বনাশা এক রাগ। অ্যাকিলিস নিজের রণতরীতে ফিরে যাবার পরই ওডিসেউসের নেতৃত্বে তাঁর বন্দিনী ক্রাইসেইসকে ফিরিয়ে দিলেন তার পিতার কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুজন গ্রীক বীরকে পাঠালেন অ্যাকিলিসের যুদ্ধজাহাজে। তার বন্দিনী ব্রাইসেইসকে বলপূর্বক ধরে আনার জন্যে।

অ্যাকিলিস পারতেন দাম্ভিক এবং শক্তিশালী রাজা অ্যাগামেননের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। কিন্তু দেবী এথেনার মূল্যবান উপদেশ তিনি ভোলেন নি। নীরবে, নতমস্তকে এবং অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে ব্রাইসেইসকে ওদের

হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর, একা একা অনেকক্ষণ সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়ালেন। পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁর চোখ ফেটে জল আসছিল। প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার আগুন তাঁর মাথায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। রাগে দুঃখে এবং অপমানে তিনি যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, সহসাই তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর মা সমুদ্র দেবী থেটিসের কথা।

অনন্ত নীলসমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি মাতা থেটিসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মাতঃ, তুমি কি তোমার এই অধম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলে তাকে কেবল দুঃখ দেবার জন্যে? অপরের কাছে তাকে অপমানিত হবার জন্যেই কি তাকে বড় করে তুলেছ? অথচ তুমি সামান্য চেষ্টা করলেই তোমার এই সন্তান একজন সম্মানিত পুরুষ হতে পারে। শ্রেষ্ঠ বীর আখ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।'

সন্তানের আকুল প্রার্থনায় জলদেবী থেটিস ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অচিরেই দেখা গেল সমুদ্র গর্ভে এক আশ্চর্যময় ধূসর বর্ণের ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই কুণ্ডলী ভেদ করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন জলদেবী থেটিস। ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালেন অ্যাকিলিসের পাশে। শুনলেন তার সব দুঃখের কথা। তারপর সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'বল বৎস, আমি তোমার দুঃখ মোচনের জন্যে কি করতে পারি। তোমার সামান্য সুখের জন্য আমি সব কিছুই করতে পারব।'

মায়ের-কাছে আশ্বাস পেয়ে অ্যাকিলিস বললেন, 'যদিও তুমি দেবী,

তবুও জগতের যা ভালমন্দ করার ক্ষমতা তা আছে একমাত্র দেবাদিদেবের।
সুরপতি জিউস ইচ্ছে করলেই আমার সব দুঃখ মোচন করতে পারেন।
কিন্তু আমার প্রার্থনা তাঁর কানে পোঁছতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে।
আমি জানি সুরপতি তোমার কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। আর
তুমি ইচ্ছা করলেই সশরীরে তাঁর সামনে গিয়ে তোমার পুত্রের জন্য
প্রার্থনা জানাতে পার। তুমি বল, ভগবান জিউস যেন তাঁর শক্তির সামান্য
অংশ দিয়ে ট্রয়বাসীদের সাহায্য করেন'। তাহলে ট্রয়বীররা গ্রীক সৈন্য-
দের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হবে। ফলে তাদের রাজা অ্যাগামেনন সেই
বিপদের মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে পড়বেন এবং সেই সময় আমার অভাব
বুঝতে পেরে অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হবেন।'

পুত্রের আকুল প্রার্থনা মন দিয়ে শুনলেন থেটিস। তারপর তথাস্তু,
বলে স্বয়ং গিয়ে দেবরাজের কাছে হাজির হলেন। তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে
পড়ে সবিস্তারে সব কিছু জানিয়ে পুত্রের হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

থেটিসের মিনতি এতই করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে সুরপতি
জিউসও আর নিজেকে কঠিন করে রাখতে পারলেন না। কিন্তু তিনি
সরাসরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারলেন না। কারণ তাঁর স্ত্রী হেরার
সঙ্গে ঠিক এই একই কারণে বেশ কিছুদিন যাবৎ মনোমালিন্য চলছিল।
হেরার অনুযোগ ছিল, দেবাদিদেব পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট। তিনি নাকি
প্রতিনিয়তই ট্রয়বাসীদের সাহায্য করছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি
জিউস থেটিসের প্রার্থনা শুনে ট্রয়বাসীদের সাহায্য করেন তাহলে হেরার
পূর্বধারণা সত্যে পরিণত হবে। আর তার অর্থ হেরার সঙ্গে তাঁর কলহ
আরো তীব্র হওয়া।

জিউস সরাসরি থেটিসকে সাহায্য করার কথা না বলে বললেন,
'কন্যা থেটিস, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে সাহায্যের আশ্বাস দিতে
পারছি না। তবে যথাসময়ে আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব। তুমি
এখন যাও। আর তুমি তো জানোই, আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনই
ভঙ্গ করিনা।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল অলিম্পাস পর্বতটি বেশ দুলে

উঠল। তার উচ্চশৃঙ্গটি একপাশে ঈষৎ কাত হল। দেবী থেটিস বুঝলেন সুরপতি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে মস্তক আন্দোলিত করলেন। ফিরে গেলেন থেটিস নিজ আবাসে। সমুদ্রগর্ভে।

অ্যাগামেননের অলীক স্বপ্ন

দেবরাজ জিউস কিন্তু থেটিসকে মিথ্যা আশ্বাস দেন নি। অ্যাকিলিসের সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি মনে মনে একটি ফন্দী আঁটলেন। প্রত্যক্ষ সাহায্যে না গিয়ে তিনি একটি অলীক স্বপ্নে অ্যাগামেননকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন। ঘুমের রাজ্য থেকে তিনি এক মায়াবিনী স্বপ্নকে ডেকে পাঠালেন। তাকে পাঠালেন ঘুমন্ত অ্যাগামেননের কাছে। নির্দেশ দিলেন তাকে কি কি করতে হবে।

আদেশ পাওয়া মাত্র অনুচরটি নেমে এল গ্রীক শিবিরে। অ্যাগামেনন তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কুহকিনী স্বপ্ন তাঁকে বলে উঠলেন, 'হে আত্রেউস পুত্র অ্যাগামেনন, তুমি এখনো নিশ্চিন্তমনে ঘুমচ্ছো? মাথার ওপর তোমার এখন বিরাট দায়িত্ব। সমস্ত দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার বোঝা নিয়ে কেউ কি এভাবে ঘুমতে পারে? ওঠো, জাগো, দেবরাজ জিউসের দৈববানী, এই মুহূর্তে তোমার সৈন্যরা যদি ট্রয় আক্রমণ করে তাহলে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ সুযোগ নষ্ট কোরো না।'

ঘুম ভেঙ্গে গেল অ্যাগামেননের। ঘুম জড়ানো চোখে চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। বুঝলেন স্বয়ং জিউস স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিয়ে গেলেন। আর কালবিলম্ব না করে তিনি উঠে পড়লেন। ঘুমের শেষ রেশটুকু কেটে গেছে। তাঁর দুচোখে তখন ট্রয় বিজয়ের ঘোর লেগে রয়েছে। প্রথমেই তিনি নিজেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করলেন। গায়ে দিলেন বর্ম। পায়ে পরলেন যুদ্ধের

উপযুক্ত সুদৃশ্য পাদুকাটি। কোমরে ঝোলালেন তাঁর পিতার দেওয়া অক্ষয় তলোয়ার।

তারপর তিনি তাঁর সব সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। নিভৃত কক্ষে জরুরী সভা বসল। সবাইকে খুলে বললেন দেবরাজ জিউস প্রদত্ত স্বপ্নের কথা। এই কথা শোনা মাত্রই সেনাপতিরা প্রবল উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় চীৎকার করে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে জয়ের জন্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ডাক দিলেন নিজ নিজ সৈন্যদের। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করে করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে তারও কোন ঠিক ছিল না। প্রত্যেকেরই মনে তখন বাড়ি ফিরে যাবার বাসনা। সবাই চাইছিল এ যুদ্ধের অবসান। সেনাপতিদের মুখে রাজা অ্যাগামেননের দৈববানী পাবার সংবাদ শুনে তারা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। মৌমাছির ঝাঁকের মত তারা সবাই ছুটে এল রাজার কাছে। তাঁর নিজের মুখ থেকে সব কিছু শুনতে চায়।
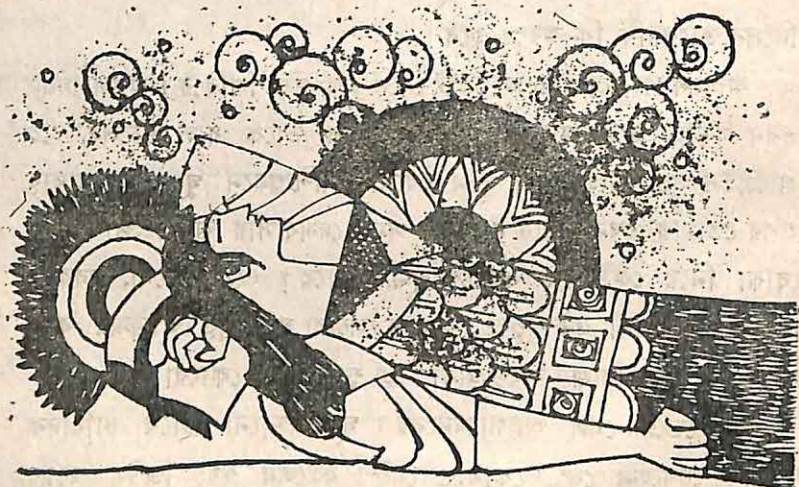
বিশাল সৈন্যবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন অ্যাগামেনন। তারপর উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান জানালেন সবাইকে। বললেন, 'গ্রীসের মাননীয় বীরসেনাপতিগণ, এবং সমবেত সৈনিক পুরুষ—আপনারা কেবল যোদ্ধাই

নন। আমার বন্ধুও বটে। সমস্ত গ্রীকবাসীদের আশা ভরসা আপনারাই। সুযোগ সব সময় আসে না। কিন্তু একবার তো আসেই। আজ সেই মুহূর্ত। এই মুহূর্তে আপনাদের সব ক্লান্তি এবং আলস্য কাটিয়ে উঠতে হবে। দৈববাণী মিথ্যা হবার নয়। ট্রয়ের অধিপতি রাজা প্রিয়ামের মাথা নত করার দিন এসে গেছে। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে খুব শীঘ্রই তাঁকে আপনাদের হাতে পরাজিত হতে হবে। তাই, আমি আপনাদের নায়ক হয়ে অনুরোধ করছি, আর এক দিনও সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। আপনারা উঠুন। জাগুন। জানি আপনারা সবাই ক্লান্ত। তবু আপনারা সবাই বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করুন। উত্তম খাদ্যদ্রব্যে দেহ এবং জঠরকে সন্তুষ্ট করুন। তারপর প্রবল উৎসাহের সঙ্গে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। "আজ রাতের মধ্যেই প্রত্যেকটি সৈন্য যেন তাঁদের বর্শায় নতুন করে শান দিয়ে নেন। বর্মগুলিকে পরিষ্কার করে ফেলেন। অশ্বদের অতি উত্তমভাবে আহার করান। আর রথের চাকাগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন।

'বন্ধুগণ, আপনারা প্রস্তুত হোন। এমনভাবে নিজেদের প্রস্তুত করবেন, যে আর আপনারা ক্ষণিকের জন্যেও বিশ্রাম পাবেন না। আপনাদের হস্তধৃত বর্শা এবং বর্ম ভিজে উঠবে আপনাদের পরিশ্রমের ঘামে। এইভাবে যুদ্ধ চলবে সারাদিন। সন্ধ্যের আগে আপনারা আর আপনাদের অশ্বরা মুহূর্তকালের জন্যে বিশ্রামের সুযোগ পাবেন না।

'আমি রাজা অ্যাগামেনন, আদেশ করছি, দেশের স্বার্থে যদি কোন সৈনিক আমার আদেশ লঙ্ঘন করেন তাঁকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না। তাঁকে হয় কুকুর নয়ত শকুনীর খাদ্যে পরিণত হতে হবে। মনে রাখবেন এ যুদ্ধ আমার একার নয়। এ সবার যুদ্ধ। এ দেশের যুদ্ধ। এ জয় সমগ্র গ্রীসের জয়।'

রাজার উদাত্ত আহ্বান বৃথা গেল না। সমবেত সৈন্যদের প্রবলভাবে নাড়া দিল। পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের জল যেমন গর্জন করে আছড়ে পড়ে ঠিক সেই ভাবে তারা চীৎকার করে রাজার আদেশের সমর্থন জানাল। তারপর তারা সুশিক্ষিত সৈন্যের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ফিরে

গেল নিজেদের জাহাজে। অস্ত্রশস্ত্রে নতুন করে শান দিল। অতি উত্তম খাদ্যে নিজেদের পেট ভরাল। যে যার নিজের উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করল যেন বিপুল বিক্রমে তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর শেষ পর্যন্ত যেন অক্ষত অবস্থায় বেঁচে থেকে নিজেদের ফেলে আসা সংসারে ফিরে যেতে পারে।

রাজা অ্যাগামেননও বসে ছিলেন না। তিনিও পাঁচ বছর বয়সের একটি সুন্দর বাছুর বলি দিলেন জিউসের উদ্দেশে। প্রার্থনা জানালেন যেন ট্রয় তিনি ধ্বংস করতে পারেন। ট্রয়ের বীর যোদ্ধা হেক্টর এবং তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।

অ্যাগামেননের দেওয়া বলিটুকু জিউস গ্রহণ করলেও, অ্যাগামেননের প্রার্থনায় তিনি কান দিলেন না। কারণ সমস্ত কিছুই তো তাঁর পরিকল্পিত ছলনায় ঘটছিল। আর মনে প্রাণে তিনি গ্রীসের পতনই চাইছিলেন।

বলির প্রসাদ এবং জিউসকে উৎসর্গীকৃত সোমরস পান করার পর অ্যাগামেনন আর সে রাত্রিকে নষ্ট করতে চাইলেন না। সমস্ত সেনা-পতিদের পুনরায় একত্রিত করে রণহুঙ্কার দিলেন। আদেশ করলেন আর একদণ্ড সময় নষ্ট না করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সেনাপতিরা প্রস্তুতই ছিলেন। প্রস্তুত ছিল হাজার হাজার সৈন্য। সেনাপতিদের নির্দেশ পেতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বেরিয়ে এল নিজেদের জাহাজ ও তাঁবু ছেড়ে। সকলে মিলিত হল স্কামাণ্ডার নদীর উপকূলে। আর সেনানায়কের মত দীপ্ত ভঙ্গিতে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইলেন অ্যাগামেনন। যেন সতর্ক প্রহরী।

জিউস পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন তাঁর পরবর্তী কাজ কি হবে! অচিরেই সেই কাজটি সম্পন্ন করলেন। রামধনুর দেবী আইরিসকে তিনি ডেকে পাঠালেন। কারণ অতি দ্রুত কোন কাজ সমাধা করতে আইরিসের জুড়ি ছিল না। ঝোড়ো বাতাসের থেকেও তাঁর গতি ছিল দ্রুত। নিমেষে এই দেবীটি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যেতে পারতেন। আইরিস এসে দাঁড়াতেই জিউস বললেন, 'শোনো আইরিস,

তোমাকে আমি ডেকেছি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্যে। কাজটি অতি দ্রুত করার প্রয়োজন। সেটি একমাত্র তুমিই পার।'

দেবাদিদেবকে নত মস্তকে অভিবাদন করে আইরিস বললেন, 'বলুন প্রভু কি সে কাজ, যা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

পাছে হেরা শুনতে পায় সেই কারণেই জিউস অতি নিম্নস্বরে বুঝিয়ে দিলেন কর্তব্য। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আইরিস ছুটে গেলেন ট্রয় শিবিরের সীমানায়। একেবারে রাজা প্রিয়ামের ঘরে। প্রিয়াম তখন তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে গুপ্ত সভাকক্ষে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন যুবরাজ হেক্টর। প্রিয়ামের অন্যতম পুত্র পোলাইটেস গ্রীকদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ট্রয় নগরীর সুউচ্চ দুর্গের মাথায় বসে থাকতেন। আইরিস তখন পোলাইটেসের কণ্ঠস্বর নকল করে বলে উঠলেন, 'হে রাজন, চারিদিক যখন যুদ্ধের ঘনঘটা, তখন আপনি ধীর এবং অলস ভঙ্গীতে শান্তির কথা বলে চলেছেন। আপনার আলস্য দেখে মনে হচ্ছে আবার আমরা যুদ্ধ শেষ করে শান্তির রাজত্বে ফিরে গেছি। কিন্তু তা নয়। গ্রীক সৈন্যদের মত দুর্ধর্ষ এবং শক্তিশালী যোদ্ধা আমি খুব কমই দেখেছি। তারা আপনার মত শান্তির স্বপ্ন দেখে বিশ্রাম করছেন না। তারা আমাদের এই ট্রয় নগরী আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। গাছের পাতা যেমন অসংখ্য, সমুদ্রতীরে বালি যেমন অগন্য, সমবেত গ্রীক সৈন্য ঠিক তেমনিই, অসংখ্য আর বিশাল। অতএব হে রাজন, আর বসে সময় নষ্ট করার কোন অর্থই হয় না।'

তারপর সামান্য সময়ের বিরতি নিয়ে প্রিয়ামের অন্য পুত্র যুবরাজ হেক্টরের উদ্দেশ্যে আইরিস বললেন, 'যুবরাজ, আপনার বীরত্বের কথা সর্বজনবিদিত। আপনিও আর নিশ্চুপের মত বসে থাকবেন না। রাজা প্রিয়ামকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব মিত্রশক্তি উপস্থিত হয়েছেন আপনি তাঁদের সকলকে একত্রিত করুন। আপনি তাঁদের আদেশ করুন এই মুহূর্তে তাঁরা যেন তাঁদের সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করেন। কারণ সামনেই এক বিরাট যুদ্ধ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

যতই কেন পোলাইটেসের কণ্ঠস্বর নকল করে আইরিস কথা বলুন,

হেক্টর ছিলেন অভিজ্ঞ যুবরাজ। তিনি বুঝলেন দেবীকণ্ঠ। বুঝলেন দৈববানীর কি ইচ্ছা। নিমেষে সভাভঙ্গ করে সৈন্য এবং সেনাপতিদের ডাক দিলেন চরম যুদ্ধের জন্যে।

অচিরেই দেখা গেল সমস্ত মিত্রসেনাকে পাশে নিয়ে ট্রোজান রণশক্তি সমবেত হয়েছে ট্রয়নগরীর যুদ্ধসীমান্তে।

সম্মুখসমরে প্যারিস ও মেনেলাস

দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি। একদিকে বিশাল ট্রোজান বাহিনী। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক গ্রীক সৈন্য। একপাল উড়ন্ত সারসের মত দুর্বার বেগে ট্রয়বাসীরা যখন ছটফট করছিল গ্রীক সৈন্যগণ তখন সুশিক্ষিত নীরব যোদ্ধার মত আসন্ন যুদ্ধের প্রহর গুণছিল। পাহাড়ের ওপর যেমন কুয়াশা ঘন আর গভীর হয়ে ওঠে সৈন্যদের পায়ের ধূলোয় ঠিক তেমনি ধূলোর কুয়াশা তেরী হল। কিছুদূরের মানুষ পর্যন্ত চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল। দু দলের সমবেত সৈন্যরা যখন একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, যখন তারা অপেক্ষা করছিল সেনাপতিদের কাছ থেকে যুদ্ধের নির্দেশ।

ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রোজান বাহিনীর মধ্যে থেকে রণাঙ্গনের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন যুবরাজ প্যারিস। অবজ্ঞা ভরে একবার গ্রীক-সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর কাঁধে শোভা পাচ্ছিল সিংহের চামড়া। হাতে ধনুকবান। কোমরে ঝুলছিল তীক্ষ্ণধার তরবারি। ব্রোঞ্জ ফলকের দুটি বর্শা ওপরের দিকে তুলে গ্রীক সৈন্যদের একক যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। তাঁর চলনে বলনে অহংকার ফুটে উঠছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরের অবজ্ঞা বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে কোন গ্রীকবীরকে তিনি এককযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন।

গ্রীক বাহিনীর মধ্যে থেকে হঠাৎ মেনেলাস প্যারিসকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সামনে মৃত পশু অথবা শিংওয়ালা হরিণ দেখলে যেমন

ক্ষুধার্ত সিংহের চোখ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি মেনেলাসের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। মনে পড়ে গেল নিজের শোচনীয় অপমানের কথা। মনে মনে বলে উঠলেন, এই সেই লোক যে তার প্রতি অন্যায় করে তার সুন্দরী স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই সেই লোক যার জন্যে এই দীর্ঘদিনের সর্বনাশা যুদ্ধ। মেনেলাসের মনের মধ্যে তখন একটি শব্দই বারবার বেজে উঠল, প্রতিশোধ···প্রতিশোধ··· ।

তীব্র প্রতিশোধের আকাঙ্খায় চঞ্চল হয়ে তখুনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলেন মেনেলাস। প্যারিসের দম্ভ ভেঙ্গে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবার আশায় তাঁর চোখ দুটো তখন জ্বলছিল। বিন্দুমাত্র সময়ের অপব্যবহার না করে তিনি বীরদর্পে প্যারিসের দিকে এগিয়ে এলেন।

প্রবাদে বলে যত বেশী গর্জন হয় বর্ষণ ঠিক ততটা হয় না। প্যারিসের গর্জন যতটা ভয়ংকর হয়েছিল, বর্ষণ কিন্তু ঠিক সে ভাবে হল না। মেনেলাসকে দেখেই তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা যে কতখানি তা বুঝতেও দেরী হল না প্যারিসের। প্রতিশোধ কামী যোদ্ধার আঘাত যে খুবই প্রচণ্ড হয় এ কথাও অনুমান করতে তাঁর সময় লাগল না। তিনি শঙ্কিত চিত্তে, বরং বলা যেতে পারে বেশ ভয় পেয়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে হঠাৎ সামনে বিষধর সাপ দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে পিছিয়ে যায়, প্যারিসও তেমনি করে সৈন্যব্যূহে আত্মগোপন করলেন।

হেক্টর কিন্তু প্যারিসের এই কাপুরুষতাকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তখুনি এগিয়ে গিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'প্যারিস, তুমি সুদর্শন যুবক হলেও, তুমি ভীতু। তুমি বীরের কলঙ্ক। মহান রাজা প্রিয়ামের বংশে তুমি যদি না জন্মগ্রহণ করতে অথবা বিবাহের পূর্বেই তুমি মারা যেতে সে অনেক ভালো হত। গ্রীকরা যখন দেখবে এক সুঠাম, সুদর্শন ট্রয় রাজকুমার একক যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে ভীতু হরিণীর মত পালিয়ে যাচ্ছে, তখন কি তারা উল্লাসে ফেটে পড়বে না? তোমার অপকীর্তির জন্যেই আজ ট্রয়বাসীর সামনে এত দুর্দশা, এত যুদ্ধ, এত লোকক্ষয়। গ্রীসের এক সুন্দরী বধূকে চুরি করে এনে তুমি তোমার

পিতা এবং ট্রয়বাসীদের মাথায় অপমানের বোঝা চাপিয়ে দাওনি? তোমার জন্যেই এত কিছু। অথচ তুমিই ভয়ে আত্মগোপন করছ। যাঁর স্ত্রীকে তুমি চুরি করেছ, অন্তত সে লোকটা যে কতবড় বীর এটুকু পরীক্ষা করার মত শক্তিও তোমার নেই। আসলে তুমি যা করেছ তার জন্যে ট্রয়বাসীদের উচিত ছিল তোমাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যা করা। ধিক্, ধিক্ তোমাকে।'

এই ধিক্কার বানী শোনার পর প্যারিস আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। ভীড়ের মধ্য থেকে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'হেক্টর, আপনি যা বললেন তা সবই সত্যি। আপনি যদি মনে করেন, অথবা আমাকে হুকুম করেন তাহলে মেনেলাসের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামার জন্যে আমি প্রস্তুত। তবে, আপনি যে কারণে আমাকে দোষারোপ করলেন তার জন্যে আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। কারণ দেবী আফ্রোদিতি আমাকে যা দান করেছেন, আমি তাঁর সেই করুণার দান মাথায় করে নিজের দেশে ফিরে এসেছি। সে যাইহোক, আপনি আমায় কাপুরুষ ভাববেন না। আমি যুদ্ধে রাজী আছি মাত্র একটি শর্তে। আপনাদের সকলের মতে যখন আমার জন্যেই এত দ্বন্দ্ব, এত মৃত্যু, তখন উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধারা, আপনারা আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। সব কলহ যখন আমার এবং মেনেলাসের মধ্যে তখন বৃথা লোকক্ষয়ের আর প্রয়োজন নেই। একক যুদ্ধে যে জয়ী হবেন সেই হবেন সুন্দরী হেলেন এবং তাঁর সব সম্পত্তির অধীশ্বর। বাকী সবাই শান্তিতে থাকুন।'

প্যারিসের কথা শুনে হেক্টর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন এর থেকে সুপ্রস্তাব আর কিছুই থাকতে পারে না। সমস্ত ট্রোজানবীরদের উদ্দেশ্যে তিনি চীৎকার করে প্যারিসের বক্তব্য পৌঁছে দিলেন।

প্রতিটি যোদ্ধাই প্যারিসের প্রস্তাবকে সহজে মেনে নিলেন। মেনে নিলেন স্বয়ং মেনেলাসও। তিনিও চীৎকার করে বললেন, 'বেশ তাই হোক, আমাদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজন মৃত্যুকে বরণ করে নোব। বাকী আর যাঁরা আছেন, তাঁরা দুর্বিপাকের বাইরে থাকুন,

শান্তিতে থাকুন। তবে, যুবকদের মন বড়ই অস্থির। বাতাসের মত হাল্কা। তারা প্রয়োজন মত নিজেদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান। ট্রোজানদের বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামকে ডাকা হোক। সূর্য, পৃথিবী এবং সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করে তিনি শপথ করুন, এ যুদ্ধে যে জয়লাভ করবে, হেলেনকে তিনি তাঁর হস্তেই উপহার দেবেন। এবং সেই সঙ্গে শেষ হবে এই মরণযুদ্ধ।'

দীর্ঘ ন বছরের একটানা যুদ্ধে উভয় পক্ষই তখন ক্লান্ত আর অবসন্ন। উভয় পক্ষই যুদ্ধের অবসান চাইছিল। এ প্রস্তাবকে তারা সর্বান্তকরণে সমর্থন করল। সেনারা নিজের নিজের অস্ত্র আর বর্ম ত্যাগ করে ক্লান্ত শরীরকে এলিয়ে দিল মাটিতে। কেউ কেউ তাদের রথ থেকে ঘোড়াদের খুলে দিল ইচ্ছেমত বেড়ানোর জন্যে। আর কিছু সৈন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই যোদ্ধার জন্যে চতুস্কোণ রণক্ষেত্র সাজাতে।

ইতিমধ্যে হেক্টর লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজা পিয়ামকে নিয়ে আসার জন্যে। এতক্ষণ সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন সেই রামধনুর দেবী আইরিস। ছদ্ম বেশ ধারণে এই দেবীটি ছিলেন বিশেষ পটু। তিনি নিমেষে রাজা প্রিয়ামের কন্যা লাওডাইসের ছদ্মবেশ ধারণ করে ছুটে গেলেন হেলেনের কাছে। তাঁকে সবিশেষ সবকিছু খুলে বললেন। হেলেন তখন নীলচে গোলাপী রঙের একটি বিরাট ক্যানভাসের ওপর তাঁকে ঘিরে যে বিরাট যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধের নিখুঁত চিত্রটি সূচীশিল্পের মাধ্যমে খোদাই করে চলেছেন।

আইরিসের কথা শুনে হেলেন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। পিতামাতা, পুত্রকন্যা আর স্বামী মেনেলাসের জন্যে তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠল। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের জন্যে তিনি রোদন করলেন। তারপর একটি সাদা ওড়নায় নিজের মাথাটি আচ্ছাদিত করে অশ্রুসজল নেত্রে ছুটে গেলেন তোরনশীর্ষে। যেখান থেকে যুদ্ধের সব কিছু খুঁটিনাটি স্পষ্ট দেখা যায়।

দুর্গের প্রাসাদশীর্ষে বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম তখন অন্যান্য বৃদ্ধদের সাথেই বসেছিলেন। তাঁরা এতই বৃদ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা আর যুদ্ধ করতে পারতেন না। কিন্তু যুদ্ধের সব কিছু দেখা এবং জানার জন্যে তাদের

উৎসাহের শেষ ছিল না। তাঁরা প্রতিদিনই যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন।
হেলেনকে ঐ অবস্থায় তোরণশীর্ষে আসতে দেখে একজন বৃদ্ধ বললেন, 'গ্রীক আর ট্রোজানদের মধ্যে এই যুদ্ধ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এমন সুন্দরী মহিলার জন্যে পৃথিবীতে আরো অঘটন ঘটাও সম্ভব। এঁর রূপ দেখে মনে হচ্ছে ইনি যেন স্বর্গের কোন দেবী। মর্তলোকের কোন নারীর মধ্যে এমন রূপ দেখাই যায় না। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই রূপের আগুন যত শীঘ্র সম্ভব গ্রীকদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। নইলে আমাদের বা আমাদের সন্তান সন্ততিদের পক্ষে ফলাফল আরো বিষবৎ হয়ে উঠবে। অন্তত সমস্ত ট্রয়বাসীর মঙ্গলের জন্যেও এ কাজ করা উচিত।'

বৃদ্ধের মন্তব্য শুনে রাজা প্রিয়াম ক্ষণিক নীরব হয়ে রইলেন। তার পর তিনি হেলেনকে কাছে ডাকলেন। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই যুদ্ধের মূলকারণ হেলেন হলেও, হেলেনকে তিনি দোষী ভাবতেন না। বরং তিনি দেবতাদেরই দোষারোপ করতেন। তিনি বুঝেছিলেন দেবতারাই গ্রীক এবং ট্রোজানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়েছেন। হেলেন উপলক্ষ্য মাত্র। কাছে বসিয়ে তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে হেলেনের সঙ্গে কথা বললেন। বৃদ্ধ হয়েছিলেন বলে তিনি গ্রীক বীরদের ঠিক চিনতেন না। হেলেনই তাঁকে চিনিয়ে দিলেন কে অ্যাগামেনন, কে ওডিসিয়াস। বৃদ্ধ হেক্টর, মহাবলী অ্যাজাক্স এবং আরও অনেক গ্রীক বীরদেরও একে একে চিনিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে হেক্টর প্রেরিত প্রহরী এসে রাজা প্রিয়ামের সামনে দাঁড়ালো। তাকে দেখে প্রিয়াম জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও প্রহরী?'

'যুবরাজ হেক্টর আপনাকে রণস্থলে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।'

'আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে কেন?'

'সে কথা স্বয়ং যুবরাজই বলবেন। তবে প্রত্যেকেই আপনার জন্যে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

রণস্থলে পৌঁছে তিনি সব কিছু অবগত হলেন। মনে মনে বড়ই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। নিজের সন্তান প্যারিসের কারণে তাঁকে বেশ চঞ্চল এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখাল। তবু তিনি দুটি দেশের স্বার্থেই এবং

দীর্ঘকালের যুদ্ধবিরতির আশায় সকলের প্রস্তাব মেনে নিলেন। এবং শান্তির জন্যে শপথ নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বললেন। আর যুদ্ধ দেখার প্রবৃত্তি তখন তার ছিল না। কারণ মেনেলাসের সঙ্গে প্যারিসের দ্বৈতযুদ্ধ দেখার মতো মনের জোর তাঁর ছিল না। তিনি ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে।

রাজা প্রিয়াম ফিরে যাবার পর একপক্ষে অ্যাগামেনন এবং অন্য পক্ষে হেক্টর রণক্ষেত্রের মাপ ঠিক মত মেপে নিলেন। তারপর তাঁরা একটি শিরস্ত্রানের মধ্যে দুটি ভাঙ্গা পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করলেন। একটি মেনেলাসের জন্যে অপরটি প্যারিসের। শিরস্ত্রানটি খুব জোরে জোরে নাড়ানো হবে। প্রথম যাঁর পাথরের টুকরো বেরিয়ে আসবে সেই প্রথম আঘাত করার অধিকার পাবে।

শেষ পর্যন্ত প্যারিসের ভাগ্যেই প্রথম আঘাতের সুযোগ এল। অধির প্রত্যাশা নিয়ে সমবেত সৈনিকরা এতক্ষণ রণক্ষেত্র ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে উভয় পক্ষের বহু সৈনিকই দুহাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল। আসলে তাদের কাছে তখন বিশেষ কোন একজনের জেতার প্রশ্ন ছিল না। তারা চাইছিল যে হোক একজন জিতুক। জয়পরাজয়ের মীমাংসা হওয়া মানেই যুদ্ধ থেমে যাওয়া। আর যুদ্ধ থামা মানেই শান্তি ফিরে আসা।
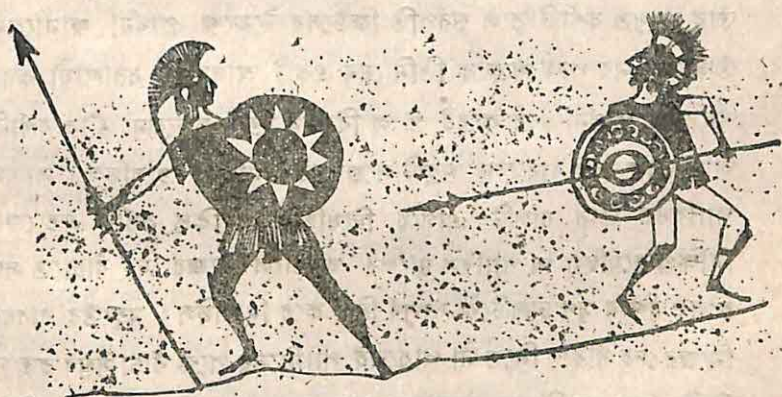
প্যারিস জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকরা নিজ নিজ স্থানে বসে

পড়ল। অপেক্ষা করে রইল প্যারিস কতক্ষণে রণস্থলে আসেন। কিছু পরেই প্যারিস এলেন। অনিন্দ্যকান্তির প্যারিসকে তখন দেখাচ্ছিল বেশ বড় যোদ্ধার মত। জানু পর্যন্ত পা দুটিকে তিনি মুড়ে দিয়েছিলেন রূপোর পদাবরণ দিয়ে। ব্রোঞ্জের ওপর রূপোর নক্সাকরা বিরাট বর্মে আবৃত করেছিলেন নিজের দেহটিকে। কোমরে ঝুলছিল বিশাল তরবারী। এক হাতে ব্রোঞ্জের ঢাল, অন্য হাতে দ্বিমুখী বর্শা। মাথায় ছিল ঘোড়ার লেজের সুন্দর কাজ করা শিরস্থান। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী মেনেলাসও নিজেকে সাজিয়েছেন যথাযোগ্য সাজে।

দুই বীর যোদ্ধাকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে দেখে সব সৈনিকরাই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। সবারই মন দুরু দুরু শব্দে কেঁপে উঠল। কে জানে এ যুদ্ধে কে জয়ী হবে। তবে একটি আশার আলো সবার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধে যেই জিতুক না কেন কষ্টকর আর প্রাণহানিকর এ যুদ্ধ এবার থামবে।

নিয়ম অনুসারে প্যারিসই প্রথম তাঁর বর্শা তুলে নিলেন। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে সেটি নিক্ষেপ করলেন মেনেলাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্যারিসের নিক্ষিপ্ত বর্শা মেনেলাসকে আঘাত করতে পারল না। মেনেলাস ঠিক সময়ে তাঁর ঢালটি এগিয়ে দিলেন। বর্শার তীক্ষ্ণ মুখটি ঈষৎ বেঁকে গিয়ে বর্শাটি পড়ে গেল মাটিতে। এরপরই মেনেলাসের পালা। তিনি তাঁর হস্তধৃত বর্শাটি তুলে সুরপতি জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন। তাঁর জীবনের পরম শত্রুকে তিনি যেন একটি আঘাতেই ধরাশায়ী করতে পারেন। প্রার্থনা শেষ করেই প্রবল বিক্রমে তিনি ছুড়লেন তাঁর বর্শাটি। অতি তীক্ষ্ণ এবং ধারালো অস্ত্রটি সজোরেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সময়মত প্যারিসও তার ঢালটি এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্শাটি এত জোরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে প্যারিস ঢালের আড়ালে নিজের দেহ বাঁচাতে সক্ষম হলেও বর্শার মুখ ঢালটিকে সম্পূর্ণ বিদ্ধ করে দিয়েছিল। মুহূর্তের ব্যবধানে নিজের দেহ সরিয়ে নিতে না পারলেই প্যারিসের পক্ষে বাঁচা সম্ভব হত না। দ্বিতীয় বার প্যারিসকে আঘাত করার সুযোগ না দিয়েই চোখের নিমেষে মেনেলাস টেনে নিলেন তাঁর রুপোর তৈরী ঝকমকে তরবারিটি। সশব্দে

এবং দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিনি আঘাত করলেন প্যারিসের মাথায়। কিন্তু প্যারিসের মাথায় ছিল সুদৃঢ় শিরস্ত্রান। মেনেলাসের আঘাত যত প্রবল হয়েছিল ঠিক ততখানি প্রবল প্রত্যাঘাতে তরবারিটি তিনচার টুকরোয় খান খান হয়ে গেল। হায় হায় করে উঠলেন মেনেলাস। কারণ এত বড় সুযোগ নষ্ট হওয়া একজন যোদ্ধার পক্ষে বেশ হতাশাব্যঞ্জক। জিউসের উদ্দেশ্যে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বললেন, 'পরমপিতা জিউস, সত্যিই তুমি সকল দেবতার মধ্যে নিষ্ঠুর। এই মুহূর্তে তোমার আশীর্বাদ পেলে আমি আমার চিরশত্রুকে চিরদিনের মত বিনাশ করতে পারতাম।'

মেনেলাস কেবল বড় যোদ্ধাই ছিলেন না রণক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ভূপতিত প্যারিসের কাছে গিয়ে শিরস্ত্রান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন গ্রীক শিবিরের দিকে। কোন রকমে যদি একবার তিনি প্যারিসকে গ্রীক বাহিনীর অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে প্যারিসের অন্তিমকাল তখনই ঘোষিত হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হল না। দেবী আফ্রোদিতি ছিলেন প্যারিসের শুভাকাঙ্খিনী। অন্তরাল থেকে তিনি দ্বৈতযুদ্ধের সব কিছুই লক্ষ্য করেছিলেন। প্যারিসের মৃত্যু তাঁর কাম্য ছিল না। সহসাই তিনি প্যারিসের চারদিকে ঘনকুয়াশা তৈরী করেদিলেন। এত গভীর সেই কুয়াশাজাল যে তাঁকে আর কেউ দেখতেই পেল না। প্যারিসও এই সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মেনেলাসের হাত থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সেই কুয়াশার মধ্যেই সবার অলক্ষ্যে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের শয়নকক্ষে। কুয়াশা সরে গেলে মেনেলাস যখন প্যারিসের খোঁজ করছেন প্যারিস তখন নিজের বিছানায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করছেন।

রণক্ষেত্রে আর যখন কোথাও প্যারিসকে খুঁজে পাওয়া গেলনা, তখন অ্যাগামেননই এগিয়ে এলেন রণভূমির ঠিক মধ্যস্থলে। চিৎকার করে তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'উপস্থিত সকল প্রত্যক্ষদর্শী, প্যারিস রণে ভঙ্গ দিয়ে যে পলায়ন করেছে তা আপনারা সকলেই দেখলেন। সর্বসমক্ষে এটাই প্রমাণিত হল যে দ্বৈতযুদ্ধে মেনেলাসই জয়ী হয়েছেন। এখন যুদ্ধ-

বিরতির সব কিছুই নির্ভর করছে ট্রোজান সৈন্যদের কার্যকলাপের ওপর। শর্ত অনুযায়ী তাঁরা যদি সব সম্পত্তিসমেত হেলেনকে মুক্তি দেন তাহলে যুদ্ধের শেষ এখানেই।'

রাজা অ্যাগামেননের এই কথায় সমস্ত গ্রীকবাহিনী সোল্লাসে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

সর্বনাশা তীর

ওদিকে সুরপতি জিউসের স্বর্ণপ্রাসাদে তখন দেবদেবীদের পরামর্শ সভা বসে গেছে। প্রত্যেকেরই হাতে রয়েছে পানপাত্র। প্রায় সকলেই তখন তাঁদের সোনার পানপাত্র উজাড় করে সুরা পান করেছেন। জিউস পত্নী স্বয়ং হেরা নিজের হাতে দেবগণকে সোমরস পরিবেশন করছেন। সোম পান করতে করতে দেবতারা মাঝে মাঝে মর্তলোকের ট্রয়নগরীর দিকে অবজ্ঞাভরে দেখছিলেন।

জিউস কিন্তু মর্তের ঐ যুদ্ধের ব্যাপারটি বেশ রসিয়ে উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল পত্নীকে হেরাকে সামান্য উত্তেজিত করার প্রয়োজন। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'দেবগণ, তোমরা তো সকলেই জান এখন মর্তে কি ঘটছে। তবে এই ব্যাপারে আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগছে স্বর্গের দুই শক্তিময়ী দেবী, হেরা আর এথেনা মেনেলাসের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও সে কেমন অসহায় হয়ে পড়েছে। দেবী হেরা আর এথেনা ওকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারছে না। অথচ দেখ, আফ্রোদিতি কেমন সুন্দর কৌশলে তাঁর প্রিয় মানুষটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে চলেছে। তা তোমরা কি বল ? ব্যাপারটা এই রকমই চলবে ? সত্যিকথা বলতে কি দ্বৈতদ্বন্দ্বে মেনেলাসই জয়ী হয়েছে। এখন তোমরা যদি সবাই রাজী হও, তাহলে শান্তি ফিরে আসুক, ট্রয় বাঁচুক আর মেনেলাস তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে যাক।'

অন্যান্য দেবতাদের উত্তর দেবার আগেই হেরা কিন্তু ঘটনার মধ্যমণি হলেন। জিউসের এই বাক্যবাণে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কেবল তিনি কেন? এথেনাও। কারণ তাঁরা উভয়েই চান ট্রয় ধ্বংস হোক। কিন্তু জিউস ছিলেন ট্রয়ের স্বপক্ষে। তাই তাঁর কথার বিদ্রুপ উভয় দেবীকেই ক্রুদ্ধ করে তুলল। জিউসের মুখের ওপর কিছু বলার সাহস ছিল না এথেনার। তিনি বাকসংযত করলেও হেরা ছাড়বার পাত্রী নন। সরোষে তিনি বললেন, 'দেবরাজ জিউস, কেমন করে তুমি ট্রয়ের এই অন্যায় বিরক্তিকর কাজের সমর্থন করছ তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আগাগোড়া সমস্ত বিরোধটিই সৃষ্টি করেছে প্যারিস। এখনও সে অন্যায় করে চলেছে। সে ভণ্ড। সে অসাধু। তাছাড়া এতদিন ধরে আমি যে এত কষ্ট করলাম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি আমার অশ্বটিকে নিয়ে গ্রীসের বুকে ঘুরে বেড়ালাম। সৈন্য এবং অস্ত্রে তাদের শক্তিশালী করলাম তা কি পণ্ডশ্রম করার জন্যে? এখন তুমি বলছ ট্রয়কে বাঁচিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। ভালো কথা, তুমি যা ভালো মনে কর তাই কর। আমার এতে কোন মত নেই।'

হেরা জিউসের ধর্মপত্নী হলেও, এই দুই দেবদেবীর মধ্যে দিনরাত ঝগড়া লেগেই থাকত। কেউই কারো ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারতেন না। হেরার রোষবাক্যে জিউসও রেগে উঠলেন। তিনি বললেন, 'বলতে পার রানী হেরা, প্রিয়াম এবং তার ছেলেরা তোমার কি ক্ষতি করেছে? যার জন্যে তুমির ট্রয়ের মত একটি সুন্দর এবং মনোরম স্থানকে ধ্বংস করে দিতে চাইছ? ট্রয়তে আজ যে ঘটনা ঘটেছে সে এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে। তাছাড়া তুমিতো জানোই ট্রয় আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

জিউসের ক্রোধ আরক্ত মুখ দেখে হেরা কিন্তু ভয় পেলেন না। তিনিও স্বর্গের রাণীর মত বললেন, 'জানি তুমি স্বর্গের রাজা। আমার থেকে অনেক শক্তিমানও বটে। ইচ্ছে করলে কোন দেবতার সাহায্য না নিয়েই তুমি ট্রয়কে বাঁচিয়ে দিতে পার। কিন্তু আমিও স্বর্গের রাণী। তোমার স্ত্রী। পৃথিবীতে আমারও কয়েকটি প্রিয় নগর আছে। আজ যদি তুমি সেই

সব নগরীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেগুলোকে ধ্বংস কর, আমি তাতে বাধা দোব না। ইচ্ছে না থাকলেও আমি তোমার মতে মত দোব। কিন্তু তুমি তা করতে চাইছ না। তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এখানেই। সে যাই হোক, মর্তলোকের জন্যে নিজেদের মধ্যে বিবাদ আমি চাইনা।'

আগের থেকে শান্ত স্বরে জিউস বললেন, 'বেশ, বিবাদ আমিও চাই না, তুমি কি পরামর্শ দিতে চাইছ, তাই বল।'

'এই মুহূর্তে তুমি এথেনাকে মর্তে পাঠিয়ে দাও। সে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাক। একটা বুদ্ধি বার করুক, যা দিয়ে ট্রোজানরাই যে প্রথম শর্ত ভঙ্গ করেছে একথাই প্রমাণিত হয়। আমি আশা করি, তুমি আমার কথা রাখবে। তোমার স্ত্রীর সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেটাও তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত।'

হেরার কথা ফেলতে পারলেন না জিউস। অবশ্য জিউসের মনোভাব বোঝা ভার। হয়ত মনে মনে তিনি তাই-ই চাইছিলেন। হাত তুলে জিউস বললেন, 'তথাস্তু।'

দেবরাজের আজ্ঞা পাওয়া মাত্রই উল্কার বেগে পৃথিবীতে নেমে এলেন দেবী এথেনা। ধাবমান উল্কার আলোকপুঞ্জ দেখে ট্রয় এবং গ্রীক-বাসীরা বেশ অবাক হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল নিশ্চয় কোন দেবী স্বর্গ থেকে কোন সংবাদ নিয়ে পৃথিবীতে আসছেন। এর মানে একটাই। হয় যুদ্ধ নয় চিরশান্তি।

এর উত্তর তো এথেনা জানতেনই। কিন্তু তিনি সশরীরে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হলেন না। একজন ট্রোজান যোদ্ধার ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হলেন লাইকাওনের পুত্র প্যাণ্ডারাসের কাছে। সেও ছিল একজন দক্ষ তীরন্দাজ। কিন্তু ভীষণ বোকা। ছদ্মবেশী এথেনা তার সামনে গিয়ে বললেন, 'প্যাণ্ডারাস, তুমি কি চিরদিনই সাধারণ সৈনিক হয়ে থাকবে?

প্যাণ্ডারাস দেবীকে চিনতে না পেরে বলল, 'কেন বলত, হঠাৎ তুমি একথা বলছ?'

'কারণ ইচ্ছে করলেই তুমি এখন সমস্ত ট্রোজানদের মধ্যে বিখ্যাত হতে পার।'
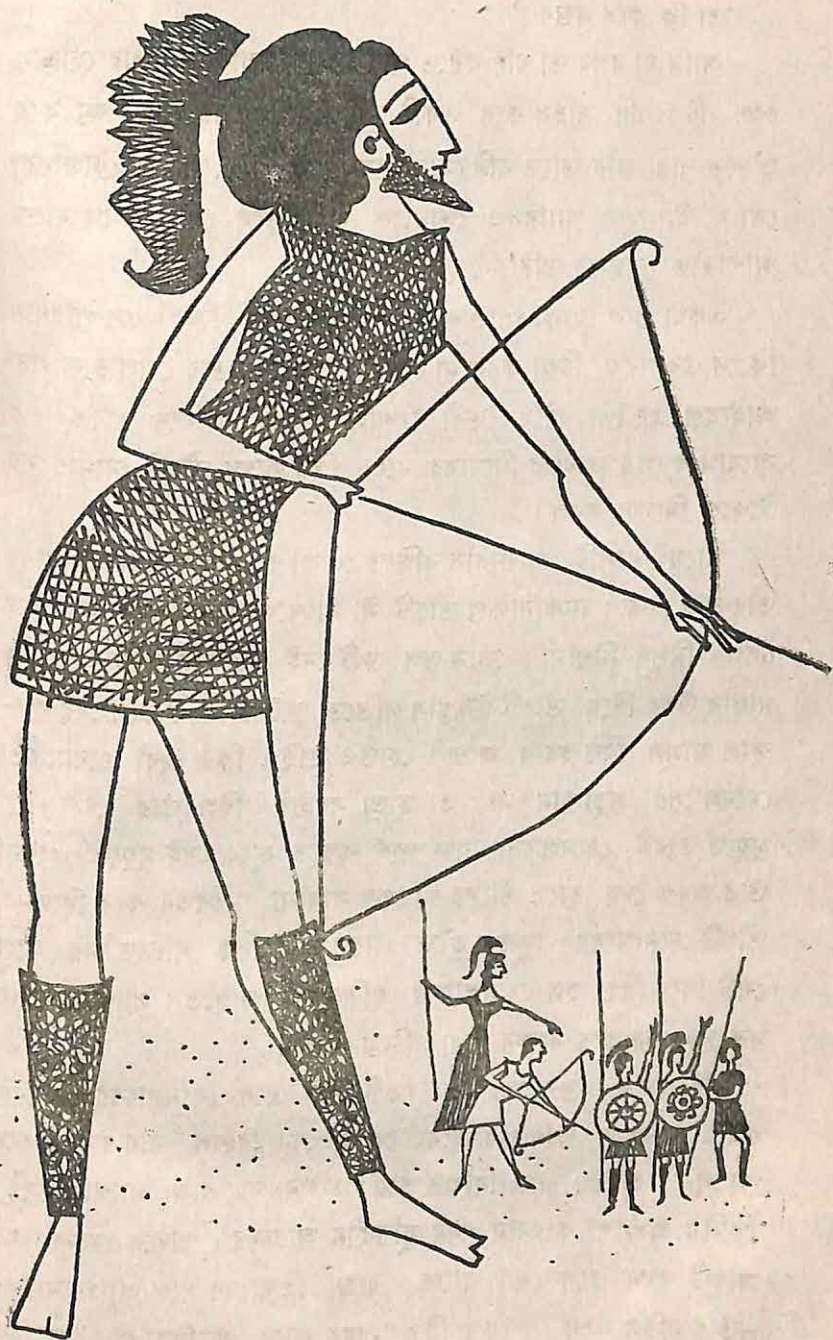
'তা কি করে সম্ভব ?'

'আমি যা বলব তা যদি করতে পার। আমি জানি তুমি তীর ছোঁড়ায় বেশ পটু। যদি সাহস করে একটি তীর মেনেলাসের বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়তে পার, আর তাতে যদি মেনেলাসের মৃত্যু ঘটে, তাহলে, ট্রোজানরা তো বটেই, স্বয়ং প্যারিসও তোমাকে বুকে তুলে নেবেন। তোমাকে আশাতীত পুরস্কারে ভরিয়ে দেবেন।'

একথা শুনে বোকা প্যাণ্ডারাসের বুক গর্বে ফুলে উঠল। এর পরিণাম কি সে একবারও চিন্তা করল না। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ষোল হাত লম্বা আইবেক্স এর শিং দিয়ে তৈরী বিশাল ধনুকটি বাগিয়ে তাতে তীর সংযোগ করল। তারপর নিমেষের মধ্যে স্থির লক্ষ্যে তীরটি মেনেলাসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল।

আগেই বলেছি প্যাণ্ডারাস বুদ্ধিতে বোকা হলেও সে ছিল অসাধারণ তীরন্দাজ। তার ধনুকনিক্ষিপ্ত তীরটি সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস ভেদ করে উড়ে চলল। নিপুণ নিশানা। কোন ভুল ত্রুটি নেই। হাজার হাজার সৈন্যের মাথার উপর দিয়ে তীরটি উর্দ্ধশ্বাস গতিতে ছুটে চলল মেনেলাসের বক্ষ-স্থলে আমূল বিদ্ধ হবার জন্যে। হোতও তাই। কিন্তু দেবী এথেনা তো মেনেলাসের মৃত্যু চান না। তা ছাড়া সবটাই ছিল তাঁর ফন্দী। যে মুহূর্তে তীরটি মেনেলাসের বক্ষ স্পর্শ করতে যাবে সেই মুহূর্তে এথেনা তাঁর অদৃশ্য দৈব হাতে তীরের গতিপথ সামান্য পরিবর্তন করে দিলেন। তীরটি মেনেলাসের বক্ষস্থল ছুঁতে পারল না। দিক পরিবর্তনের ফলে সেটি গিয়ে বিদ্ধ হল মেনেলাসের শক্তিশালী জানুতে। সাদা পাথরের মত উরু ভেদ করে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত একটি তীর এসে মেনেলাসের উরু বিদ্ধ করায় মেনেলাস ক্ষণিকের জন্যে কেমন যেন বিহ্বল আর হতভম্ব হয়ে পড়লেন। হতভম্ব এবং বিস্মিত হয়ে পড়লেন স্বয়ং রাজা অ্যাগামেননও। তিনিও প্রত্যাশা করেননি এমন যুক্তিহীন আক্রমণ। ওদিকে মেনেলাসের জানুটি তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রাজা প্রিয়ামের সঙ্গে অ্যাগামেমনের শর্ত হয়েছিল এক ভাবে। কিন্তু সম্মুখ সমরে প্যারিস প্রায় পরাজিত

হবার পরও এ ধরনের অতর্কিত আক্রমণ তিনি কল্পনাও করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু চিন্তা করার আগেই ছুটে গেলেন ভাই মেনেলাসের কাছে। আঘাত গুরুতর কিনা তাই তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন। কারণ মেনেলাসকে হারিয়ে তাঁর পক্ষে দেশে ফিরে যাওয়া কেবল অসম্মানের নয় তাতে বীরের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হবে।

ভাই অ্যাগামেননকে বিচলিত দেখে মেনেলাস নিজের হৃতবুদ্ধি ফিরে পেলেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার কিছুই হয়নি রাজা। আপনি মিছেই উতলা হচ্ছেন। আঘাত খুবই সামান্য। এখুনি আমি ভালো হয়ে উঠব।'

অ্যাগামেননের অস্থিরতা তখনও কাটেনি। তিনি ম্যাকাওন নামে এক অভিজ্ঞ শল্যবিদকে ডেকে পাঠালেন। প্রাচীন গ্রীসে শল্যবিদরা ছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ পটু। ম্যাকাওন এসে প্রথমেই তীরটি ক্ষতস্থান থেকে তুলে ফেললেন। তারপর বিষাক্ত রক্ত বার করে দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন ওষুধ দিয়ে।

এদিকে ম্যাকাওন যখন মেনেলাসের পরিচর্যায় ব্যস্ত ট্রোজানরা কিন্তু তখন নিস্পৃহের মত বসে ছিল না। তারা তাদের সুসজ্জিত রণবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল গ্রীক বাহিনীকে। গ্রীক সৈন্য এবং সেনাপতিরা এতক্ষণ যুদ্ধ থেমে যাবার আনন্দে নিজেদের কিছুটা আলগা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মেনেলাসের প্রতি হঠাৎ শরাঘাত এবং ট্রোজান বাহিনীকে পুনরায় যুদ্ধে এগিয়ে আসতে দেখে তারা আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তারাও সব শিক্ষিত সৈনিক। তারাও নিপুণ যোদ্ধা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজা অ্যাগামেননের আদেশ তাদের কানে পৌঁছে গেল। আর সময় নষ্ট না করে প্রতি আক্রমণে তারাও তৎপর হল।

ক্ষ্যাপা নেকড়ে বাঘের মত তারা একে অপরের উপর ঝাঁপ দিল। এ যুদ্ধের কি পরিণতি হবে সে কথাও আর তাদের কারো স্মরণে রইল না। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মনে তখন একটাই লক্ষ্য, শত্রুর বক্ষস্থল। ধীরে ধীরে তারা ডুবে গেল যুদ্ধের বিভীষিকা আর অন্ধকারে। শন শন তীরের শব্দ আর ঝনঝন অসিঝঙ্কারে রণক্ষেত্রে উঠল হাহাকার। হাজার হাজার

গ্রীক আর ট্রোজান সৈন্যরা পাশাপাশি পড়ে রইল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। একটি শপথ ভঙ্গের জন্যে আবার নতুন করে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা।

বীর হেক্টর

প্যাণ্ডারাসের অপরিণামদর্শিতার ফলে গ্রীক সৈন্যরা যুদ্ধ করতে যেমন বাধ্য হয়েছিল, ঠিক তেমনি নৈতিক কারণে তাদের মনোবলও ছিল প্রচুর। কারণ তারা সর্বদাই ভাবছিল ট্রোজানরা আগাগোড়াই অন্যায় ভাবে তাদেরকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল তারা লড়ছে ন্যায়ের জন্যে। তাদের স্বপক্ষে আছেন স্বয়ং জিউস। অতএব তারা কখনই যুদ্ধে পরাজিত হতে পারে না। তার ফলে তাদের আক্রমণে ছিল প্রচণ্ড গতি আর শক্তি। সেই গতি আর শক্তির বিরুদ্ধে ট্রোজানরা পিছু হটতে শুরু করল। হাজারে হাজারে ট্রোজান সৈন্য মারা পড়তে লাগল। অবশেষে এমন একটা অবস্থা এল যখন তারা নিজেদের সুরক্ষিত নগরীর মধ্যে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল। ট্রোজান শিবিরে শুরু হল পরাজয়ের হাহাকার।

তবুও ট্রোজানরা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না। তারা সাময়িক বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও, রাজা প্রিয়ামের একপুত্র, হেলেনাস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি দেখলেন ঠিক এই মুহূর্তে ট্রোজান সৈন্যকে নতুনভাবে বলশালী করতে পারেন বীর হেক্টর। কারণ তাঁর মত সাহসী এবং শক্তিশালী রণনেতা ট্রয়বাসীর মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। তাই হেক্টরকে উদ্দেশ্য করে হেলেনাস বললেন, 'ভাই হেক্টর, নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ ট্রোজান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। তাদের উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার মত আর কোন নেতাকেই দেখা যাচ্ছে না। পিছু হটতে হটতে তারা প্রায় নগরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই মুহূর্তে একমাত্র তুমিই পার গোটা সৈন্যবাহিনীকে পরিচালিত করতে।

হেক্টর কোন কথাই বলছিলেন না। তিনি নীরবে হেলেনাসের কথা শুনছিলেন। কারণ হেলেনাস বিজ্ঞ মানুষ। তাঁর কথা মন দিয়ে শোনাই উচিত। হেলেনাস তখনও বলছিলেন, 'আমাদের যত সেনাপতি আছেন, আমি অতিরঞ্জিত করছি না, তাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই হচ্ছ শ্রেষ্ঠ পরিচালক। তুমিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি যে সমস্ত সৈন্যদের নায়ক হতে পার। অতএব ভাই হেক্টর, আর সময় নষ্ট করো না। সমুদ্রের বুকে দিশেহারা জাহাজে যেমন উপযুক্ত কাণ্ডারীর প্রয়োজন, ঠিক তেমনিই, দিশেহারা আর আসন্ন পরাজয়ের ভয়ে ভীত ট্রোজান সৈন্যদের পাশে তুমি কাণ্ডারী হয়ে দাঁড়াও। সমস্ত ট্রয় সৈন্যকে নগরদ্বারে সমবেত হতে বল। আমি জানি তারা কেউই তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবে না। তারপর তাদের নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করতে বল। তাদের প্রাণে সাহস দাও। তোমার বীরত্বব্যঞ্জক দীপ্তিতে, ঐ সব সৈন্যদের মনে উৎসাহের সঞ্চার কর। তারপর তারা তোমার ভাবমূর্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে নবোদ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপ দেবে। এই মুহূর্তে যদি তুমি এই মহৎ কাজটি না করতে পার, প্রায় পরাজিত সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে না আনতে পার, তাহলে কিন্তু ট্রোজান সৈন্যরা অতি শীঘ্রই নগরদ্বার অরক্ষিত রেখে ছুটে আসবে যে যার নিজের ঘরে। বাঁচাতে চাইবে নিজের নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের। ফলে আমরা শীঘ্রই শত্রুর হাতে বিনষ্ট হয়ে যাব।'

হেক্টরকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। হেলেনাসের কথা শুনতে শুনতে তিনি মনে উৎসাহ এবং বল পেলেন। কাল বিলম্ব না করে তখনি ছুটে যেতে চাইলেন নগরীর দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু হেলেনাসের আরো কিছু উপদেশ বাকী ছিল। তিনি হেক্টরকে থামিয়ে বললেন, 'কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে সৈন্যদের উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করেই তোমার কাজ শেষ হবে না হেক্টর। আরো কিছু কাজ তোমায় করতে হবে।'

হেক্টর ধীরে ধীরে বললেন, 'বেশ বল ভাই আর তোমার কি উপদেশ দেবার আছে?'

'আমাদের মা, রানী হেকুবার কাছে তোমাকেই যেতে হবে। যা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বলবে। তারপর বলবে তিনি যেন দেবী এথেনার

মন্দিরে রাজ্যের সব পুরনারীদের একত্রিত করে নিয়ে যান। মহারানী হেকুবা যেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পোষাকটি দেবী এথেনার উদ্দেশ্য উৎসর্গ করেন। তাঁর করুণা ভিক্ষা করে যেন প্রার্থনা করেন আমাদের সব নারী আর শিশুদের রক্ষা করতে। তিনি যেন সমস্ত বিপদ থেকে ট্রয়নগরীকে বাঁচান।'

হেলেনাসের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হেক্টরও আর বিন্দুমাত্র সময় না নষ্ট করে তাঁর রথে চড়ে বসলেন। বর্শাটিকে উঁচু করে তুলে নিয়ে বীরের মত হাজির হলেন ট্রয় সৈন্যদের মাঝে। হেক্টরকে দেখতে পেয়ে
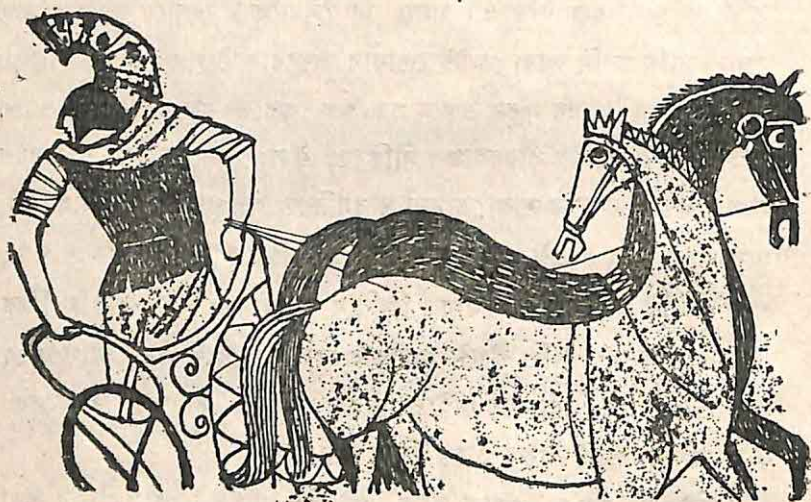
বিপন্ন আর ভগ্ন হৃদয়ের ট্রয়সৈন্যের মধ্যে আবার নতুন করে যেন উৎসাহ ফিরে এল। তারা সোল্লাসে তাদের নায়ককে আহ্বান জানাল। হেক্টরও এ সুযোগ ছাড়লেন না। দীপ্ত ভঙ্গিমায় এবং উদাত্তস্বরে তিনি নানান বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যে সৈন্যদের মধ্যে নবচেতনা জাগিয়ে তুললেন। সৈন্যরাও যেন হারিয়ে যাওয়া শক্তি ফিরে পেল। নতুন উদ্যমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রীক সৈন্যদের উপর। এই ভাবে হঠাৎ তীব্র আক্রমণে গ্রীক সৈন্যরাও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। তারা ভাবল হয়ত কোন দেবতার অনুগ্রহ পেয়েছে ট্রয় সৈন্যরা। তারাও ক্ষণিকের জন্যে তাদের আক্রমণ থামিয়ে যুদ্ধে বিরতি দিল। ওদিকে হেক্টর নিজের সৈন্যদের

অনুপ্রাণিত করে ফিরে গেলেন ইলিয়াম নগরীর অভ্যন্তরে। নগরীর তোরনদ্বারে একটি বিরাট ওক গাছের নিচে তখন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল হাজার হাজার নারী, বৃদ্ধ আর শিশুরা। তারা সবাই ঘিরে ধরল হেক্টরকে। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল যুদ্ধের খবর কি? প্রত্যেক নারীই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল তাদের স্বামীরা কি সুস্থ আছেন?

সরাসরি সেই সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেন হেক্টর। কারণ তাদের খুশী করার মত উত্তর হেক্টরের কাছে ছিল না। ইতিমধ্যেই বহু সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। হেক্টর কেবল বললেন 'তোমরা সবাই করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।'

এরপর হেক্টর গেলেন রাজা প্রিয়ামের বিশাল ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদে। সমস্ত প্রাসাদটি সুদৃশ্য সব প্রস্তর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। হেক্টর রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করতেই তাঁর মা রাণী হেকুবা ছুটে এলেন। হেক্টরের একটি হাত তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার বীর পুত্র, আমার অতি প্রিয় মহাযোদ্ধা হেক্টর, হঠাৎ এ সময়ে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে তুমি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলে কেন? তবে কি গ্রীকসৈন্যরা তোমাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে? নাকি তোমাদের রীতিমত কষ্টের মধ্যে ফেলেছে? তাই যদি হয় তাহলে চল, আমরা সুরপতি জিউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি। এবং নিজের হাতে তুমি জিউসের কাছে নৈবেদ্য প্রদান কর।'

হেক্টর তখন বললেন, 'মা, আমার এই অপরিস্কার হাতে আমি মহা-শক্তিমান জিউসের উদ্দেশ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারব না। আমার হাতে এখন ধুলো আর রক্ত লেগে রয়েছে। তবে ঐ কাজটি এখন এক-মাত্র তুমিই করতে পার। রাজ্যের সব নারীদের একত্রিত করে তুমি দেবী এথেনার মন্দিরে যাও। তোমার সব থেকে ভালো পোষাকটি দেবীর কাছে উৎসর্গ কর। তাঁর জানুতে সেই পোষাকটি অর্পণ করবে। আর মানত করবে বারোটি কচি গোশাবক বলি দেবার। তাঁকে মিনতি জানাবে তিনি যেন ট্রয়নগরীর শতশত রমণী আর শিশুদের রক্ষা করেন।'

পুত্রের কথামত রাণী হেকুবা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন দেবী এথেনার মন্দির প্রাঙ্গণে। একান্ত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ পোষাকটি অর্পণ

করে বলিদানের মানত করলেন। কিন্তু দেবী এথেনা তাঁর সেই প্রার্থনা শুনলেন না। কারণ তিনি ছিলেন আগাগোড়াই গ্রীকদের স্বপক্ষে।

ওদিক হেক্টর ততক্ষণে ফিরে গেছেন তাঁর নিজের ঘরে। তাঁর মন তখন নিজের স্ত্রী আর শিশু পুত্রের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি বেশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। ভবিষ্যতে আর কোনদিন যদি দেখা না হয় এই ভয়ে তিনি সত্বর পত্নী আর পুত্রের খোঁজ করলেন। হেক্টর পত্নী অ্যাণ্ড্রোমেকি তখন তাঁর ঘরে ছিলেন না। তিনি তখন দুর্গশীর্ষে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে বসে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলেন আর ভীষণভাবে অশ্রুপাত করছিলেন। কারণ তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন গ্রীক সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে ট্রোজানবাহিনী নগরীর সীমান্তে পিছিয়ে এসেছে।

এক দ্বাররক্ষিণীর কাছে অ্যাণ্ড্রোমেকির অবস্থান সংবাদ নিয়ে হেক্টর তীরবেগে অশ্ব চালিয়ে ছুটে গেলেন দুর্গপ্রান্তরে। অ্যাণ্ড্রোমেকি দূর থেকে স্বামীকে আসতে দেখে ছুটে এলেন। একটু পরেই এক পরিচারিকার সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্রও সেখানে এসে হাজির হল। নিজের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র, ট্রয়ের ভাবী নায়ককে দেখতে পেয়ে হেক্টরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু অ্যাণ্ড্রোমেকির আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। স্বামীকে কাছে পেয়ে তিনি আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন। যোদ্ধা হলেও হেক্টর তো মানুষ! ক্রন্দনরত স্ত্রীকে দেখে তিনিও আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। অ্যাণ্ড্রোমেকির কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে শান্তনা দিতে থাকলেন।

কান্নার বেগ কিছুটা কমলে অ্যাণ্ড্রোমেকি বললেন, 'প্রিয়তম স্বামী, যুদ্ধ ছাড়া তুমি কি আর কিছুই জান না? আমার কথা বাদই দিলাম, কিন্তু এই যে তোমার ছোট্ট দুধের ছেলেটা, এর কচি মুখটাও কি তোমার মনে পড়ে না? একবারও কি ওর ভবিষ্যতের জন্যে তোমার চিন্তা হয় না? যুদ্ধের নেশায় মেতে রয়েছ তুমি দীর্ঘদিন ধরে। তোমার এই অভাগী স্ত্রীর কথাও কি ভুলে গেছ? এই যুদ্ধের নেশাই একদিন তোমাকে আমার কাছ থেকে চিরদিনের মত কেড়ে নিয়ে যাবে। এই

আমি তোমায় বলে রাখছি, তোমাকে যদি হারাতে হয়, তাহলে আমিও আর বাঁচব না। কারণ তুমি ছাড়া আর তো আমার কেউ নেই। তুমি আমার কাছে একই সঙ্গে পিতা, ভাই এবং স্বামী।'

অ্যাণ্ড্রোমেকির মাথায় তখনও হেক্টরের হাতটি রাখাই ছিল। পরম স্নেহে তিনি পত্নীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি যতই যুদ্ধের নেশায় মেতে থাকি না কেন, তোমাদের কখনও ভুলতে পারি না। প্রতি মুহূর্তে তোমার আর আমার ঐ ছোট্ট ছেলেটির মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে থাকে। কিন্তু, তুমিই বল, আমি বীর হেক্টর। ট্রোজান সৈন্যরা আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। আমি কেমন করে তাদের রণ-ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে কাপুরুষের মত স্ত্রী আর পুত্রের কাছে ফিরে এসে গৃহসুখ ভোগ করব ? লোকে যদি তোমার দিকে তাকিয়ে বলে এই রমণী এক কাপুরুষের স্ত্রী, তা কি তোমার শুনতে ভালো লাগবে ? এর থেকে বীরের মত আমার মৃত্যুও যে অনেক ভাল।'

এই কথা বলতে বলতে হেক্টর তাঁর বলিষ্ঠ হাত দুটি বাড়িয়ে দিলেন শিশুপুত্র অ্যাসটিয়ানাক্স-এর দিকে। শিশুটি ইতিপূর্বে কোনদিনও এমন উজ্জ্বল বর্ম আর অশ্বপুচ্ছ দিয়ে তৈরী শিরস্ত্রাণ দেখেনি। সে ভয় পেয়ে তার ধাইমার বুকে আরো বেশী ঘনিষ্ট হয়ে গেল। পিতামাতা দুজনেই এই দৃশ্যে হেসে উঠলেন। হেক্টর তখন নিজের শিরস্ত্রাণটি খুলে রেখে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। নিজের হাতে তাকে দোল দিতে দিতে অজস্র চুম্বন করলেন। তারপর দেবরাজ জিউসের উদ্দেশ্যে শিশুকে তুলে ধরে বললেন, 'হে সুরপতি, তুমি দেখো, যেন এই সন্তান একদিন মস্ত বীর হয়, সে যেন ভবিষ্যতে ট্রয়ের সর্বোত্তম নায়ক হতে পারে।'

তারপর শিশুকে তার মায়ের কোলে সমর্পণ করলেন। শিশু অ্যাসটিয়ান্যাক্সকে বুকের মাঝে চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন অ্যাণ্ড্রোমেকি। এ দৃশ্য স্বয়ং হেক্টরও সহ্য করতে পারলেন না। দুঃখিনী পত্নী এবং পুত্রের জন্যে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। স্ত্রীর হাত দুটি আঁকড়ে ধরে বললেন, 'আমার অতি প্রিয়তমা পত্নী, আমি জানি

আমাকে ছেড়ে দিতে তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একবার ভেবে দেখো তো, ভাগ্য ছাড়া আমরা মানুষেরা এক পাও অগ্রসর হতে পারি না। আমার জীবন সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। ঠিক যে সময়ে আমার মৃত্যু হবার কথা তার একদণ্ড আগেও কেউ আমাকে মৃত্যুপুরীতে পাঠাতে পারবে না। সে শক্তি কারোরই নেই। অতএব শোক এবং দুঃখ পরিত্যাগ করো। আমাকে হাসিমুখে রণক্ষেত্রে যেতে দাও। সেখানে সবাই অধীর প্রত্যাশায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এই কথা বলে হেক্টর আর দাঁড়ালেন না। নিজের শিরস্ত্রাণটি আবার মাথায় তুলে নিলেন। তুলে নিলেন বর্শাটি। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘোড়ার পিঠে চেপে। আর অ্যাণ্ড্রোমেকি? তিনি অশ্রুসজল নেত্রে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন প্রিয়তম স্বামীর দেহটি যতক্ষণ না মিলিয়ে যাচ্ছে রণক্ষেত্রের অভ্যন্তরে।

বিজয়ের মানদণ্ড

আর একটি প্রভাতের সূচনা হল। উষাদেবী তাঁর সোনার ছটা ছড়িয়ে দিলেন মর্তভূমিতে। দেবরাজ জিউস কিন্তু নির্বিকার চিত্তে বসে ছিলেন না। অলিম্পাস শীর্ষে তিনি সব দেবদেবীকে নিয়ে এক সভা ডাকলেন। উদ্দেশ্য নিজের শক্তি সম্বন্ধে পুনরায় সবাইকে সজাগ করে তোলা। অবশ্য দেবরাজের শক্তি সম্বন্ধে কারোরই কোন সন্দেহ ছিল না। জিউস সবাইকে সাবধান করে বললেন কেউ যদি তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে তিনি নির্মমভাবে যে কোন দেবতাকেই শাস্তি প্রদান করবেন। জিউস আরো বললেন যে তিনিও এই অবাঞ্ছিত ঘটনার নিষ্পত্তি চান। এবং সবাইকেই তার জন্যে তাঁর কথা মেনে চলতে হবে।

যদিও দেবতাদের অধিকাংশই গ্রীকদের স্বপক্ষে ছিলেন তবুও দেব-রাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার বা কোন ভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা

তাদের ছিলনা। এরই মধ্যে এথেনা বললেন, 'প্রভু জিউস, আপনার শক্তি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের করার কিছু নেই, তবু, গ্রীকরা এক্ষেত্রে নিরপরাধ। অন্যায় করেছে ট্রোজানরা। তাই গ্রীকদের জন্যে আমাদের সমবেদনা এবং দুঃখ রয়েছে। এক্ষেত্রে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে, গ্রীকরা যাতে নির্বংশ না হয় সেদিকে অন্তত আমাদের সামান্য দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন।'

উত্তরে জিউস মৃদু হেসে বললেন, 'শান্ত হও কন্যা, অযথা উত্তেজিত হয়োনা। আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে নির্দয় হব না। তোমরা ধৈর্য্য ধরে দেখো আমি কি করি।'

এরপর জিউস তাঁর সোনার রথে অশ্ব সংযোজন করলেন। সেই অশ্বের ক্ষুরগুলো ছিল ব্রোঞ্জের আর তার কেশরগুলো ছিল সোনার। সোনার রথে বসে জিউস সোনার চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন অশ্বগুলির পিঠে। আকাশপথে উড়তে উড়তে সোনার রথ নিয়ে জিউস হাজির হলেন ইডা পর্বতের শিখরে। তারপর রথ থামিয়ে রথের ঘোড়াগুলিকে লুকিয়ে রাখলেন মেঘের আড়ালে। নিজে গিয়ে আশ্রয় নিলেন পর্বতশীর্ষে। সেখান থেকে তিনি দেখতে থাকলেন গ্রীক আর ট্রয়নগরীর যুদ্ধক্ষেত্র এবং রণতরীগুলি।

ওদিকে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুই পক্ষের সৈন্যরা আবার যুদ্ধে মেতে উঠল। পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করল বিপুল উদ্যমে। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল অস্ত্রের আর বর্মের ঝনঝন শব্দে। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। রক্তে লাল হয়ে গেল মাটির রঙ।

এমন ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে দেখতে জিউস সহসা তাঁর সোনার তুলাদণ্ড তুলে নিলেন। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। মাথার ওপর সূর্যদেব অ্যাপোলো তাঁর উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই উজ্জ্বল আলোয় জিউসের সোনার দাড়িপাল্লা ঝকঝক করে উঠল। দাড়িপাল্লাটি সমান করে ধরে একদিকে চাপালেন গ্রীকদের মৃত্যুভাগ্য, অন্যদিকে চাপালেন ট্রয়বাসীর মৃত্যুভাগ্য। তিনি দেখতে চান এখন মৃত্যুর পাল্লা কার দিকে

ভারি। ধীরে ধীরে দণ্ডটি ওপরের দিকে তুলে ধরলেন। দেখলেন গ্রীকদের দিকেই পাল্লাটি ভারি হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

মহাগর্জনে চীৎকার করে উঠলেন জিউস। ইডা পর্বতের শীর্ষদেশ হতে সেই বজ্রনির্ঘোস ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ঘন ঘন বজ্রপাতে দিকবিদিক কেঁপে উঠল। এমন ভীষণ বজ্রপাতে গ্রীক শিবিরে যেন হাহাকার উঠল। তারা ভয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি শুরু করে দিল। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করল।

অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে উঠল যে বড় বড় মহারথীরাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। স্বয়ং ওডিসিয়াস, অ্যাগামেনন তাঁরাও রণে ভঙ্গ দিলেন। মহাবীর অ্যাজাক্স ভ্রাতৃদ্বয়ও রণক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হলেন। একমাত্র পাইলস রাজ বৃদ্ধ নেস্টর সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। না দাঁড়িয়ে তাঁর উপায়ও ছিল না। কারণ প্যারিসের অস্ত্রাঘাতে নেস্টরের রথের ঘোড়াটি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। ফলে নেস্টরের পক্ষে তাড়াতাড়ি রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাবার কোন উপায়ও ছিল না।

বৃদ্ধ নেস্টরের হয়ত সেই মুহূর্তেই মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু মহাবীর ডাইওমেডেস ঠিক সময়েই তাঁকে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি সত্বর নেস্টরকে রক্ষা করে তাঁকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন সুরক্ষিত জাহাজে।

নেস্টর আর ডাইওমেডেসকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখে হেক্টর ট্রোজান সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বললেন, 'হে, আমার প্রিয় ট্রোজান যোদ্ধারা, আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে, যখন তোমরা তোমাদের বীরত্ব আর রণকৌশল দেখাতে পারবে। তাকিয়ে দেখ, গ্রীক সৈন্যরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালাচ্ছে। আকাশ থেকে ঘনঘন বজ্রপাত হচ্ছে গ্রীক শিবিরে। এর অর্থ দেবরাজ জিউস্ তাঁর নিজস্ব অস্ত্রে আমাদের শত্রুকে নিধন করতে চান। ট্রোজানদের বরমাল্যে তিনি ভূষিত করতে ইচ্ছুক। অতএব আর আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে এস আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তছনছ করে দিই গ্রীকদের। ওরা এমন একটি প্রাচীর তৈরী করেছে যা

ভেঙ্গে দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুই না। ওরা যে সব পরিখা খনন করেছে, আমাদের তেজী ঘোড়াদের পক্ষে তা ডিঙ্গিয়ে যাওয়া অতি সহজ কাজ। অতএব, তোমরা ঝাঁপিয়ে পড় ওদের ওপর। ওদের জাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। সেই আগুন আর ধোঁয়ায় যেন সব কটা গ্রীক সৈন্যের চোখগুলো অন্ধ হয়ে যায়।'

সাহস এবং শক্তি জুগিয়ে জিউস এমন অপ্রতিরোধ্য করে তুললেন

ট্রোজানদের, যে তারা হেক্টরের নেতৃত্বে গ্রীকদের ক্রমশ পিছু হটিয়ে নিয়ে চলল। হেক্টর এবং তাঁর সৈন্যরা গ্রীকদের এমন ভাবে পিছন থেকে আক্রমণ করতে লাগলেন মনে হল কোন শিকারী কুকুরের দল পিছন থেকে কোন শুকর বা সিংহকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সেই আক্রমণে গ্রীকরা মৃত ও পরাজিত হতে হতে নিজেদের তৈরী পরিখা ডিঙ্গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে প্রতি আক্রমণের অপেক্ষা করতে লাগল। এই সময় হেক্টরকে এমন উন্মত্ত ও নৃশংস দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল হেক্টর যেন স্বয়ং যুদ্ধদেবতা আরেসের ছদ্মবেশে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে দেখাচ্ছিলও বেশ উজ্জ্বল আর পরাক্রমশালী।

কিন্তু বেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে বিশাল লাল থালার মত সূর্যদেব ওসিয়ানাস সাগরের বুকে ডুব দিলেন। ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। অন্ধকার এসে চারদিক গ্রাস করে নিল।

সূর্যদেব বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রোজানরা আফশোসের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কিঞ্চিত বিমর্ষের ছায়াও নেমে এল। সারাদিন যুদ্ধের পর তারা এমন একটি জয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল যে আর কিছুক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ চললে হয়ত শেষ পর্যন্ত জিতেও যেতে পারত। কিন্তু রাত্রি নামতেই তারা যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হল। কিন্তু প্রায় পরাজিত এবং অবসন্ন গ্রীকরা সন্ধ্যার অন্ধকারকে স্বাগত জানাল। অন্তত একটি পূর্ণরাত তারা হাতে সময় পেলো নতুন শক্তি সঞ্চয়ের।

অন্ধকার ঘন হতেই হেক্টরও তাঁর সমস্ত জাহাজী সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। নিকটবর্তী একটি নদীর সামনেই দেখলেন বিশাল প্রশস্ত মাঠ পড়ে রয়েছে। সমস্ত সৈন্যকে সেখানে মিলিত হবার নির্দেশ দিলেন। প্রত্যেককেই শান্ত হয়ে বিশ্রাম আর খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তার-পর নিজেও, সারাদিনের পরিশ্রম শেষে কিঞ্চিত বিশ্রাম করে ট্রোজানদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণে বললেন, 'আমার প্রিয় ট্রোজান সৈন্যরা, এবং আমার সমস্ত মিত্রশক্তি, আমি আশা করি যে বিপুল উদ্যম আর শক্তি নিয়ে আমরা শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তাতে আর কিছু-ক্ষণ চললে তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারতাম। কিন্তু

প্রকৃতির নিয়ম তো আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। রাত্রি তার নিজস্ব নিয়মে পৃথিবী অন্ধকার করে দিয়েছে। বলা যেতে পারে, রাত্রি এসে শত্রুসৈন্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তবে এতে চিন্তার কিছু নেই। ভগ্নত্যম হবারও কোন কারণ নেই। আজ রাতের মত এখানে তোমরা সবাই তাঁবু ফেলে অপেক্ষা কর। বিশ্রাম কর। যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কর। তারপর, কাল প্রত্যুষে, প্রথম আলোর মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ব শত্রুর বুকের উপর। জয় আমাদের হবেই।'

সামান্য কিছু সময় নিয়ে হেক্টর আবার বললেন, 'ভাই সব, নগরের মধ্যে গিয়ে তোমরা পর্যাপ্ত পশু আর সুরা নিয়ে এস। পর্যাপ্ত আহারে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় কর। সজীব তৃণের দ্বারা তোমাদের অশ্বদের আরো সজীব করে তোলো। সারারাত তোমরা তোমাদের তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। এটা তোমাদের সতর্কতার কারণেই করতে বলছি। কারণ অন্ধকারের সুযোগে গ্রীকরা তোমাদের হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে; তাদের কিছুতেই সেই সুযোগ দেবে না। আমি হেক্টর, তোমাদের বলছি, কালই আমরা গ্রীকদের সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করব।'

হেক্টরের উপদেশ ও উৎসাহদীপ্ত বানীতে ট্রোজানরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিপুল উদ্দীপনায় তারা হেক্টরের নির্দেশমত নিজেদের এবং ঘোড়াদের বিশ্রাম দিল। অদূরবর্তী নিজেদের জাহাজের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে যে যার তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। এক একটি অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে নিজেদের রণনৈপুন্যের কথায় ব্যস্ত হয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন সৈন্য বসে রইল। নির্মল রাত্রির আকাশে তখন শব্দ ছিল না। ছিল না কোন অস্ত্রের ঝংকার। দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসা মিষ্টি বাতাস এসে ট্রোজান সৈন্যদের মন প্রাণ জুড়িয়ে দিচ্ছিল। কেবল অদূরে এক একটি রথের পাশে দণ্ডায়মান ঘোড়াগুলির একমনে তৃণ এবং শষ্য চর্বনের শব্দ ভেসে থাকল।

অ্যাগামেমননের ক্ষমা প্রার্থনা

ট্রোজান সৈন্যরা যখন নিজেদের তাঁবু রক্ষা করার জন্য সজাগ দৃষ্টি মেলে রেখেছে গ্রীকদের তাঁবুতে তখন ভয়ের ছায়া পড়েছে। এমন কি রাজা অ্যাগামেমননও শোকে দুঃখে ব্যাথা আর মর্মবেদনায় বেশ পীড়িত হয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত অবসন্ন গ্রীক সেনাপতিরা যখন বিষণ্ণ চিত্তে রাজা অ্যাগামেমনন আহুত একটি সভায় উপস্থিত হল তখন তাঁরা সবিস্ময়ে দেখল রাজার গৌরবর্ণ গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসছে। কোনমতে তিনি তাঁর অশ্রুপাত সংবরণ করে সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বন্ধুগণ, খুবই দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি, ভগবন জিউস, কেন জানিনা আজ আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। অথচ তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি আমাকে শক্তি জোগাবেন। যে শক্তি আর সাহস দিয়ে আমি ট্রয়ের পাঁচিল চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারব। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ট্রয় ধ্বংস করে আমি দেশে ফিরতে পারব। কিন্তু সব মিথ্যায় পরিণত হল। জিউস আমার সঙ্গে ছলনা করেছেন। তিনি তাঁর কথা রাখলেন না। শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে, হাজার হাজার মূল্যবান প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে আমাকে ফিরে যেতে হবে অপমানের গ্লানি মাথায় করে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে আসছিল। কোনমতে তিনি তা সংবরণ করলেন। সমস্ত সভাগৃহ তখন নীরব। তাঁরা নতমস্তকে অ্যাগামেমননের হতাশার কথা শুনছিলেন। একটু পরেই আবার অ্যাগামেমনন বললেন, 'বন্ধুগণ, সত্যিই যদি জিউসের সেই ইচ্ছা, তাহলে আর কেন বৃথা শক্তিক্ষয়, আর কেন মিথ্যা জয়ের আশায় ছুটে চলা? চলুন, আমাদের অবশিষ্ট যা রণপোত, আর সৈন্যবল আছে, তা নিয়ে দেশে ফিরে যাই। ভাববেন না আমি ভয় পেয়ে এসব বলছি। আসলে দেবতা বিমুখ হলে মানুষের তো আর কিছুই করার থাকে না।'

অ্যাগামেনন তাঁর বক্তব্য শেষ করে অবসন্নের মত বসে পড়লেন। সেনাপতিরাও নির্বাক। সমস্ত সভাগৃহ তখন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। কিন্তু এমন অবস্থা বেশীক্ষণ রইল না। হঠাৎ ডাইওমেডেস কিছু বলার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিটি সেনাপতির মুখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে রইলেন। তারপর বেশ ভারি আর উদাত্ত স্বরে বললেন, 'রাজা, আমার অপরাধ নেবেন না। সর্বসমক্ষে এসব কথা বলার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। কখনও বলব তাও ভাবিনি। কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার প্রথমেই বলতে ইচ্ছে করছে, আপনার উপদেশ নির্বোধের উক্তি। আপনার কথা শোনার মত কোন প্রবৃত্তিই আমার নেই। আমি বীর। এই সব কাপুরুষের কথা শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি এখনই ফিরে যান। নিজের গ্রাম বাঁচান। মাইসেনি থেকে আপনি যে সব রণপোত নিয়ে এসেছেন, ঐ দেখুন, সামনেই সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে সব রণতরীই এখনও আছে। আপনার সেই সব বাহিনী নিয়ে আপনি এখনই ফিরে যান। কিন্তু আর বাকী যারা রয়েছেন, ঐ অগণিত গ্রীক সৈন্য তারা কেউ ফিরে যাবে না। পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যাবার জন্যে তারা আসেনি। যে পর্যন্ত না তারা ট্রয়কে ধ্বংস করছে সে পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ করবে। অবশ্য তারাও যদি যুদ্ধ করতে না চায়, তাহলে তারাও আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে পারে। আমি আর আমার সারথী হেনেলাস একাই যুদ্ধ করব। কারণ আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদে বিশ্বাস করি।'

ডাইওমেডেসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক সেনাপতিরা উচ্চৈস্বরে তাকে বাহবা দিল। তাঁর সাহসের কথায় সবাই যেন আবার বল ফিরে পেল। সভাগৃহে তখন বেশ চাঞ্চল্য-আর গুঞ্জন উঠেছে। এমন সময় বৃদ্ধ নেস্টর উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে সকলকে শান্ত করলেন। তারপর বললেন, 'বয়েসে নবীন হলেও ডাইওমেডেস আমাদের সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। সে সত্যিই বীরের মত কথা বলেছে। তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর ঠিক সময়েই ঠিক যে কথা বলার প্রয়োজন তাই-ই সে সবাইকে বলেছে। বন্ধুগণ, এখন আমরা সবাই ক্লান্ত এবং

ক্ষুধার্ত। চলুন, আমাদের খাদ্যের কোন অভাব নেই। আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়া সেরে নিই। শরীরে শক্তি পাই। তারপর ডাইওমেডেসের কথার গুরুত্ব দেবার জন্যে আলোচনায় বসি।'

এ প্রস্তাব সবাই মেনে নিয়ে আহারে বসল। সবাই যখন খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন নেস্টর অ্যাগামেননকে বললেন, 'রাজা' ডাইওমেডেসের সাহসকে উপেক্ষা করবেন না। আমার মনে হয় আপনার এখনই কিছু করা উচিত। আজ এই সংকটের মুহূর্তে আমার একটি কথাই মনে হচ্ছে।' খুবই ব্যাকুল হয়ে অ্যাগামেনন বললেন, 'নিশ্চয় আপনি বলুন কি বলতে চান?

নেস্টর বললেন, 'অনেকটা দেরী হয়ে গেলেও এখনও সময় আছে। আপনি ইচ্ছে করলেই এখনও সমস্ত দেশবাসীকে রক্ষা করতে পারেন।

উত্তরে রাজা অ্যাগামেনন বললেন, 'নেস্টর, আপনি জ্ঞানী এবং বৃদ্ধ। এই সংকটের মুহূর্তে আপনার মূল্যবান উপদেশ আমি কখনই উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি বলুন, কি আমার দোষ, কি আমার কর্তব্য।'

সামান্য সময়ের জন্যে নেস্টর চুপ করে কি যেন ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার কথায় রাগ করবেন না মহারাজ। আপনি শুধু বীর নন। আপনি রাজা। দেবরাজ জিউসের আশীর্বাদ রয়েছে আপনার ওপর। সেই আপনিই যদি ভুল করেন, আপনিই যদি অন্যায় করেন তাহলে অন্যেরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? হ্যাঁ মহারাজ, আমি যথার্থ কথাই বলছি, আপনি রাজা হয়েও সুবিচার করেন নি। আগাগোড়াই আপনি অ্যাকিলিসের প্রতি অন্যায় করেছেন। আপনারা প্রত্যেকেই ট্রয় থেকে নিজেদের পছন্দমত উপহার নিয়ে এসেছিলেন। অ্যাকিলিসও তার প্রাপ্য উপহার নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু নিজের শক্তির প্রতি অন্ধ হয়ে, হঠাৎ উন্মাদনায় আপনি তার বন্দিনীকে কেড়ে নিয়েছেন। কাজটা ঠিক হয়নি। অ্যাকিলিস মহান শক্তিমান। তার মত বীর আপনার পাশে থাকলে ট্রোজানদের পরাজিত করা অনেক সহজসাধ্য হত। অ্যাকিলিসের শক্তিকে দেবতারাও সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। আমার মনে হয় আপনার উচিত অ্যাকিলিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, তার সঙ্গে সব

বিবাদ মিটিয়ে তাঁকে আপনার বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়া। তা যদি করতে পারেন সেটাই হবে রাজার মত কাজ।'

নেস্টরের কথায় রাজা অ্যাগামেনন, নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনিও বুঝছিলেন কাজটা তিনি অবুঝের মত করে ফেলেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'মহান নেস্টর, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার প্রতিটি কথাই সর্বৈব সত্য। সেই মুহূর্তে আমি বোধহয় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। একথা আমি আজ কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, সমস্ত জাতির কথা চিন্তা করে আমার এখনই অ্যাকিলিসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। আমি তাই করব। আমি তার প্রতি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেব। শুধু তাই নয়। আমার কৃতকর্মের প্রতিকার স্বরূপ, আমি তাকে যথেষ্ট উপহার প্রদান করব। আমি তাকে সাতটি নতুন তিনপায়াওয়ালা সুন্দর কাঠের নক্শা করা শিল্পকর্ম দেব। এছাড়াও দশটি সোনার মুদ্রা কুড়িটি বড় রান্নার পাত্র আর বারোটি বলবান ঘোড়া যৌতুক দেব। কেবল তাই নয়, লেসবস থেকে হাতের কাজ জানা সাতজন দক্ষ রমনীকে নিয়ে এসেছিলাম। কোন রকম আক্ষেপ না রেখেই আমি অ্যাকিলিসের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব। এছাড়া, যাকে নিয়ে এত কলহ, সেই বিসেইসকেও আমি সসম্মানে ফেরৎ পাঠাব। আর আমরা যদি কোনরকমে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ট্রয় নগরী ধ্বংস করতে পারি, তাহলে তাকে আমি এত ধনসম্পত্তি প্রদান করব যা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারবে না।'

সবার সামনে জোর গলায় এই প্রতিজ্ঞা করে অ্যাগামেনন ধীরে ধীরে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। অতঃপর নেস্টর রাজা অ্যাগামেননের অকপট স্বীকারোক্তিকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন, 'আত্রেউসের পুত্র রাজা অ্যাগামেনন, আপনি যা বললেন তার তুলনা হয় না। আপনি কেবল উপহার নয়, নিজের ভুল যে বুঝতে পেরেছেন এর জন্যে সমবেত রাজপুরুষ আপনার প্রতি আরো বেশী আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। আপনার উপহারের প্রতিশ্রুতিও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। এখন আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে কয়েকজন দূত নির্বাচন করে অ্যাকিলিসের কাছে পাঠানো আমি দুজনের।

নাম প্রস্তাব করছি। মহান অ্যাজাক্স আর জ্ঞানী ওডিসিয়াস। এরা দুজন সত্বর রাজার প্রস্তাব নিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে গমন করুক। তাকে বুঝিয়ে, জাতির দুর্দিনের কথা জানিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনুক।'

নেস্টরের প্রস্তাবে সকলেই সমস্বরে সায় দিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অ্যাজাক্স ও ওডিসিয়াস রওনা হলেন অ্যাকিলিসের উদ্দেশ্য।

সমুদ্রের উপকূল দিয়ে যাবার সময় অ্যাজাক্স ও ওডিসিয়াস দাঁড়িয়ে পড়লেন। নতজানু হয়ে সমুদ্র দেবতা পসেইডনের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে তাঁরা যে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন তা যেন সফল হয়।

মার্মিডনদের ছোট ছোট বাড়িগুলোর সামনে গিয়ে যখন তাঁরা উপস্থিত হলেন, তাঁরা দেখলেন অ্যাকিলিস তাঁর নিজের কুঁড়ে ঘরের দরজায় বসে একমনে বীণা বাজিয়ে চলেছেন। রূপোর তারের বীণাটি দেখতে যেমন সুন্দর তার আওয়াজটিও তেমনি মিষ্টি আর গম্ভীর। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গানও গাইছিলেন। গানটি ছিল পুরনো সব বীর যোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা নিয়ে লেখা। অ্যাকিলিসের বন্ধু প্যাট্রোক্লাস সামনে বসে নিবিস্ট চিত্তে তাঁর গান শুনছিলেন।

অ্যাজাক্স আর ওডিসিয়াসও সহসা অ্যাকিলিসের গান থামাতে চাইলেন না। তাঁরাও মুগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ ধরে মধুর সঙ্গীত শুনলেন। অ্যাকিলিসেরই প্রথম নজর পড়ল আগন্তুকদের প্রতি। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ গান থামিয়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'আমার কি সৌভাগ্য আপনারা আমার ছোট্ট ঘরটিতে পদার্পণ করলেন। দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারা দয়া করে বসুন।'

এই বলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্য থেকে দুটি উজ্জল বেগুনী রঙের বস্ত্রে ঢাকা দুটি কেদারা এনে দিলেন। তারপর প্যাট্রোক্লাসকে বললেন, 'বন্ধু, এরা দুজন আমার অনেক পুরনো আর প্রিয় বন্ধু। এদের জন্যে খুব ভাল শুয়োরের মাংস আর সুরা নিয়ে এস। এঁরা নিশ্চয় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এঁদের বিশ্রাম ও আহারের খুবই প্রয়োজন'।

প্যাট্রোক্লাস সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর অনুরোধ পালন করলেন। সুন্দর খাবার টেবিলের ওপর সাজানো হল মেষ, ছাগল আর শুকর মাংস। আগুনে

পোড়ানো মাংস, রুটি আর সুরাপাত্র নিজের হাতে পরিবেশন করলেন অ্যাকিলিস। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ওডিসিয়াস আসল কথাটি পাড়লেন। বললেন, 'বন্ধু অ্যাকিলিস, তোমার আতিথ্য, তোমার দেয়া খাদ্য আর পানীয়ের কোন তুলনাই হয় না। এমন কি রাজা অ্যাগামেননের শিবিরেও বুঝি এমন সুন্দর খাদ্য এবং সুরার অভ্যর্থনা নেই। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এমন সুন্দর খাদ্য আর পানীয়ের দিকে আমাদের মন নেই। আজ আমাদের সামনে একটি মাত্র চিন্তা, তা হল সমগ্র গ্রীকজাতির জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। আমরা গ্রীকরা আজ প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এই বিপদের ক্ষণে তোমার মত বীরকে যদি আমাদের পাশে না পাই তাহলে নিশ্চিত পরাজয় থেকে কেউ গ্রীকসৈন্যকে বাঁচাতে পারবে না। ট্রয় সৈন্যরা আমাদের প্রাচীর আর শিবিরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে আমাদের ঘিরে বসে রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আগামীকাল প্রত্যূষেই আমাদের সমস্ত রণতরী আর শিবির পুড়িয়ে ছারকার করে দেওয়া। স্বয়ং দেবরাজ জিউস তাদের স্বপক্ষে কাজে লাগিয়েছেন বিদ্যুৎকে। জিউসের কৃপায় হেক্টর বীরদর্পে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। অতএব হে বন্ধু, তুমি ওঠো। তোমার সব অভিমান ভুলে জেগে ওঠো। আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও। তোমার দেশবাসীকে তুমি রক্ষা করো।

'হে বন্ধু তোমার পিতা পেলিউসের কথা মনে করে দেখো, যখন তুমি অ্যাগামেননের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে এলে, তখন কি তোমার পিতা তোমাকে ক্রোধ সংবরণ করতে বলেননি? তোমায় কি বলেননি, হৃদয়কে উদার করে রাখতে? এখনও সময় আছে বন্ধু, তুমি তোমার মত পরিবর্তন কর। আমরা তোমার কাছে এসেছি, রাজা অ্যাগামেনন দূত হয়ে। তিনি আজ অনুতপ্ত। তোমার সব কিছু হৃত সম্পত্তি তিনি ফেরৎ তো দেবেনই উপরন্তু তিনি অঢেল উপহার আর সম্পদে তোমাকে ভরিয়ে দেবেন। বন্ধু অ্যাকিলিস, আমাদের সকলের জন্যে তুমি রাজাকে ক্ষমা করো। আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও।'

এর পর ওডিসিয়াস এক এক করে বলে গেলেন রাজা অ্যাগামেনন তাঁকে কি কি উপহার দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

নীরবে এবং ধৈর্য সহকারে অ্যাকিলিস সব কথা শুনলেন। কিন্তু তাঁকে দেখে একবারও মনে হল না যে তিনি এইসব প্রতিশ্রুতিতে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হয়েছেন। বরং তার মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল। ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সারা মুখ। অতঃপর তিনি বললেন, 'আপনাদের সব কথাই আমি শুনলাম। এবার আমার উত্তরটাও আপনারা শুনুন, আমি যা বলছি তা সম্পূর্ণ আমার মনের কথা। অর্থাৎ আপনাদের রাজা অ্যাগামেনন সম্বন্ধে যা আমার ধারণা জন্মেছে তা আমি স্পষ্ট আর খোলাখুলি ভাবেই বলছি। আমি, হ্যাঁ আমি অ্যাকিলিস আপনাদের রাজাকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি যুদ্ধক্ষেত্রে নির্বোধের মত যুদ্ধ করেছি। অনেক রাত আর দিন বিশ্রামহীন আর নিদ্রাহীন কাটিয়েছি শুধু তাঁর জন্যে। তাঁর লাভের কারণে। আপনারা বলুন তো, কেন গ্রীক সৈন্যরা ট্রোজানদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করবে? কেবলমাত্র হেলেনের জন্যে? একমাত্র অ্যাগামেনন আর মেনেলাসই কি তাঁদের স্ত্রীদের ভালবাসেন? পৃথিবীর

আর কোন যুক্তি সম্পন্ন মানুষ তাঁদের স্ত্রীদের ভালবাসেন না? নাকি তাঁরা ভালবাসতে জানেন না? ভালবাসার প্রতি একমাত্র অধিকার কি তাঁদেরই? ট্রোজানদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারাও যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ করছে তাদের দেশের জন্যে। তাদের স্ত্রী পুত্র আর পরিবারের জন্যে।

'না, আর কোন রকম সহযোগীতা আমি তাঁর সঙ্গে করব না। তিনি আমার ওপর অন্যায় করেছেন। আমাকে প্রতারিত করেছেন। তিনি তার প্রস্তাবিত উপহারের দশগুণ কি বিশগুণ দিলেও আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ব না। এমন কি ডেল্‌ফি অথবা থেবেসের সমস্ত ধনসম্পত্তি উজাড় করে দিলেও অ্যাগামেননের স্বপক্ষে আর আমি যুদ্ধ করব না। বন্ধুগণ, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি একজন স্বার্থপর রাজার জন্যে নিজের জীবন বলি দেওয়ার কোন অর্থই হয় না। জীবন তো একবারের জন্যে। মাত্র কয়েক দিনের জন্যে পাওয়া জীবন পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পত্তির থেকে মুল্যবান। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আপনি অসংখ্য গৃহপালিত পশু নিজের দখলে আনতে পারবেন। দুহাতে সোনা আর ঘোড়াও কিনতে পারবেন। কিন্তু একবার নিজের জীবন দেহ থেকে হারিয়ে গেলে তা আর কোন সম্পদের বিনিময়েই ফেরত পাবেন না।

'আমার মা থেটিস আমার জীবন সম্বন্ধে দুটি মুল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন। যদি আমি এখান থেকে যুদ্ধ করি তাহলে আমার মৃত্যু অবধারিত। তবে সে মৃত্যু হবে মহা সম্মানের। আমার মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন আমার নাম যশ অক্ষুন্ন থাকবে। আর আমি যদি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে হয়ত আমার নাম যশ হবে না, কিন্তু আমি সুখে আর শান্তিতে দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারব। বন্ধুগণ, আমি আপনাদেরও সেই কথাই বলছি। সেই একই উপদেশ আমি আপনাদের দিচ্ছি। আপনারা ফিরে যান। যে যার বাড়িতে প্রস্থান করুণ। কারণ আপনারা কোনদিনও ইলিয়াম নগরী জয় করতে পারবেন না। স্বয়ং দেবরাজ জিউস তাঁর সমস্ত মমতা দিয়ে যে নগরী

রক্ষা করছেন আপনারা শত চেষ্টা করলেও ট্রয়নগরীর একটি পাথরও নড়াতে পারবেন না। গ্রীক সৈন্য আর রাজপুত্রদেরও সেই কথাই বলুন যদি তাঁরা নিজেদের প্রাণ এবং রণপোত বাঁচাতে চান তাহলে বৃথা এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করে সবাই যেন দেশে ফিরে যান।'

অ্যাকিলিস তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করলেন। এ কথার উত্তরে আগন্তুকরা কেউই কোন প্রতিবাদ জানতে পারলেন না। একটু পরে দেবতার উদ্দেশ্যে সুরা উৎসর্গ করে অ্যাজাক্স আর ওডিসিয়াস ফিরে এলেন গ্রীক শিবিরে।

ওদিকে মহা উৎকণ্ঠা নিয়ে অ্যাগামেনন এবং অন্যসব গ্রীক রাজপুত্র ও সেনাপতিরা অপেক্ষা করছিলেন। ওদের ফিরতে দেখেই প্রত্যেকেই স্বর্ণপাত্র উঁচু করে তুলে ধরে তাঁদের নানান প্রশ্ন শুরু করলেন। সর্ব প্রথম রাজা অ্যাগামেননই প্রশ্ন করলেন, 'বল অ্যাজাক্স, বল ওডিসিয়াস বীর অ্যাকিলিস কি বললেন ? তিনি আমাদের রণতরী আর গ্রীক সেনাদের প্রাণ বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তো ? নাকি তিনি এখনও আমার প্রতি রাগ জমা করে রেখেছেন ?

উত্তরে ওডিসিয়াস ম্লান মুখে বললেন, 'না রাজন। তাঁকে কিছুতে রাজী করানো গেলনা। বরং আরো উত্তেজিত অবস্থায় তিনি আপনার সব প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন ইলিয়াম জয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এর থেকে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করার জন্যে তিনি আমাদের সকলকেই নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।'

অপ্রত্যাশিত এই দুঃসংবাদ শোনার পর সমস্ত সভাগৃহে নেমে এল এক দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা। অ্যাকিলিস যে এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন একথা কেউই ভাবতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পর ডাইওমিডাস সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মহান নৃপতি অ্যাগামেনন এবং আর সব গ্রীক বন্ধুরা, অ্যাকিলিস যদি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে না চান, তাহলে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে দিন। আমরা আর তাঁর সাহায্য

চাই না। সে তার অহঙ্কার নিয়ে একাই থাকুক। কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের করে যেতেই হবে। কাপুরুষের মত যুদ্ধ না করে আমরা কেউই ফিরে যেতে চাইনা। একটু আগেই আমরা আমাদের নৈশ ভোজ শেষ করেছি। এখন আমাদের প্রয়োজন বিশ্রামের এবং সুনিদ্রার। আগামী কালের ভোর পর্যন্ত কোন রকম উৎকণ্ঠা না রেখে আসুন আমরা সবাই সুনিদ্রায় ডুবে যাই। তারপর কাল ভোরে, নতুন মনে, নতুন উদ্যমে, নতুন শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ব শত্রুর শিবিরে। এবং আমরা আমাদের বীরত্বের দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলের কাছে মহৎ উদাহরণ রাখব।'

ডাইওমিডাসের কণ্ঠে ছিল এক আশ্চর্য সাহস আর শক্তির সুর। সমস্ত রাজপুরুষ আর সেনাপতি এক যোগে তাকে সমর্থন জানাল। শরীর এবং মনের দিক থেকে সকলেই ছিল ক্লান্ত। যে যার শিবিরে ফিরে কিছু-ক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেকেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লেন।

যুদ্ধ আর যুদ্ধ

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল লাল আলোর ছটা। দেব দেবী আর মানুষের কানে কানে উষা দেবী ছড়িয়ে দিলেন দিন শুরুর গান। জিউসও বসেছিলেন না। সূর্যদেব অ্যাপোলোর সোনার চাকাটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলহ দেবীকে পাঠিয়ে দিলেন গ্রীক-শিবিরে। কলহ দেবী নিমেষে ওডিসিয়াসের জাহাজের মাস্তুলের ওপর এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তিনি সমবেত গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তারস্বরে চীৎকার করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। নানান ধরণের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কথা বলে তিনি গ্রীক সৈন্যদের উৎসাহিত করে তুললেন যাতে তারা মরণজয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে।

রাজা অ্যাগামেননও সমগ্র গ্রীক সেনাপতিদের যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্যে আহ্বান জানালেন। তারপর নিজে গেলেন রণসাজে সজ্জিত হতে।

প্রথমে তিনি পা থেকে জানু পর্যন্ত রুপোর তৈরী খাপে মুড়ে নিলেন। সাইপ্রাসের রাজা অ্যাগামেননকে একটি সুন্দর বর্ম উপহার দিয়েছিলেন। সেটি তিনি সুন্দর ভাবে নিজের বুকের ওপর আটকে নিলেন। কাঁধের থেকে ঝুলিয়ে দিলেন সোনার কাজ করা তলোয়ার। আর রুপোর দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধলেন একটি বড় আকারের ছুরি। তারপর তুলে নিলেন নিজের ঢালটি। ঢালের সামনে ছিল খোদাই করা একটা রাক্ষসের মুখ। আর দুদিকে ছিল উত্তেজনা আর ভয়ের প্রতিমূর্তি। মাথায় পড়লেন দুদিকে সিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণটির মাথায় ছিল ঘোড়ার লেজের বাহার। হাতে নিলেন দুমুখো ব্রোঞ্জের ফলাওয়ালা দুটি বর্শা। তারপর মহাবিক্রমে তিনি যুদ্ধ অভিমুখে রওনা হলেন।

শস্য ক্ষেত্রে শস্য কাটার সময় যেমন গম আর যবের মাথাগুলি স্তূপিকৃত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি সেই বিশাল রণক্ষেত্রে হাজার হাজার সৈন্যের মৃতদেহ স্তূপকার হয়ে উঠল। গ্রীক বা ট্রোজান, কোন পক্ষেই বাদ গেল না। পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়েও রণক্ষেত্রে তারা পাশাপাশি চির-নিদ্রায় শুয়ে রইল। এমনি করেই সারা সকাল কেটে গেল। রক্তের নেশায় সবাই উন্মাদ হয়ে রইল। তারপর সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর, তখনও কেউ বিশ্রাম নিল না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধের স্বাদ পূরণ করে চলল। তারপর ঠিক মধ্যাহ্নে, বনের মধ্যে কাঠুরিয়ারা যখন তাদের দুপুরের খাবার খেতে বসল; ঠিক তখনই এগিয়ে এলেন অ্যাগামেনন। উন্মত্ত গ্রীক সৈন্যদের নিয়ে মহাবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ট্রোজান সৈন্যদের ওপর। সবার আগে থেকে তিনি প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন ঠিক যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝখানে। অন্য সব সৈন্যরা তাঁর পিছন পিছন ছুটল। অ্যাগামেননের বর্শা আর তরবারির আঘাতে একের পর এক শত্রু সৈন্য আর সেনাপতি নিহত হতে লাগল। তিনি যেন কোথা থেকে এক আসুরিক শক্তি পেয়েছেন। তাঁর উন্মত্ত গতির কাছে ট্রোজান সৈন্যরা ধূলোর মত উড়ে যেতে লাগল। তাদের মাথাগুলো একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ওদিকে পদাতিক সৈন্যরা প্রাণপণে পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে লড়ছে।

অন্যধারে অশ্বারোহিরা অশ্বারোহির সঙ্গে আর রথীরা রথীদের সঙ্গে। আকাশ বাতাস অস্ত্রের ঝনঝনাতিতে কেঁপে উঠছিল। সমস্ত রণস্থল ঘোড়ার ক্ষুরের ধূলোয় বর্ষার মেঘের মত কালো হয়ে উঠল।

ট্রয় সৈন্যদের হত্যা করে আর গ্রীক সৈন্যদের উৎসাহিত করতে করতে অ্যাগামেনন অপ্রতিরোধ্য গতিতে রণস্থল কাঁপিয়ে তুলছিলেন। বনের মধ্যে আগুন লাগলে যেমন আগুনের ঘুর্নিঝড় তৈরী হয় আর সেই ঘুর্নিঝড়ে যেমন বড় বড় গাছ সমূলে মাটিতে উপড়ে পড়ে যায়, ঠিক তেমনি অ্যাগামেননের তরবারির আঘাতে শত্রু সৈন্যের দেহগুলি মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। কত ট্রোজান যে অ্যাগামেননের হাতে কাটা পড়ল তা আর গুণে শেষ করা যায় না।

অবশেষে অ্যাগামেনন পরিচালিত সৈন্যরা রণস্থলের ঠিক মধ্যিখানে, যেখানে বুড়ো ডুমুর গাছের কাছে ইনাসের পুরনো স্মৃতিসৌধ ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হল। তারপর তারা নগরে প্রবেশদ্বারের দিকে মহাবিক্রমে ছুটে চলল। রক্তাক্ত হাতে অ্যাগামেনন ট্রোজান সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে এক সময় গিয়ে উপস্থিত হলেন স্কিয়ান গেটের কাছে একটি ওক গাছের নিচে। সেই গাছের নিচে তাঁরা কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন পিছনে পড়ে থাকা গ্রীক সৈন্যদের জন্য। ওদিকে ট্রোজান সৈন্যরা তখন নগর দ্বারের প্রবেশপথে ভীত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

অ্যাগামেনন যখন পুনর্বার প্রচণ্ড বেগে নগরদ্বার আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন ঠিক তখনি স্বর্গ থেকে দেবরাজ জিউস নেমে এলেন। রামধনুর দেবী আইরিসকে ডেকে বললেন, 'এই মুহূর্তে তুমি হেক্টরের কাছে ছুটে চলে যাও। তাকে বল অ্যাগামেনন যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রয় সৈন্যদের আঘাত করতে করতে এগিয়ে আসবেন ততক্ষণ যেন হেক্টর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার যেন অন্য কারো হাতে থাকে। তারপর অ্যাগামেনন যখন বর্শা বা তীরের দ্বারা আহত হবেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন, ঠিক তখনই আমি হেক্টরের জন্যে বিজয়ীর মালা এনে দেব। হেক্টর তখনই শত্রুসৈন্যকে জাহাজ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। অন্তত রাত্রি পর্যন্ত যেন হেক্টর অপেক্ষা করেন।'

আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আইরিস জিউসের আদেশ পালন করলেন। হেক্টরকে সব কিছু জানিয়ে এলেন। আইরিস চলে যাবার পরই হেক্টর তাঁর রথ থেকে নেমে পড়লেন। নিজের সৈন্যদের তিনি নানা ভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। কিন্তু দেবরাজের পরামর্শ মত তিনি আর কিছুতেই যুদ্ধে নামলেন না।

ওদিকে অ্যাগামেনন কিন্তু দাঁড়িয়ে ছিলেন না। সামান্য বিশ্রামের পর তিনি আবার প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এলেন। বরাবরই তিনি সৈন্য সারির প্রথমেই থাকতেন।

সেই সময় হঠাৎই তাঁর সামনে পড়ে গেলেন ট্রোজান বীর অ্যান্টিনরের পুত্র ইফিডেমাস। অ্যাগামেননের মাথায় তখন রক্তের নেশা চেপেছে। কিন্তু তিনি আঘাত করার আগেই ইফিডেমাস তাঁকে বর্শা ছুঁড়ে মারলেন। বর্শা তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারল না। তাঁর রুপোর তৈরী মোটা বর্মের গায়ে লেগে সেটি পড়ে গেল মাটিতে। আর ঠিক তার পরের আঘাতটি করলেন সুযোগ সন্ধানী অ্যাগামেনন। তাঁর বিশাল তরবারির একটি আঘাতে ইফিডেমাসের ঘাড় থেকে মাথাটি খসে পড়ে গেল।

বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন অ্যাগামেনন। ইফিডেমাসের বড় ভাই কুন কখন যে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা তিনি টের পান নি। নিজের ভাইয়ের মৃত্যু চোখের সামনে দেখে কুনের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। অ্যাগামেননের অন্যমনস্কতার সুযোগে কুন তার বর্শাটি সজোরে ঢুকিয়ে দিল অ্যাগামেননের কনুইয়ের নিচে। অন্য কোন সাধারণ সৈনিক হলে তখনি তার মৃত্যু হত, কিন্তু অ্যাগামেনন দশাশই শক্তিধর রাজা। অতখানি আঘাতে কেবল তাঁর সমস্ত শরীরটা একবারের জন্য কেঁপে উঠল। তাকিয়ে দেখলেন দেহে তাঁর রক্ত ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন না। নিমেষে টেনে নিলেন নিজের একটি বর্শা। তারপর সেটি সজোরে ছুঁড়ে মারলেন কুনের উদ্দেশে। কুন তখন তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু বেচারী আর পালাতে পারল না। অ্যাগামেননের বর্শা তখন তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। শত্রুর শেষ রাখতে

নেই। যে ভুল কুন করেছিলেন অ্যাগামেনন তা করলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই কুনের কাছে ছুটে গিয়ে তার আহত দেহ থেকে মাথাটা দু খণ্ড করে দিলেন।

অ্যাগামেননের ক্ষতস্থান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত হুড়হুড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছিল, ততক্ষণ তিনি কিন্তু সমানে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। সত্বর তিনি তাঁর রথের ওপর উঠে বসলেন। সারথীকে বললেন তাঁকে জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। চলে যাবার সময় সমবেত গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশে বলে গেলেন তারা যেন না থেমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

অ্যাগামেননকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবসর নিতে দেখেই হেক্টর আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হে আমার ট্রোজান বীরেরা এবং আমার প্রিয় মিত্রপক্ষীয় সেনাগণ, ওই চেয়ে দেখ গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর কেমন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছেন। এর অর্থ ভগবান্ জিউস আমাদের জন্যে বিজয় মুকুট পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আপনারা বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। আসুন আমরা শত্রুপক্ষের রণতরীগুলির উপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

রণদেবতা আরেসের প্রিয় যোদ্ধা, রাজা প্রিয়ামের পুত্র হেক্টর সমস্ত ট্রোজান সৈন্যদের বাক্যজাল বিস্তার করে ক্ষেপিয়ে তুললেন। বিরাট একটা ঝড় যেমন তার প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে সমুদ্রের বুকের ওপর নেমে এসে সমুদ্রের জলকে তোলপাড় করে তোলে ঠিক সেই ভাবেই হেক্টর নিজেই ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নতুন উদ্যমে মাতিয়ে তুললেন। হেক্টর এবং তাঁর সৈন্যদের প্রবল আক্রমণের মুখে কত যে বিখ্যাত গ্রীক সেনাপতি মৃত্যুবরণ করলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। হেক্টরের তীক্ষ্ণ আঘাতে কত যে গ্রীক সৈন্যের মাথা তাদের দেহ থেকে ছিটকে পড়ল তাও বলে শেষ করা যায় না।

এমনি করেই হয়ত গ্রীকদের সব কিছু শেষ হয়ে যেত। তারা হয়ত পিছু হটতে হটতে নিজেদের জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিত, কোন রকমে

হয়ত নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে দেশে ফিরে যেত। কিন্তু সেই শেষ হয়ে যাবার মুহূর্তে গ্রীকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন মহাবীর ডাইওমেডেস। বিদ্যুতের মত তীব্র গতিতে তিনি হেক্টরের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন তাঁর বর্শাটি। হেক্টরের ভাগ্য ভাল। বর্শাটি তাঁর দেহকে স্পর্শ করল না। কিন্তু তাঁর শিরস্ত্রানটিকে আঘাত করল সজোরে। চোখে অন্ধকার দেখলেন হেক্টর। ডাইওমেডেসের বাহুতে যে কত শক্তি তা তিনি নিমেষেই বুঝতে পারলেন। কোনমতে হেক্টর নিজের রথে চেপে ফিরে গেলেন ট্রয়সৈন্যের মধ্যে। ডাইওমেডেস রণস্থল থেকে হেক্টরকে সরে যেতে দেখে শত্রুপক্ষের অন্য বীরদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। তীব্র গতিতে তিনি যখন এগিয়ে চলেছেন ঠিক সেই সময় একটি স্মৃতিস্তম্ভের পাশ থেকে প্যারিস ডাইওমেডেসকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। তীরটি এসে ডাইওমেডেসের একটি পায়ের পাতাকে বিদ্ধ করে মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

ডাইওমেডেস প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ ওই ভাবে মাটির সঙ্গে পায়ের পাতাটি আটকে যাওয়ায় বড় বেকায়দায় পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু ওডিসিয়াস ছিলেন তাঁরই আশে পাশে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে একটানে তিনি ডাইওমেডেসের পা থেকে তীরটি টেনে বার করে দিলেন। ডাইওমেডেস প্রথমে ভেবেছিলেন তীরের আঘাত সহ্য করা তাঁর পক্ষে খুব একটা কষ্টকর হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তীরটি তাঁর পা থেকে বেরিয়ে এল সেই মুহূর্তে পা থেকে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল। একটু পরেই শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। বাধ্য হয়ে তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নিজের জাহাজ অভিমুখে রথ চালিয়ে দিলেন।

বন্ধুকে বাঁচালেন বটে। কিন্তু বড় বিপদে পড়ে গেলেন ওডিসিয়াস। হঠাৎই তিনি দেখলেন শত্রুসৈন্যদের মাঝে তিনি একা এসে দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশে তাঁকে রক্ষা করার জন্যে অথবা তার সঙ্গে সমবেত ভাবে আক্রমণ করার মত কোন গ্রীক সৈন্যই নেই।

প্রমাদ গুণলেন ওডিসিয়াস। তিনি একা ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে। প্রথমে একটু বিচলিত হলেও, ওডিসিয়াস ছিলেন প্রকৃত বীর। তিনি মৃত্যুভয়কে ত্যাগ করে একা লড়াই করে যেতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎই সোকাস নামে

একজন ট্রোজান যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত বর্শা ওডিসিয়াসের ঢালটিকে প্রচণ্ড আঘাত করল। ওডিসিয়াসের ঢাল ভেদ করে বর্শাটি তার দেহের কিছু মাংস খসিয়ে দিল।

দমে যাবার পাত্র ওডিসিয়াস নন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে তাঁর বর্শাটি নিক্ষেপ করলেন সোকাসের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে। ওডিসিয়াসের মত বীরের দেহে আঘাত করার পরিণাম কি তা জানতেন সোকাস। নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি বোধহয় পালাতেই চেয়েছিলেন। এবং যে মুহূর্তে তিনি পিছন ফিরেছিলেন, ওডিসিয়াসের নিক্ষিপ্ত বর্শাটি তখন তাঁর হৃদপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। মৃত্যু ঘটল সোকাসের।

ট্রোজান সৈন্যরা সোকাসের মৃত্যু দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। ওডিসিয়াস একা। তাই তারাও সমবেতভাবে আক্রমণ করল ওডিসিয়াসকে। চার দিক থেকে ওডিসিয়াস যখন শত্রুসৈন্য দ্বারা আটকে পড়েছেন তিনি আর একা যুদ্ধ করার কোন ঝুঁকিই নিলেন না। প্রচণ্ড চিৎকার করে সাহায্য চাইলেন মিত্র পক্ষের কাছে। মেনেলাস শুনতে পেলেন ওডিসিয়াসের কাতর প্রার্থনা। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ডেলামনের পুত্র অ্যাজাক্‌স্‌কে সঙ্গে নিয়ে মেনেলাস ছুটে এলেন রণক্ষেত্রে।

এই দুই বীরের হঠাৎ আবির্ভাবে ট্রয় সৈন্যরা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ অ্যাজাক্স আর মেনেলাস ছিলেন নামকরা যোদ্ধা, বিশেষ করে অ্যাজাক্স। তাঁদের আঘাত বড় তীক্ষ্ণ আর নিখুঁত। উভয়ের আক্রমণে ট্রয় সৈন্যরা দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগল। অবশেষে তারা আর কোন উপায় না দেখে সে যাত্রায় যে যার মত পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎই একটি মারাত্মক আঘাত এল প্যারিসের কাছ থেকে। বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ম্যাকাওনও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। প্যারিসের একটি তিনমুখ তীর এসে হঠাৎ ম্যাকাওনকে আমুল বিদ্ধ করল। যতই কেন অ্যাজাক্স বা মেনেলাস নিজেদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধের গতি অব্যাহত রাখুন সেই মুহূর্তে যুদ্ধের গতি কিন্তু গ্রীকদের অনুকূলে ছিল না। ম্যাকাওনের পতনে গ্রীকরা বেশ দিশেহারা হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি

হারিয়ে তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। অবস্থা কি দাঁড়াতো কে জানে কিন্তু সব কিছু নেস্টরের চোখে পড়েছিল। এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে তিনি ম্যাকাওনকে রথে চাপিয়ে গ্রীক জাহাজে নিয়ে গেলেন। ম্যাকওনের আঘাত এত তীব্র হয়েছিল যে নেস্টর তাঁকে উদ্ধার না করলে রণক্ষেত্রেই ম্যাকাওনের মৃত্যু ঘটত।

নিজের জাহাজের উঁচু চূড়া থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অ্যাকিলিস এতক্ষণ সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন। গ্রীকদের এই অবমাননা, এবং যুদ্ধে ক্রমাগত
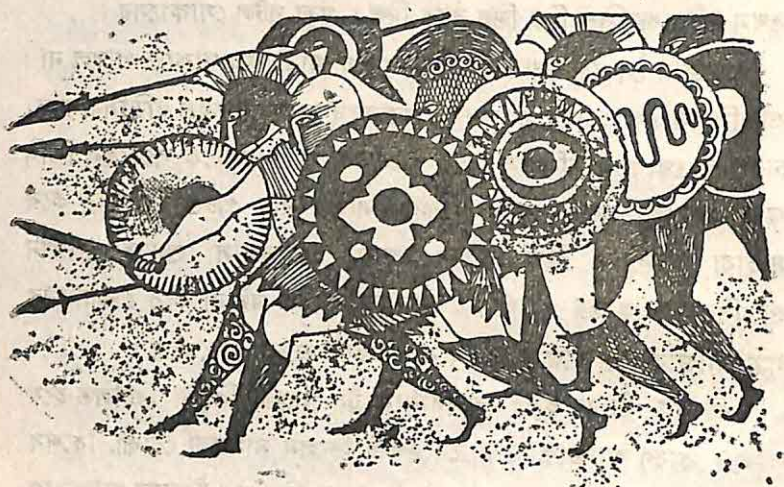
পিছিয়ে পড়া তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। যতই হোক তিনি তো বীর। নিজের জাতির এই শোচনীয় অবস্থা তাঁর শরীরের রক্তকে তোলপাড় করে তুলল। সহকর্মী এবং বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে ডেকে বললেন, 'আমি চাই সমস্ত গ্রীকরা আমার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করুক। সত্যিই তারা এখন খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। এক্ষুনি তুমি মহান নেস্টরের কাছে চলে যাও। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর কাকে তিনি এখনই রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। আমার যতদূর মনে হয় উনি হচ্ছেন শল্যচিকিৎসক ম্যাকাওন। এত দূর থেকে আমি লোকটিকে ঠিক চিনতে পারছি না। যদি তিনি ম্যাকাওন হন তাহলে খুবই চিন্তার বিষয়। কারণ শল্যচিকিৎসক যোদ্ধাদের সারিয়ে তোলেন, তিনিই যদি আহত হন তাহলে আহত গ্রীকদের বাঁচাবে কে?'

প্যাট্রোক্লাস তখনি ছুটে গেলেন গ্রীক শিবিরে যেখানে ম্যাকাওন আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন।

প্যাট্রোক্লাসকে দেখেই নেস্টর চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। প্যাট্রোক্লাসের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন শিবিরের ভিতরে। তারপর তাকে গ্রীকদের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে বললেন।

বৃদ্ধ নেস্টরের কথা সসম্মানে পাশে সরিয়ে রেখে প্যাট্রোক্লাস বললেন, 'সে কথা থাক মহান নেস্টর, আমি একটি অন্য জরুরী কাজে আপনার কাছে এসেছি।'

'বেশ বলুন কি সেই জরুরী কাজ যা যুদ্ধে যোগদান করার থেকেও মূল্যবান।'

'বীর অ্যাকিলিস আমাকে দেখতে পাঠিয়েছেন এই মাত্র আপনি কাকে আহত অবস্থায় গ্রীক শিবিরে নিয়ে এলেন। আমি বুঝতে পেরেছি উনি ম্যাকাওন। আপনারা তো অ্যাকিলিসকে চেনেন। কি রকম একগুঁয়ে আর বদরাগী তাও জানেন। আমার দেরী দেখলে উনি চটে যাবেন। আমাকে এক্ষুনি ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাতে হবে লোকটির পরিচয়।'

বৃদ্ধ নেস্টর বললেন, 'ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। এত হাজার হাজার গ্রীক সেনা এবং সেনাপতি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, তাঁদের কারো কথা জানতে না চেয়ে তিনি মাত্র একজনের জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন? অ্যাগামেনন, ডাইওমেডেস বা ওডিসিয়াসের মত বড় বড় রথী মহারথীরা আজ যুদ্ধে আহত হয়ে বিপন্ন অবস্থায় শিবিরে অবস্থান করছেন। এমনকি অ্যাজাক্সও বেশ শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় লড়াই করে চলেছেন। সত্যিই আশ্চর্যের, নিজে মস্ত বড় বীর হয়েও অ্যাকিলিস তাঁদের কারো সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদই করলেন না। তিনি কি আমাদের বড় বড় জাহাজগুলো ভস্মে পরিণত হয়েছে এটুকু দেখার জন্যে অপেক্ষা করছেন?

নেস্টর বোধহয় বয়েসের ভারে আর যুদ্ধের ধকলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্যাট্রোক্লাসকে এতগুলি কথা বলে তিনি দম নেবার জন্যে একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'প্যাট্রোক্লাস, তোমার কি মনে আছে

যুদ্ধে আসার আগে তোমার পিতার মহামূল্যবান উপদেশগুলি। তুমি আমার ছেলেরই মত। হয়ত তুমি অ্যাকিলিসের মত অতবড় যোদ্ধা নও, আর বংশমর্যাদার দিক দিয়েও তুমি অ্যাকিলিসের সমান নও। তবু তোমার দেহেও শক্তি আছে। তোমার দেহেও আভিজাত্যের রক্ত বইছে। তাছাড়া তুমি অ্যাকিলিসের থেকে বয়েসে বড় আর অ্যাকিলিসের সঙ্গে থেকে যুদ্ধও করেছ অনেক। মাঝে মাঝে সে তোমার কথা শুনেও থাকে। আমার মনে হয় ঠিক এই সংকট মূহূর্তে অ্যাকিলিসকে কিছু সৎ উপদেশ তোমার দেওয়া উচিত। একটা মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁর সামনে তোমার রাখা উচিত। তোমার পিতা এখানে থাকলে তিনি ঠিক একই কথা বলতেন।

'অ্যাকিলিসের সঙ্গে তোমার প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমার স্থির বিশ্বাস চেষ্টা করলে এখনও তুমি অ্যাকিলিসের মতি ফেরাতে পার। অবশ্য অ্যাকিলিস যদি সত্যিই কোন দৈববানীর ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন, অথবা তাঁর মা ভগবন জিউসের নামে তাঁকে কোন বিশেষ শপথ করিয়ে থাকেন, তাহলে হয়ত তাঁর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি একটি কাজ এখনও করতে পারেন। তিনি তোমার নেতৃত্বে তাঁর মার্মিডনদের পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাহলে ট্রয় সৈন্যরা তোমাকে অ্যাকিলিস বলে ভুল করে রণে ভঙ্গ দিতে পারে। তোমার শক্তি এবং রণক্ষমতায় তারা বিচলিত হয়ে নিজেদের নগর প্রাচীরের মধ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে এ আমার স্থির বিশ্বাস।'

নেস্টরের আন্তরিক বক্তব্যে নিশ্চয় উত্তেজনা ছিল। নিশ্চয় ছিল কোন জাদু। প্যাট্রোক্লাস মনে মনে বেশ উৎসাহিত বোধ করলেন। বৃথা সময়ের অপচয় না করে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন অ্যাকিলিসের গৃহাভিমুখে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে বাজছিল বৃদ্ধ নেস্টরের কথাগুলি। মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল যুদ্ধজয়ের নেশা।

গ্রীক রণতরীর কাছে হেক্টর

এদিকে যুদ্ধ করতে করতে ট্রয় সৈন্যরা একেবারে এসে হাজির হল গ্রীকদের দুর্গের সামনে। গ্রীকরা যখন এই দুর্গটিকে নিরেট আর শক্ত পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তুলেছিল, তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে। ফলে এই প্রাচীর যে বেশীদিন স্থায়ী হবে না এতো জানা কথাই। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

ওদিকে ট্রয় সৈন্যরা যখন সেই প্রাচীরের কাছাকাছি এসে পৌছল তারা বুঝতে পারল এ দুর্গ রথ বা অশ্বরোহী সৈন্য দিয়ে ভেদ করা অসম্ভব। যতই তারা বর্শা বা তীর ছুঁড়ুক সেগুলো সেই শক্ত পাথরের গায়ে লেগে ফিরেই আসবে। তাছাড়া ট্রোজানদের ঘোড়াগুলো প্রাচীরের পাশে অবস্থিত দীর্ঘ পরিখা দেখে লাফ দিতে ভয়ও পাচ্ছিল। পরিখাটি এতই চওড়া যে ঘোড়াগুলো তা দেখে চিঁহিচিঁহি চীৎকার শুরু করে দিল। ঘোড়াগুলোর ভয় পাবার আরো কারণ ছিল। গ্রীকরা যখন দুর্গের পাশে পরিখা খনন করে তখন তারা বহু কাঁটা গাছ বসিয়ে দিয়েছিল। দিনে দিনে কাঁটা গাছ এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে কোন রথ বা অশ্বারোহীর পক্ষে অক্ষত অবস্থায় তা পার হওয়া সম্ভব ছিল না।

ট্রোজান সৈন্য আর সেনাপতিরা পরিখা পার হতে না পেরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেই সময় পলিডেমাস নামে একজন ট্রোজান হেক্টরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মহান হেক্টর, এই দুর্ভেদ্য কাঁটাগাছ আরঐ বিরাট চওড়া পরিখা ঘোড়া বা রথের সাহায্যে পার হতে যাওয়া বোকামী। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই ফল পাওয়া যাবে না। ঐ কাঁটা গাছের জঙ্গল আর ঐ বিশাল পরিখা একমাত্র পদাতিক সৈন্যরাই পার হতে পারবে। অন্য চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আসুন আমরা আমাদের ঘোড়া আর রথ এইখানে পরিত্যাগ করে পায়ে হেঁটে ঐ জঙ্গল

পার হই। আর যদি দেবাদিদেব জিউসের ইচ্ছা থাকে তাহলে আমরা পরিখাও পার হতে পারব এবং গ্রীকদের নিশ্চিহ্নও করতে পারব।'

কথাটা হেক্টরের মনে ধরল। খানিকক্ষণ নিজের মনেই কি যেন ভাবলেন। তারপর নিজের সারা দেহটা কঠিন বর্মের দ্বারা ভালভাবে আচ্ছাদিত করে নেমে পড়লেন রথ থেকে। এগিয়ে চললেন একাই—কাঁটাগাছের কঠিন বেড়া অতিক্রম করতে।

দলপতির দেখাদেখি অন্যান্য সেনাপতিরাও নেমে পড়লেন নিজেদের ঘোড়া আর রথ থেকে। অনুসরণ করলেন হেক্টরকে। তাদের মনে ছিল সাহস আর দেবরাজ জিউসের প্রতি প্রবল আস্থা। গ্রীকদের প্রাচীরটিকে ধুলিসাৎ করে দেবার জন্যে তাদের তখন মরণপণ সংগ্রাম। প্রথমেই তারা প্রাচীরের সামনের স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলল। তারপর প্রাচীরের গায়ের বড় বড় পাথরগুলো উপড়ে ফেলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে প্রাচীরের গায়ে সৃষ্টি হল বিশাল বিশাল গর্ত। যে গর্তের মধ্যে দিয়ে সৈন্যরা অনায়াসেই ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

কিন্তু গ্রীকরাও হাল ছেড়ে দিয়ে বসে ছিল না। তারাও প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই গর্তগুলি নতুন পাথর চাপা দিয়ে ট্রোজানদের প্রবেশ পথ বন্ধ করতে শুরু করল। আর প্রাচীরের ওপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আর বর্শা ছুঁড়তে লাগল।

প্রাচীরের সীমানায় যুদ্ধটা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে তখন ট্রোজানরা না পারে প্রাচীর ভেঙ্গে গ্রীক দুর্গে প্রবেশ করতে আর গ্রীকরাও পারল না একেবারে শত্রুসৈন্যকে পিছু হঠিয়ে দিতে। ঠিক এইরকম মাঝা মাঝি অবস্থায় দেবরাজ জিউস যদি না ট্রোজানদের প্রতি সদয় হতেন তাহলে কোন মতেই তাদের পক্ষে গ্রীক প্রাচীর ভাঙ্গা সম্ভব হত না। আসলে দেবরাজ চেয়ে ছিলেন হেক্টরকেই বিজয়ী করতে। তাই জিউসের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে হেক্টরই প্রথম প্রাচীরের বাধা ভেঙ্গে গ্রীকশিবিরে প্রবেশ করলেন। তারপর চীৎকার করে নিজের সৈন্যদের বললেন, 'আর সময় এবং সুযোগ নষ্ট না করে তোমরাও আমার মত প্রাচীর অতিক্রম করো। গ্রীক জাহাজগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দাও।'

হেক্টরের এই আহ্বান বৃথা গেল না। সমবেত ভাবে তারা বর্শার আঘাত করে করে প্রাচীর গাত্রকে দুর্বল করে তুলল। কিন্তু হেক্টর যা করলেন তা একমাত্র জিউসের অলৌকিক আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব হত না। যে পাথর তুলতে তিনজন শক্তিশালী পুরুষের দরকার হয় হেক্টর একাই তা অনায়াসে তুলে ফেলতে লাগলেন একে একে। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাচীরের দরজায় আঘাত করলেন। সেই প্রবল আঘাতের চাপ সহ্য করতে পারল না লোহা দিয়ে তৈরী দরজায় খিলটি। ঝন ঝন শব্দে সেটি ভেঙ্গে পড়ে গেল। খুলে গেল প্রাচীরের বিশাল দরজাটি।

সেই সময় হেক্টরের মুখের রঙ পাল্টে গিয়েছিল। তাঁর মুখটা তখন দেখাচ্ছিল অমাবস্যার রাতের মত কালো। চোখ দুটো হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর লাল। তাঁর হাতে তখন ধরা ছিল দুমাথাওয়ালা বর্শা। ব্রোঞ্জের তৈরী বর্ম আর বর্শার ফলক দুটো এত বেশী চকচক করছিল যে সমবেত গ্রীকসৈন্যরা হেক্টরের ঐ ভয়াবহ রূপ দেখে আঁত্‌কে উঠল। সেই সময় হেক্টর এত বেশী বিভৎস হয়ে উঠেছিলেন যে একমাত্র দেবতা ছাড়া আর বোধহয় কেউই তাঁর গতি রোধ করতে পারতেন না।

উন্মত্তের মত হেক্টর আর একবার চীৎকার করে ডাকলেন তাঁর ট্রয় সৈন্যদের। গ্রীক সৈন্যদের বোধহয় আর দাঁড়াবার মত সাহস ছিল না। তারা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এলোমেলো ছোটাছুটি করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাইল। প্রাণপণ ছুটে নিজেদের জাহাজে নিরপদ অশ্রয়ে পৌছতে লাগল। আর তাই দেখে ট্রয় সৈন্যরা জয়ের বিপুল আনন্দে চীৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

ওদিকে নেস্টর তখন তাঁর তাঁবুতে সামান্য বিশ্রাম করছিলেন। ঠিক বিশ্রাম বলা যায় না। তিনি তখন ম্যাকাওনের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। সহসা তাঁর কানে এল যুদ্ধক্ষেত্রের অবিরাম চীৎকার। সেই তীব্র আওয়াজ শুনে মনে হল এ ট্রোজানদের উল্লাস ধ্বনি। আর তিনি তাঁবুর মধ্যে থাকতে পারলেন না। ম্যাকাওনের ভার একজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ছুটে এলেন আহত ডাইওমেডেস, ওডিসিয়াস আর অ্যাগামেননকে দেখতে। কিন্তু বেশীদূর যেতে হল না। তাঁরাও তখন নিজেদের জাহাজ

থেকে সবে মাত্র বেরিয়ে আসছিলেন। পথেই সবার সঙ্গে নেস্টরের দেখা হয়ে গেল।

সমুদ্রের তীরটি বেশ প্রশস্ত হলেও যুদ্ধ জাহাজগুলি একই সারিতে দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি। কিছু সামনে কিছু পিছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সেগুলি দাঁড়িয়ে ছিল। আহত রাজারা জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নিজের বর্শার ওপর ভর দিয়ে বিষণ্ণ মনে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন প্রাচীরের দেওয়ালটি ভেঙে পড়েছে আর ট্রোজানরা দেওয়াল পার হয়ে ভেতরে চলে এসেছে তখন তাঁরা সত্যিই ভীত হয়ে পড়লেন। ওদিকে নেস্টরকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে রাজা অ্যাগামেননও আর স্থির থাকতে পারলেন না। এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'হে জেনেউসপুত্র নেস্টর, তবে কি হেক্টর একদিন গর্ব করে যা বলেছিল তাই-ই সত্যে পরিণত হতে চলেছে? তবে কি ওরা সত্যিই আমাদের যুদ্ধ জাহাজগুলোকে পুড়িয়ে দেবে? আর প্রাণ বাঁচাতে আমাদের অপমানের বোঝা কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে? তাই যদি হয় তাহলে আর কিছুক্ষণ পরই রাত্রি নামবে। আজকের মত যুদ্ধের বিরতি হবে। সেই অবসরে চলুন আমরা আমাদের জাহাজগুলোকে টেনে জলে ভাসিয়ে দিই। রাত্রির অন্ধকারে আমরা আমাদের জাহাজ নিয়ে নিরাপদে ফিরে যেতে পারব। ধরা পড়ে পশুর মত মরার চেয়ে প্রাণ বাঁচানো অনেক ভাল।'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ওডিসিয়াস। এই সব দুর্বল এবং কাপুরুষোচিত কথা শুনে অ্যাগামেননের দিকে একবার বিরক্ত চোখে তাকালেন, তারপর বললেন, 'রাজা, আপনি সত্যিই হতভাগ্য। যে সব মহান বীরেরা জীবন পণ করে এখনও লড়াই করে যাচ্ছেন, আপনার মত কাপুরুষের সেই বীরদের নেতা হওয়া সাজে না। আপনার হওয়া উচিত ছিল কোন নিম্ন শ্রেণীর সৈন্যদলের নেতা। যে ট্রয় নগরী জয় করার জন্যে আমাদের এত রক্তক্ষয়, এত মহারথীদের আত্মত্যাগ, তা অসমাপ্ত রেখে আপনি আমাদের পালিয়ে যেতে উপদেশ দিচ্ছেন? আমি মনেপ্রাণে আপনার এই হীন উপদেশকে ঘৃণা করি।'

নীরবে সবকথা শুনলেন রাজা অ্যাগামেনন। তারপর বললেন, 'কথা-গুলো শুনতে খুব খারাপ আর কর্কশ হলেও, তোমার প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। আমার ভুল আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আর আমি তোমাদের যুদ্ধ পরিত্যাগের কথা বলব না। তোমাদের মধ্যে যদি কারো কোন উচিত পরামর্শ দেবার থাকে, তা আমাকে বল। উপযুক্ত হলে আমি তা এখুনি গ্রহণ করব।'

কনিষ্ঠ ডাইওমেডেস তখন বললেন, 'রাজা আমি আপনার থেকে বয়েসে ছোট হলেও, যদি আপনি আমার কথা শোনেন তাহলে বলি, চলুন আমরা সকলে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকেই এগিয়ে যাই। আমরা আজ সকলেই আহত। তাই একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানার মধ্যে না গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমাদের উপস্থিতি দিয়ে আমরা অন্যদের উৎসাহিত করে তুলব।'

একথা সকলেই মেনে নিলেন। সকলেই রওনা হলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। রাজা অ্যাগামেনন চললেন সকলের আগে।

কিন্তু তাঁরা যখন রণস্থলে গিয়ে পৌঁছলেন দেখলেন ট্রোজানদের জয়-জয়কার। কারণ সূর্যদেব স্বয়ং অ্যাপোলো তখন বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন হেক্টরের মাথায়। হেক্টর তখন অবধ্য। তাঁর শক্তি তখন অপরিসীম। আসলে এই সব কিছুই হচ্ছিল দেবরাজ জিউসের ইচ্ছায়। তিনি তখন চাইছিলেন ট্রোজানদের হাতে গ্রীকদের নাস্তানাবুদ করতে। যতক্ষণ না অ্যাকিলিস যুদ্ধে যোগদান করেছেন ততক্ষণই জিউস ট্রোজান সৈন্যদের জিতিয়ে যাবেনই। জিউসের সন্তান অ্যাপোলও তাই পিতার আদেশে ট্রোজান পক্ষ সমর্থন করে চলেছেন। দৈবশক্তিতে বলীয়ান হেক্টর তখন মহাবিক্রমে আর প্রচণ্ড নৃশংসভাবে গ্রীক সৈন্য বধ করে চলেছেন। তাঁর তখন যুদ্ধ শক্তি বেড়ে গেছে সহস্রগুণ। একাই তিনি কয়েকশো সৈন্যের মহড়া নিচ্ছেন। একমাত্র বীর অ্যাজাক্স ছাড়া আর সবাই তখন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন। অ্যাজাক্স কিন্তু শিবিরের মধ্যে আশ্রয় নেন নি। একটা বিরাট বর্শা হাতে তিনি এক জাহাজের ডেক থেকে অন্য জাহাজে পাহারা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হেক্টরের আদেশে

কোন ট্রয় সৈন্য গ্রীক জাহাজে আগুন লাগাতে এলেই অ্যাজাক্স তাঁর বিরাট বর্শা দিয়ে সেই সৈন্যকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন অথবা হত্যা করছিলেন। এই ভাবে প্রায় বারোটি ট্রয় সৈন্যকে অ্যাজাক্স একাই বধ করলেন জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে।

যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। এমন সময় ভারাক্রান্ত মনে আর অশ্রু-সজল নেত্রে অ্যাকিলিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্যাট্রোক্লাস। উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে যেমন ঝরনার জল নেমে আসে ঠিক সেই ভাবেই প্যাট্রোক্লাসের গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমে আসছিল। বন্ধুকে কাঁদতে দেখে অ্যাকিলিস বললেন, 'প্রিয় প্যাট্রোক্লাস, তুমি এভাবে কাঁদছ কেন বন্ধু? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটি ছোট্ট মেয়ে যেন তার মার সামনে দাঁড়িয়ে আঁচল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরেছে, কোলে তুলে নেবার জন্যে। তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমিও যেন আমার সামনে কোন আবদার রাখতে চাও। কি হয়েছে তোমার? বাড়ি থেকে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে? নাকি গ্রীকদের দুরবস্থা দেখে চোখের জলকে বাগ মানাতে পারছ না? তবে গ্রীকদের শোচনীয় অবস্থার জন্যে যদি তুমি রোদন কর তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তারা নিজেদের দোষেই আজ এই বিপদের মধ্যে পড়েছে।'

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্যাট্রোক্লাস বললেন, 'ও অ্যাকিলিস! আমার কথায় তুমি রাগ করো না। তবে সত্যি কথাই বলি। গ্রীকদের দুর্ভাগ্যই আমার অশ্রুপাতের কারণ। তাদের বড় বড় সব বীর যোদ্ধারা আজ কেউ নিহত আর কেউ আহত হয়ে শিবিরে নিজেদের আরোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। এখনও যদি তুমি আগের মতই নির্মম আর হৃদয়হীন হয়ে থাক, এখনও যদি তুমি তোমার অর্থহীন সঙ্কল্প থেকে সরে আসতে না পেরে থাক তাহলে আমাকে অনুমতি দাও যুদ্ধে যাবার। তোমার বর্মটি আমাকে দান করো। সঙ্গে তোমার মার্মিডন বাহিনীকে পাঠাও যাতে আমরা গ্রীকদের শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারি।'

প্যাট্রোক্লাসের কথা শুনে গভীর ভাবে মর্মাহত হলেন অ্যাকিলিস।

মনে মনে ভাবলেন প্যাট্রোক্লাস নিজেই জানে না সে কি বলছে। ও যে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনতে চাইছে। ব্যথাহত মনে অ্যাকিলিস বললেন, 'বন্ধু, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। আর হয়ত আমার অভিমান নিয়ে বসে থাকা মানায় না। তবু এখনও আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ আগেই আমি বলেছিলাম যতক্ষণ না আগুন আর যুদ্ধের স্পর্শ আমার জাহাজে এসে পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার রাগ কমবে না। আমার এখান থেকে এখনও আমি যুদ্ধের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। তবে আর আমি তোমাকে আটকে রাখব না। এই নাও আমার বর্ম। এখনি পরিধান কর। নিয়ে যাও আমার মার্মিডনদের। আর বোধহয় দেরী করা উচিত হবে না। কালো মেঘের মত ট্রয় সৈন্যরা গ্রীকদের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। ট্রোজান সৈন্যরা নিশ্চয় উল্লাসে মত্ত হয়ে পড়েছে। আর গ্রীকরা পিছু হটতে হটতে হয়ত বা সমুদ্রের তীরে এসে পড়েছে।

'এগিয়ে যাও বন্ধু প্যাট্রোক্লাস। ট্রয় সৈন্যদের ধ্বংস কর আর রক্ষা করো আমাদের জাহাজগুলোকে। বীরের জয়মাল্য নিজের গলায় পরে আমার সম্মান রক্ষা করো। আর একটা কথা শোন, যে মুহূর্তে তুমি ট্রোজানদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। স্বয়ং দেবাদিদেব জিউসও যদি সেই সময় বিজয়ীর গৌরব হাতে নিয়ে তোমাকে যুদ্ধ করতে বলেন, তবুও, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আর যুদ্ধ করবে না। তাহলে আমার গৌরব আর মর্যাদা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করবে। যুদ্ধ করতে করতে জয়ের নেশায় ট্রয়ের সীমানা পাঁচিলের কাছ পর্যন্ত যেন ভুলেও চলে যেও না। কারণ অ্যাপোলো স্বয়ং ট্রয়বাসীদের সমর্থন করেন। তাঁর কোপানলে পড়ার আগেই তুমি জাহাজে ফিরে আসবে।'

অ্যাকিলিস আর প্যাট্রোক্লাস যখন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শে ব্যস্ত ওদিকে তখন গ্রীকদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠছিল। একা অ্যাজাক্স্ তখন প্রাণপণে লড়াই করে চলেছেন। গ্রীক রণতরীগুলোকে শত্রুর আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটিই

ছিল না। কিন্তু যত বড় বীরই হোক না কেন তারও তো লড়াইয়ের একটা শেষ ক্ষমতা আছে। অ্যাজাক্স তখন তাঁর ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন। ট্রয় সেনাদের অবিরাম আক্রমণে তাঁর শিরস্ত্রানটি ঘন ঘন কাঁপছিল। অস্ত্রের আঘাতে শিরস্ত্রানের গায়ে ঠনঠন আওয়াজ হচ্ছিল। অত আঘাত তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বাঁ কাঁধের ওপর ছিল বিরাট ভারী একটা ঢাল। অনেকক্ষণ ধর সেটি বহন করার ফলে তাঁর বাঁ কাঁধে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল। একটানা যুদ্ধ করার ফলে তাঁর সারা দেহ থেকে অবিরাম ঘাম ঝরছিল। তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট লাগছিল।

তবু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ হেক্টরের সেই বিশাল তরবারির আঘাতে অ্যাজাক্স প্রায় নিরস্ত্র হয়ে পড়লেন। কারণ হেক্টরের তরবারিটি আঘাত করেছিল অ্যাজাক্সের বর্শার কাঠে। ফলে বর্শাটি তুটুকরো হয়ে গেল। অ্যাজাক্সের হাতে তখন বর্শার শেষ প্রান্তটি যা ঐ ভয়ানক যুদ্ধে কোন কাজেই লাগবে না। অ্যাজাক্স বুঝলেন, তাঁর মত যোদ্ধার হাত থেকে যখন বর্শা তুটুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যায় তখন দেবরাজ জিউসের ইচ্ছা নয় যে গ্রীকরা জয়লাভ করুক। দেবতারা বিরূপ যেখানে সেখানে মানুষ কিই বা করতে পারে? অ্যাজাক্সেরও আর কিছু করার ছিল না। তিনি আস্তে আস্তে পিছু হটে ফিরে গেলেন নিজের জাহা দকে সুযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিল ট্রোজানরা। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রীক জাহাজগুলিকে গ্রাস করতে শুরু করল।

প্যাট্রোক্লাসের লড়াই

গ্রীক জাহাজের গায়ে আগুন দেখেই অ্যাকিলিস আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের উরুতে প্রচণ্ড চাপড় দিয়ে তিনি প্যাট্রোক্লাসের উদ্দেশে বললেন, 'আর দেরী করা উচিত হবেনা বন্ধু। এখুনি তুমি আমার

বর্ম পরে ফেলো। ওরা আমাদের জাহাজে আগুন ধরাতে শুরু করেছে। আমাদের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেলে আর আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব না। তুমি এগোও, আমি আমার সৈন্যদের খবর দিই।'

প্যাট্রোক্লাস এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলেন। অ্যাকিলিসের আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যাকিলিসের বর্মটি পরে ফেললেন। পায়ে দিলেন রূপোর পা ঢাকা। মাথায় পড়লেন শিরস্ত্রান। কোমরে বাঁধলেন রূপোর কাজ করা ব্রোঞ্জের তরোয়াল। হাতে নিলেন দুটি বর্শা। কেবল মাত্র অ্যাকিলিসের বর্শাটি ছাড়া আর সবই তিনি নিলেন। কারণ অ্যাকিলিসের বর্শা নেবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। একমাত্র অ্যাকিলিস ছাড়া আর কারো পক্ষেই সেই বর্শা চালনা সম্ভব ছিল না।

অ্যাকিলিসের দুটি দ্রুতগামী এবং অমর অশ্ব ছিল। তাদের নাম জ্যানথাস আর বেলিয়াস। প্যাট্রোক্লাস এই দুটি ঘোড়াকে বাঁধলেন নিজের রথে। সারথী নিলেন অটোমিডনকে। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্তুত হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে।

ওদিকে অ্যাকিলিসও বসে ছিলেন না। তিনি নিজের ছাউনিতে ফিরে গিয়ে তাঁর মার্মিডনদের আদেশ দিলেন রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। নায়কের আদেশ পাবা মাত্র তারা যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত গুহা থেকে বেরিয়ে এল। ঘনবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে। সংখ্যায় তারা এত বেশী ছিল যে তাদের একজনের শিরস্ত্রান অন্যের শিরস্ত্রানে ঠেকে যাচ্ছিল। একজনের বর্ম অন্যের বর্মে আঘাত করছিল। মার্মিডনদের পরিপূর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত দেখে অ্যাকিলিস জিউসের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালেন নতমস্তকে। জিউসকে বললেন, 'হে দেবরাজ, তুমি রক্ষা কর। প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে যাচ্ছে, সে যেন যুদ্ধ জয় করে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।'

অ্যাকিলিসের প্রার্থনা জিউসের কানে পৌছল। মঞ্জুরও করলেন তাঁর প্রার্থনা। তবে সবটা নয়। অর্ধেক মাত্র।

ইতিমধ্যে প্যাট্রোক্লাসের নেতৃত্বে সশস্ত্র মার্মিডনরা বিপুল উৎসাহ আর যুদ্ধের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রয়সেনাদের ওপর। একটা বড়

বোলতার চাকে ঢিল পড়লে বোলতারা যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে চাক ছেড়ে বেরিয়ে আসে তীব্র গতিতে, মার্মিডন সৈন্যরাও ঠিক তেমনি করেই ঝাঁপ দিল শত্রুসৈন্যের ওপর। তাদের রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল চারিদিক।

অ্যাকিলিসের রণপোষাক পরা প্যাট্রোক্লাসকে দেখে প্রমাদ গুনল ট্রয় সৈন্যরা। তারা মনে করল মহান বীর শ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিস যুদ্ধে নেমেছেন

তাহলে তো আর নিস্তার নেই। অনেকদিন তারা এই বিপুল বিক্রম দেখেনি। সামনে নিশ্চিত মৃত্যু দেখে ট্রোজান সৈন্যরা পিছু হটা শুরু করল। কারণ তারা অ্যাকিলিসের বিক্রম চেনে। যে গ্রীক জাহাজে তারা অগ্নিসংযোগ করেছিল সেখানে থাকতে আর তারা ভরসা পেল না।

জাহাজ পরিত্যাগ করে তারা পালাতে শুরু করল। সেই অবসরে গ্রীকরা আবার জাহাজগুলি অধিকার করে তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে ফেলল।

যে গ্রীক সৈন্যরা প্রায় ভুলতে বসেছিল জয় কাকে বলে, বীরত্ব কাকে বলে, সাহস কাকে বলে, তারাই আবার প্যাট্রোক্লাসের পিছনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল যুদ্ধ কেবল পিছু হটার জন্যে নয়, আক্রমণের বদলে পাল্টা আক্রমণই যুদ্ধের নিয়ম। প্যাট্রোক্লাসকে সামনে পেয়ে অনেকদিন পর আবার তারা জেগে উঠল।

ওদিকে প্যাট্রোক্লাস তাঁর গ্রীক সৈন্যদের নানাভাবে উত্তেজিত করে ট্রোজানদের তাড়া করে চললেন। সমস্ত যুদ্ধ জাহাজগুলি বৃত্তের আকারে ঘিরে ধরে ক্রমাগত তীর এবং বর্শা ছুঁড়ে শত্রু সৈন্যকে নাস্তানাবুদ করে তুললেন। যে সমস্ত গ্রীক জাহাজ ট্রোজানরা অধিকার করেছিল বেগতিক দেখে তারা সেই সব জাহাজ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। যারা পালাতে পারল না তারা প্যাট্রোক্লাসের হাতে অসহায়ের মত মারা পড়তে লাগল। যে পরিখা পার হয়ে ট্রোজান সৈন্যরা গ্রীক সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তারা তাড়াহুড়ো করে পরিখা পার হয়ে গিয়ে কেউবা পড়ে গেল খাদে আর কেউ কেউ মারা পড়ল গ্রীক সৈন্যদের হাতে, কেউ বা কাঁটাগাছের ঝোঁপে আটকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

প্যাট্রোক্লাস যখন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছেন, জিউস তখন চিন্তা করছিলেন এক মনে, প্যাট্রোক্লাসের ভাগ্যে তিনি কি ভাবে মৃত্যু আনবেন। তিনি কি এখনই হেক্টরকে দিয়ে প্যাট্রোক্লাসকে বধ করাবেন, না কি ট্রয়বাসীদের আরো কিছু দুঃখ ভোগ করাবেন। অবশেষে তিনি স্থির করলেন প্যাট্রোক্লাস আর কিছু ট্রয় সৈন্যকে হত্যা করুক। তারপর তাদের পিছু হটাতে হটাতে নিয়ে যাক ট্রয় সীমানার কাছে।

প্রথমেই তিনি হেক্টরকে বাধ্য করলেন রথে চেপে পালিয়ে যেতে। কারণ জিউসের ইচ্ছাতেই হেক্টরের তখন শক্তি অনেক কমে এসেছে। তিনিও বুঝতে পারলেন দেবরাজের কি ইচ্ছা। কালবিলম্ব না করে তিনি ট্রয় সৈন্যদের পিছু সরে আসার উপদেশ দিলেন। দলপতিকে রণক্ষেত্র

পরিত্যাগ করতে দেখে সৈন্যরাও আর এগুতে চাইল না। তারাও ক্রমাগত পিছু হটতে হটতে ট্রয় নগরীর সীমানা দেয়ালের কাছে সরে এল।

অতিবড় বিচক্ষণ বীরেরও মতিভ্রম ঘটে। যুদ্ধের উন্মাদনায় আর বিজয়ীর সম্মান লাভের নেশায় বহু বড় বীরই নিজেদের ঠিক রাখতে পারেন না। প্যাট্রোক্লাসও ভুলে গেলেন বন্ধু অ্যাকিলিসের নিষেধ। শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করতে করতে তিনি ট্রয় নগরীর সীমানায় পৌঁছিয়েও বোকার মত এগিয়েই চললেন। ভাবলেন একাই তিনি ট্রয়নগরী অধিকার করবেন। মতিভ্রম তো নিশ্চয়। কারণ জিউসের অভিপ্রায় বোঝার ক্ষমতা তখন প্যাট্রোক্লাসের ছিল না। প্যাট্রোক্লাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন মৃত্যুর কাছে। অথচ অ্যাকিলিসের বারণ শুনলে তাঁকে সেদিনই মৃত্যু মুখে পড়তে হত না। কিন্তু নিয়তির বিধান মানতে তো হবেই।

যুদ্ধের উন্মাদনায় প্যাট্রোক্লাস এমন ভাবে বর্শা ছুঁড়ছিলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি সেদিনই ট্রয় অধিকার করতে পারবেন। তিনবার যখন প্যাট্রোক্লাস নগর প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালালেন স্বয়ং অ্যাপোলো তিনবারই এসে দাঁড়ালেন ট্রয় প্রাচীরের কাছে। এবং তিনবারই সে আক্রমণ চুরমার করেদিলেন। তারপর প্যাট্রোক্লাসকে বললেন, 'প্যাট্রোক্লাস, তুমি আর যুদ্ধ না করে ফিরে যাও। কারণ তোমার বা তোমার থেকেও বেশী শক্তিধর অ্যাকিলিসের ভাগ্যেও ট্রয়ের দেয়াল ভাঙ্গার গৌরব নেই। এ তোমার শক্তিক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়।'

অ্যাপোলোর কথা শুনে প্যাট্রোক্লাস ধীরে ধীরে সরে এলেন। কারণ তিনি জানতেন দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মত ক্ষমতা মানুষের নেই।

ওদিকে হেক্টরও গ্রীকদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন 'স্কীয়ান গেটের' কাছে। তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না কি করবেন। নিজের সৈন্যদল নিয়ে ট্রয় সীমানার মধ্যে সেদিনের মত পালিয়ে যাবেন, নাকি আরো একবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন। পথ বলে দিলেন স্বয়ং অ্যাপোলো। রানী হেকুবার ভাই ডাইমাসের ছেলে এসিয়াসের ছদ্মবেশে তিনি হেক্টরকে বললেন, 'কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন যুবরাজ হেক্টর?

এখন কি আপনার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার কথা চিন্তাকরা উচিত? সোজা প্যাট্রোক্লাসের কাছে চলে যান। তাকে সম্মুখসমরের আহবান জানান। অ্যাপোলোর দয়ায় আপনি তাকে হত্যা করতে পারবেন। পারবেন জয়ের গৌরব কেড়ে নিতে।'

কথাটা হেক্টরের মনে ধরল। তিনি তাঁর সব সৈন্য সামন্তকে রেখে একাই চললেন প্যাট্রোক্লাসের সন্ধানে। অন্য কোন গ্রীক সৈন্যকে আক্রমণ না করে সোজা চলে এলেন প্যাট্রোক্লাসের রথের সামনে। প্যাট্রোক্লাস তখন একটি বিরাট পাথরের আঘাতে প্রিয়ামের এক সন্তানকে হত্যা করেছেন। হেক্টরকে সামনে দেখে প্যাট্রোক্লাস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তাঁর শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠল। একহাতে বর্শা আর অন্য হাতে একটি বিরাট পাথর নিয়ে তেড়ে এলেন হেক্টরের দিকে। প্রথমেই তিনি হেক্টরের রথ লক্ষ্য করে পাথরটি ছুঁড়লেন। পাথরটি তাঁকে আঘাত না করে তাঁর সারথির মাথাটি চুরমার করে দিল। সে পড়ে গেল রথ থেকে।

সারথিহীন রথে আর অপেক্ষা না করে হেক্টরও নেমে এলেন মাটিতে। হেক্টরের সারথির মৃতদেহটিকে যখন প্যাট্রোক্লাস উন্মত্তের মত বর্শা দিয়ে খোঁচাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে হেক্টর আক্রমণ করলেন প্যাট্রোক্লাসকে। শুরু হল উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ। দুজনেই সমান যোদ্ধা। কেউই আক্রমণে কারো থেকে কম যান না। প্যাট্রোক্লাসের গায়ে তখন অসুরের মত শক্তি এসে গেছে। হেক্টরের পক্ষেও তাঁকে রোখা সত্যিই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

স্বয়ং অ্যাপোলো আড়াল থেকে সব কিছুই দেখছিলেন। প্যাট্রোক্লাসের অমিত বিক্রম দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অ্যাপোলো লুকিয়ে ছিলেন ঘন কুয়াশার আড়ালে। মেঘের আড়াল দিয়েই নেমে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই মুহূর্তে তিনি যদি না হেক্টরকে সাহায্য করতেন তাহলে হেক্টরকে হয়ত শোচনীয় ভাবে পরাজিত হতে হত। কিন্তু দেবতা যেখানে বিরূপ সেখানে মানুষ কিইবা করতে পারে। ঘন কুয়াশার আড়ালে থেকে তিনি হঠাৎই প্যাট্রোক্লাসের পিঠে বসালেন একটি চড়। সেই একটি

আঘাতেই প্যাট্রোক্লাস যেন চোখে অন্ধকার দেখলেন। সেই একটি আঘাতেই তার মাথা থেকে শিরস্ত্রান খুলে পড়ে গেল। আগেই বলেছি শিরস্ত্রানটি ছিল স্বয়ং অ্যাকিলিসের আর এই প্রথম বীর অ্যাকিলিসের শিরস্ত্রান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শুধু মাথা থেকে শিরস্থান নয়, আপোলো কারসাজিতে তার বর্শাটি গেল ভেঙে। হাত থেকে খসে পড়ল ঢালটি। শরীরের বর্মটি আল্‌গা হয়ে গেল। আর চোখের সামনে ঘনিয়ে এল রাত্রির অন্ধকার।

প্যাট্রোক্লাস বুঝতে পারলেন মৃত্যু তাঁর আসন্ন। তিনি বোধহয় তখন-কার মত পালাতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হল না। পিছন থেকে এফোরবাস নামে একজন অশ্বারোহী সৈনিক প্যাট্রোক্লাসের উন্মুক্ত পিঠে একটি বর্শা গেঁথে দিল। কিন্তু প্যাট্রোক্লাস ছিলেন মস্তবড় বীর। ঐ আঘাত তাঁকে আহত করলেও শেষ করে দিতে পারল না। ঐ অবস্থাতেই তিনি মার্মিডনদের মধ্যে পালিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন হেক্টর। এসে দাঁড়ালেন আহত প্যাট্রোক্লাসের সামনে। বর্শা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন তাঁর তলপেটে। আর দাঁড়াতে পারলেন না প্যাট্রোক্লাস। পড়ে গেলেন মাটিতে।

মৃত্যু পথ যাত্রী প্যাট্রোক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে হেক্টর যখন জয়ের আনন্দে তাঁকে ব্যঙ্গ করছিলেন, তখন প্যাট্রোক্লাসের আর কথা বলার শক্তিও ছিল না। তবু কোন হেক্টরের উদ্দেশে শেষে কটি কথা বলে গেলেন, 'হেক্টর, তুমি ভাবলে তুমি আজ জিতে গেলে। দেবতারা যদি তোমায় সাহায্য না করতেন তাহলে তোমার মত কুড়িটা হেক্টরও আমার সঙ্গে পেরে উঠত না। তবে আমার শেষ কথা শুনে রাখ, তোমার এ গর্ব বেশী দিনের নয়। তুমি দেখতে পাচ্ছ না তোমার মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যাকিলিসের হাতেই হবে শেষ পরিণতি। এবং তা হবে খুব অল্প দিনের মধ্যেই।'

আর কিছু বলতে পারলেন না প্যাট্রোক্লাস। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। দৈববিপাকে অসহায়ের মত এক মহান বীরের আত্মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন হেডেসে।

অ্যাকিলিসের শোক

ওদিকে যুদ্ধ যখন সমানে চলছে, অ্যাকিলিস তখন খুব বিমর্ষভাবে তাঁর ঘরের সামনে পায়চারী করছিলেন। কারণ তিনি যুদ্ধের কোন খবরই পাচ্ছিলেন না। তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং সহচর প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে গেছেন। প্যাট্রোক্লাসের কি হল এ খবরটুকু না পেলে কেমন করেই বা তিনি শান্ত হয়ে থাকতে পারেন। ঠিক সেই সময় রাজা নেস্টরের পুত্র অ্যান্টিলোকাস ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন অ্যাকিলিসের সামনে। তাঁকে ঐ ভাবে হন্তদন্ত অবস্থায় দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন অ্যাকিলিস, জানতে চাইলেন প্যাট্রোক্লাসের খবর। প্যাট্রোক্লাসের সংবাদ বলতে গিয়ে অ্যান্টিলোকাস হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। তারপর কান্নার বেগ সামান্য কমলে অ্যান্টিলোকাস আনুপর্বিক সব খুলে বললেন। বললেন কি ভাবে দেবতাদের ইচ্ছায় অসহায়ের মত প্যাট্রোক্লাসকে হেক্টরের কাছে অপমানিত হয়ে মরতে হয়েছে।

কালো মেঘের মত অন্ধকার নেমে এল অ্যাকিলিসের মুখের ওপর। দুহাতে মাথা চাপড়াতে শুরু করলেন। অযথা নিজের সুন্দর মুখের ওপর ঠাস ঠাস করে চড় বসালেন। পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কাটা গাছের মত মাটিতে আছড়ে পড়লেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন এক পাথরের দেবমূর্তি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে আছে। অ্যাকিলিসকে ঐ ভাবে রোদন করতে দেখে আশপাশে আর যে সব স্ত্রী এবং পুরুষেরা ছিলেন তারাও বুকে চাপড় দিয়ে কান্না শুরু করলেন। অ্যান্টিলোকাসও কাঁদছিলেন। কিন্তু তিনি বেশ সন্তর্পণে অ্যাকিলিসের হাত চেপে ধরে রেখেছিলেন। কারণ তাঁর প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল অ্যাকিলিস হয়ত এই শোক সহ্য করতে না পেরে তাঁরই বুকে ছোরা বসিয়ে দেবেন।

হঠাৎ অ্যাকিলিস মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন । সমুদ্রের দিকে মুখ করে সহসা বিরাট একটি হুঙ্কার দিলেন। সে হুঙ্কার সমুদ্র ভেদ করে একেবারে অতলে গিয়ে তাঁর মা থেটিসের কানে গিয়ে পৌঁছল। থেটিস তখন সমুদ্রের নিচে অন্যান্য জলদেবীদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। পুত্রের আর্ত চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছবামাত্রই তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই তাঁর সন্তান অ্যাকিলিস কোন গভীর শোকে কাঁদছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য জলদেবী আর জলপরীদের ডাকলেন। তারপর তাদের সবার উদ্দেশে বললেন, 'সখীরা, তোমরা কী শুনছে পাচ্ছ না আমার দুঃখী ছেলের কান্না ? আমার অ্যাকিলিস, সব বীরের সেরা বীর অ্যাকিলিস কাঁদছে। আমি যে তাকে বড় যত্নে মানুষ করেছিলাম। একটা ছোট্ট চারা গাছকে মানুষ যেমন যত্ন করে বড় করে অ্যাকিলিসকেও আমি সেই ভাবে বড় করেছি। আমিই তাকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলাম। কারণ অ্যাকিলিস চেয়েছিল একটি ছোট্ট অথচ গৌরবময় জীবন। কিন্তু তার সেই ছোট্ট জীবনটা যে বড় দুঃখে ভরা। চিরদিনই সে দুঃখের অন্ধকারে থেকে অগৌরবময় জীবন কাটিয়ে চলেছে। আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। দেখতে হবে আমার সন্তান কেন কাঁদছে ? আর কিই বা তার দুঃখ ?'

এই কথা বলে থেটিস তাঁর জলগুহা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তবে তিনি একা নন। অন্য সব জলপরী আর জলদেবীরাও থেটিসের সঙ্গে উঠে এলেন সমুদ্রতীরে, যেখানে মার্মিডনরা অবস্থান করছিল। অবশেষে থেটিস এসে দাঁড়ালেন তাঁর পুত্রের সামনে। অ্যাকিলিস তখন শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন।

জননী থেটিস পুত্রের কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বৎস অ্যাকিলিস, তোমার কি হয়েছে আমায় খুলে বল। কেনই বা তুমি এই ভাবে কাঁদছ ? মহামতি জিউসতো তোমার সব মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। তুমি চেয়েছিলে গ্রীকরা পরাজিত হতে হতে যেন তাদের জাহাজেই বন্দী হয়ে থাকে, তাইতো হয়েছে। তবে কেন তোমার এই রোদন ?'

মায়ের কথা শুনে অ্যাকিলিস বললেন, 'হ্যাঁ মা, তুমি যা বলছ তা সবই ঠিক। আমার প্রার্থনা দেবরাজ জিউস রেখেছেন। তিনি আমার সব ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন। কিন্তু তাতে কি হল ? যে সহকর্মীকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসতাম, সেই প্যাট্রোক্লাস আজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। মা, হৃদয় আমার ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাচ্ছে। আমার বুকের কষ্ট কিছুতেই যাবে না যতক্ষণ না আমি চিরশত্রু হেক্টরের বুকে আমার বর্শা আমূল বিদ্ধ করতে পারছি।'

পুত্রের কথা শুনে থেটিস অশ্রুপূর্ণ চোখে বললেন, 'তাহলে যে তোমারও মৃত্যুর সময় এসে যাবে। কারণ হেক্টরের মৃত্যুর পরই তোমার জীবন শেষ হবার পালা।'

'তাহলে আমি তাইই চাই। আমার মৃত্যু হোক তাড়াতড়ি। এখনি আমি চললাম হেক্টরকে খুঁজে বার করতে। এখনি আমি আমার বর্শা দিয়ে তার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে চাই। আমি জানি মা, তুমি আমায় ভালোবাস। কিন্তু স্নেহের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু কোরো না যাতে আমার মনের একান্ত ইচ্ছার পরিবর্তন হয়।'

'কিন্তু বৎস,' থেটিস বললেন, 'তোমার বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র সব তো আজ ট্রোজানদের হাতে। হেক্টর নিজে সেগুলো পরে গর্বভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা হেক্টরকে বধ করব, তাহলে এখনি তুমি যুদ্ধে যেও না। আজ রাত কাটতে দাও। আগামীকালের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে নতুন বর্ম আর অস্ত্রে সাজিয়ে দোব। আমি চললাম বিশ্বকর্মা হেফাস্টাসের কাছে। তাঁকে দিয়ে তোমার জন্যে তৈরী করাব একটি অজেয় বর্ম। লক্ষ্মী সোনা, আজ রাতের মত তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর।'

এই কথা বলে থেটিস আর দাঁড়ালেন না। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ছুটে গেলেন অলিম্পাস পর্বতে যেখানে বিশ্বকর্মা হেফাস্টাস বাস করতেন।

হেফাস্টাস তখন তার নিজস্ব কামারশালায় বসে একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সামনে থেটিসকে দেখে হেফাস্টাস হাতের কাজ থামিয়ে বললেন, 'কি সৌভাগ্য আমার। স্বয়ং দেবী থেটিস দীনের

এই কুটিরে পদার্পণ করে আমাকে ধন্য করলেন। বলুন দেবী, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি ? আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি মহানন্দে আপনার কাজ করে দোব।'

থেটিস তখনও কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি পুত্র অ্যাকিলিসের সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'হেফাস্টাস, আমি তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার প্রিয় পুত্রের জন্যে এক রাতের মধ্যে পৃথিবীর সেরা একটি ঢাল আর বর্ম তৈরী করে দাও যা দিয়ে সে হেক্টরের বিরুদ্ধে সেরা যুদ্ধ করতে পারে।'

শুনে হেফাস্টার বললেন, 'কোনো ভয় নেই দেবী। আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম। এর জন্যে আপনার এত বিনীত হবারও কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনার পুত্রের জন্যে এমন বর্ম তৈরী করে দোব যা দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ বিস্মৃত হয়ে যাবে। আমার যে সে ক্ষমতা নেই, তাহলে হয়ত এমন ঢাল তৈরী করে দিতাম যা মৃত্যুর পক্ষেও ভেদ করা সম্ভব হত না। আমার দুঃখ, মৃত্যু মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল।'

জলদেবী থেটিসকে সান্তনা দিয়ে হেফাস্টাস ফিরে গেলেন তাঁর স্বর্গীয় কামারশালায়। জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন সোনা রূপো তামা আর টিন। তারপর সেই সব ধাতুকে একসঙ্গে মিশিয়ে পিটতে শুরু করলেন একটি বিরাট হাতুড়ী দিয়ে।

প্রথমেই তৈরী হল একটি বিরাট শক্ত ঢাল। তারপর তার ওপর তিনি বিভিন্ন উজ্জ্বল ধাতু দিয়ে খোদাই করলেন স্বর্গ মর্ত আর পাতালের দৃশ্য। সেই সব চোখ জুড়নো দৃশ্যের মধ্যে ছিল কত শান্তিপূর্ণ নগরের ছবি, সুখে শান্তিতে বাস করা মানুষের নৃত্য গীতের ছবি। আবার তার পাশেই ছিল যুদ্ধে বিধ্বস্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ। সেই বিশাল ঢালের কোথাও তিনি খোদাই করলেন চাষ করা মাঠের মধ্যে সোনার ফসল ফলে রয়েছে। চাষীরা আনন্দে চাষ করছে। দূরে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাভীরা। কোথাও দেখা গেল একটি রাখাল বালক গাছতলায় বসে মনের আনন্দে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। যুবক আর যুবতীরা সেই সুরে নাচছে, গাইছে। সেই বিরাট ঢালটির একেবারে প্রান্তভাগে বয়ে যাচ্ছিল ওসিয়ানাস নদী।

ঢালটি শেষ হয়ে যাবার পর হেফাস্টাস তৈরী করলেন একটি বর্ম। বর্মটি যেন আগুনের থেকেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। এছাড়াও তৈরী করলেন সোনার পালক লাগানো সুদৃশ্য একটি শিরস্ত্রান।

সব কাজ শেষ হলে হেফাস্টাস বেরিয়ে এলেন তাঁর কামারশালা থেকে। তখনও রাত্রি প্রভাত হয়নি। একে একে সেগুলি সব তুলে দিলেন অ্যাকিলিসের মা থেটিসের হাতে। থেটিস আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলেন না। হেফাস্টাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঁচু আকাশের থেকে নিচের দিকে নেমে আসা বাজপাখির থেকেও দ্রুতগতিতে থেটিস নেমে এলেন অলিম্পাস থেকে। তারপর সোজা গিয়ে উপস্থিত হলেন গ্রীকশিবিরে যেখানে তাঁর পুত্র অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

উষাদেবী তখন সবেমাত্র আকাশের গায়ে সামান্য গোলাপি রঙের ছোপ ফেলেছেন। দেবতা প্রদত্ত বর্ম, ঢাল আর শিরস্ত্রান নিয়ে থেটিস যখন অ্যাকিলিসের সামনে দাঁড়ালেন, দেখলেন পুত্র অ্যাকিলিস তখনও কাঁদছেন। প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ দুহাতে জড়িয়ে রেখেছেন। হঠাৎ মাকে আসতে দেখে আর তাঁর হাতে হেফাস্টারের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দেখে অ্যাকিলিস শোক ভুলে উঠে দাঁড়ালেন। বর্ম আর ঢালের ঔজ্জ্বল্য দেখে অ্যাকিলিসের চোখে বিদ্যুতের শিখা নেমে গেল। মনের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে যেন নাড়া দিয়ে দিল। কেড়ে নিল শোকের সব অবসাদ। তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। মাকে বললেন, 'মা, তুমি ফিরে এসেছ। সঙ্গে এনেছ দেবপ্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র। ওগুলি আমায় দাও। আমি এখনই যুদ্ধে যাব।

থেটিস বললেন, 'নিশ্চয় যাবে রাজা। কিন্তু তার আগে তোমার প্রথম কাজ হবে রাজা অ্যাগামেননের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া রেখে বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। অ্যাগামেননের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার পর তুমি রণসাজে সাজ। তারপর শত্রু নিধনে রত হও।

বাধ্য সন্তানের মত অ্যাকিলিস মায়ের কথা মেনে নিয়ে চললেন অ্যাগামেননের উদ্দেশে। সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়ে তিনি প্রচণ্ড চিৎকারে

সমবেত গ্রীক সৈন্যদের ডাক দিলেন। সে ডাক এত জোরে হল যে যেখানে যত গ্রীক সৈন্য ছিল, অসুস্থ অবস্থায় যারা ধুকঁছিল, তারাও সকলে ছুটে এল। আর বহুদিন পর অ্যাকিলিসকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই যেন নতুন করে বুকের মধ্যে সাহস ফিরে পেল।

অ্যাকিলিসের ডাক কানে গিয়েছিল অসুস্থ এবং আহত ডাইওমেডেস এবং ওডিসিয়াসের কানে। তাঁরাও ঐ অবস্থায় ছুটে এলেন। সব শেষে এলেন আহত রাজা অ্যাগামেনন।

সমবেত সৈনিকসভার উদ্দেশে অ্যাকিলিস বললেন, 'রাজা অ্যাগামেননের সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কারণে কলহ হয়েছিল। আর সেই কলহের পরিণাম সহস্র সহস্র গ্রীক বীরের মৃত্যু। রাজার বিরুদ্ধে আর আমার ক্রোধ নেই। সে সব ধুয়ে মুছে গেছে। রাজা অ্যাগামেনন আপনার গ্রীক সৈনিকদের অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হতে বলুন। আমি যুদ্ধে যাব।'

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শিবিরে আনন্দে বন্যা বয়ে গেল। সৈনিকদের উল্লাসে তখন কান পাতা দায়। কোনরকমে তাদের সমবেত চিৎকারকে থামিয়ে রাজা অ্যাগামেনন তাঁর পূর্ব অপরাধের জন্য অনুশোচনা করলেন। তারপর তিনি অ্যাকিলিসকে দেবার জন্যে যে সব উপহারের কথা ঘোষণা করেছিলেন সেগুলি আনানোর কথা বললেন। কিন্তু অ্যাকিলিস সে সব কথায় কোন কর্ণপাতই করলেন না। তিনি বললেন, রাজা অ্যাগামেনন, তোমার ঘোষিত উপহার তুমি আমায় দাও বা না দাও তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি সে সব পাবার জন্যে আবার যুদ্ধে ফিরে আসিনি। আমার এখন প্রথম কথা শত্রুর বিনাশ। এসো, আবার আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি। অ্যাকিলিস আবার প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, একথা মনে রেখে আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

অ্যাকিলিসের আহবানে হয়ত তখনি সবাই বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু বাঁধা দিলেন ওডিসিয়াস। তিনি বললেন, 'হে মহান যোদ্ধা অ্যাকিলিস, আজ আমরা ধন্য। কিন্তু আমাদের আর কিছু সময় দিন। আমাদের

সৈনিকরা বড় ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। তারা আগে কিছু খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করুক। এক পেট খিদে নিয়ে যত বড় বীরই হোক, তার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু পেট যদি ভরা থাকে, দেহে আসবে বল, আর তখন তাদের পক্ষে সারা দিন যুদ্ধ করা কিছু কষ্টের হবে না। আর তাদের মনের জোর? সে তো আপনার উপস্থিতিই যথেষ্ট।'

অ্যাকিলিস বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন ওডিসিয়াসের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি।

সবাই যখন সামান্য সময়ের জন্যে বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত, ওডিসিয়াস তখন কিছু রক্ষীকে পাঠালেন রাজা অ্যাগামেননের শিবিরে। অ্যাগামেননের প্রতিজ্ঞা মত ধনদৌলত ও অ্যাকিলিসের ক্রীতদাসী ব্রিসেইসকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষীরা সভায় এসে উপস্থিত হল। প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ব্রিসেইস নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। দুহাতে বুক চাপড়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করল। কারণ ট্রয় থেকে যখন ব্রিসেইসকে এখানে বন্দী করে আনা হয়েছিল তখন একমাত্র প্যাট্রোক্লাসই তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সেই বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার কথা ব্রিসেইস ভুলতে পারেনি।

এদিকে অ্যাগামেনন দেবাদিদেব জিউসের উদ্দেশে একটি নধর শূকর বলি দিলেন। দেবতার কাছে নৈবেদ্য প্রদান করার পর তিনি সব সৈন্যকে আদেশ দিলেন তাদের আহার শেষ করার জন্যে। একমাত্র অ্যাকিলিসই কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন না। প্যাট্রোক্লাসকে তিনি এতই ভালবাসতেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতক্ষণ না বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারছেন ততক্ষণ তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করবেন না। যুদ্ধে যাবার জন্যে মন তাঁর ছটফট করছিল। বিশ্বকর্মা হেফাস্টাসের দেওয়া বর্মটি পরে নিলেন। হাতে রাখলেন ঢাল। বর্মটি এতই উজ্জ্বল যে সেটি পরার পর মনে হল চাঁদ আর নক্ষত্রে আকাশ ঝলমল করে উঠল। তাঁর ঢাল থেকে যে আলো বের হচ্ছিল তা দেখে মনে হল সামনে যেন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাথায় দিলেন সুদৃশ্য সেই শিরস্ত্রানটি। তারপর তুলে নিলেন তাঁর বাবার দেওয়া বিশাল বর্শাটি। এই বর্শা ছিল এত ভারী যা

অ্যাকিলিস ছাড়া আর কারো পক্ষে সেটি তোলা সম্ভব ছিল না। তার-পর তিনি ধীরে ধীরে এক মহান বীরের মত নিজের রথে গিয়ে উঠলেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল স্বয়ং সূর্যদেব বুঝি রথে চেপে যুদ্ধ করতে চলেছেন।

যুদ্ধে দেবতারাও জড়িয়ে পড়লেন

ট্রোজানরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে স্বয়ং অ্যাকিলিস যুদ্ধে আসছেন। শুধু এটুকু জানামাত্রই তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। হাত পা কাঁপতে শুরু করল। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে দেখলে কেই বা ভয় না পায়।

আর একটি মহাসমরের যখন সব কিছু প্রস্তুত স্বর্গাধিপতি জিউস তখন সমস্ত দেবতাদের ডাকলেন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভায়। স্বর্গের দেবতারা ছাড়াও সে সভায় যোগ দিলেন নদী প্রান্তর এবং প্রস্রবণের দেবতারা। একমাত্র সমুদ্র দেবতা ওসিনিয়াস ছাড়া আর সবাই এলেন দেবসভায়।

সবাই যখন যে যার নিজ নিজ আসনে বসেছেন, ভূমিকম্পের দেবতা পসেডন সভার মাঝে উঠে দাঁড়ালেন। দেবরাজের উদ্দেশে বললেন, 'হে বজ্রাধিপতি জিউস, আজ আপনি হঠাৎ সবাইকে ডাকলেন কেন ? আসন্ন গ্রীক এবং ট্রোজানদের মধ্যে নতুন করে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হচ্ছে তার জন্যে কি আপনি চিন্তিত ? আর সেই জন্যেই কি এই আলোচনা সভা ?'

জিউস বললেন, 'হ্যাঁ, পসেডন, তোমার অনুমান ঠিক। আমি ঐ ব্যাপারেই কিছু বলব বলে ডেকেছি। এখন থেকে আমি অলিম্পাস পর্বতে বসে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে যাব। তবে তোমরাও কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। তোমরা তোমাদের খুশী মত উভয় পক্ষের যে

কোন একদিকে যোগ দিতে পার। তাছাড়া নিজের অতি প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে অ্যাকিলিস আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে এখন একাই ট্রয় ধ্বংস করে দিতে পারবে।'

জিউসের আদেশ পাবামাত্র দেবতারা আর অযথা সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। তাঁরা যুদ্ধে যোগদান করার জন্যে নেমে এলেন। গ্রীকদের পক্ষে দাঁড়ালেন হেরা, এথেনা, পসেডন ভাগ্যদেবতা হারমেস আর হেফার্স্টাস। ওদিকে ট্রোজানদের পক্ষে যোগদান করলেন, যুদ্ধ দেবতা আরেজ, অ্যাপোলো, শিকারের দেবী আর্টেমিসের মা লিটো, নদীর দেবতা জ্যানথুস এবং সুন্দরী সদা হাস্যময়ী দেবী আফ্রোদিতে।

একদিকে দাঁড়িয়ে এথেনা যখন চিৎকার করে গ্রীকদের উৎসাহ দিলেন, অন্যদিকে আরেজও বজ্রগর্জনে ট্রয়বাসীদের জাগিয়ে তুললেন। আর সব দেবতারাও যে যার নিজের পক্ষকে সমান তালে উৎসাহিত
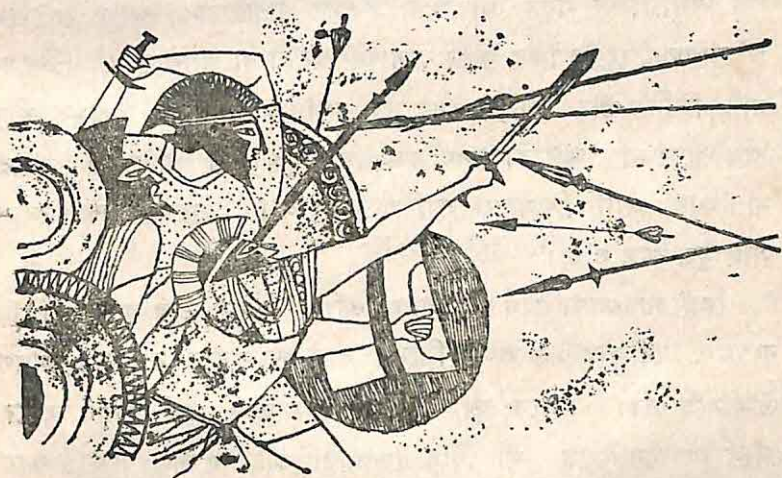
করতে লাগলেন। দেবপিতা জিউস অলিম্পাস থেকে ঘনঘন বজ্র নিক্ষেপ করা শুরু করলেন। আর পসেডন নিচে থেকে সমস্ত পৃথিবীর মাটি আর পাহাড়কে কাঁপাতে শুরু করলেন। সেই কম্পনে ইডা পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। উন্মত্তের মত দুলে উঠল গ্রীক আর ট্রয় রণতরীগুলি।

এমন প্রচণ্ড ভূকম্পন শুরু হল যে পাতালপুরীর রাজা হেডস্ নিজেও কেঁপে উঠলেন। তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে ভয়ে লাফিয়ে পড়লেন।

ভাবলেন ভূমিকম্পের দেবতা পসেডন বুঝিবা তাঁর পাতালপুরীর ছাদ ফাটিয়ে চৌচির করে দেবেন।

দেখতে দেখতে যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করল। হেরার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ধনুর্বান হাতে শিকারের দেবী এথেনা। লিটো দাঁড়ালেন হার্মেসের বিরুদ্ধে। অ্যাপোলো যুদ্ধ ঘোষণা করলেন পসেডনের বিরুদ্ধে। আর দেবশিল্পী খোঁড়া দেবতা হেফাস্টাসকে লড়তে হল নদীর দেবতা জ্যানথুসের সঙ্গে। এইভাবে সব দেবতাই একে একে সেই যুদ্ধে নিজেদের জড়িয়ে ফেললেন।

কিন্তু অ্যাকিলিসের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রিয়ামপুত্র হেক্টরের দিকে। চারদিকে তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রীক সৈন্যদের তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন তারা যেন থেমে না থাকে। তারা যেন বিপুল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রোজান সৈন্যদের ওপর।

অ্যাকিলিস যখন গ্রীকদের উপদেশ দিচ্ছিলেন আর হেক্টরকে খুঁজছিলেন, হেক্টর কিন্তু তখন বসে ছিলেন না বা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন না। তিনিও তাঁর ট্রোজান সৈন্যদের বলছিলেন, 'বন্ধুগণ, তোমরা ভীত হয়ে পড়ো না। অ্যাকিলিসের কথা ভেবে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ কোরো না। কারণ অ্যাকিলিসের মোকাবিলা করব আমি। তোমরা অন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাও।'

হেক্টরের একথা শুনে অ্যাপোলো এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। তিনি বললেন, 'বোকার মত অ্যাকিলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেও না। কারণ তাঁর সঙ্গে একা যুদ্ধ করে তুমি পারবে না। তাঁর সঙ্গে সম্মুখ সমরে গেলে হয় সে তার বর্শা দিয়ে তোমার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবে, নয়ত তার তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথাটাই উড়িয়ে দেবে।'

যতই হোক অ্যাপোলো দেবতা। তাঁর সাবধান বাণী শুনে হেক্টর আর এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। কারণ তিনি জানতেন দেবতার উপদেশ শোনা মঙ্গলের। আর এগিয়ে না গিয়ে তিনি ট্রয়সৈন্যের পিছনে সরে গেলেন।

কিন্তু খুব বেশীক্ষণ তিনি পিছিয়ে থাকতে পারলেন না। প্রিয়ামের সর্ব

কনিষ্ঠ পুত্র পলিডোরস ছিল খুবই সুদর্শন এবং অল্প বয়সী যুবক। হেক্টর তাঁর এই ছোট ভাইটিকে খুবই ভালোবাসতেন। পলিডোরসের বয়েস বেশ অল্প হলেও, সে খুব ভালো দৌড়তে পারত। তার সমকক্ষ দৌড়বীর আর কেউ ছিল না। সেই পলিডোরস যখন অ্যাকিলিসের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, অ্যাকিলিসের মৃত্যুবান তাকে আঘাত করল। তীক্ষ্ণধার বর্শা দিয়ে অ্যাকিলিস তার নাভির নিচের অংশটি ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। আর সেই এক আঘাতেই তার সব নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল।

রাজা প্রিয়াম পলিডোরসকে যুদ্ধে আসতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সদ্য যুবক পলিডোরস সে নিষেধ না শুনে যুদ্ধের উন্মাদনায় রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছিল। সে আর ফিরতে পারল না। অ্যাকিলিসের মরণ আঘাতে সে সেইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

প্রিয় ভাইয়ের এই মরণ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না হেক্টর। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ার আগেই জলন্ত আগুনের মত তিনি তাঁর বর্শাটি ছুঁড়ে মারলেন অ্যাকিলিসের উদ্দেশে। অ্যাকিলিস সে আঘাত এড়িয়ে গিয়েই দেখতে পেলেন হেক্টরকে। আর নিজের মনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এই সেই লোক, যে আমার অতি প্রিয় বন্ধুকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। অতঃপর তিনি হেক্টরের উদ্দেশে চীৎকার করে বললেন, 'এই যুদ্ধে আমরা তুজন কেউই বেশীক্ষণ জীবিত থাকব না। আমাদের তুজনের যে কেউ একজন এখনই মরবে। 'হেক্টর, তুমি প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হও তোমার জীবনের শেষ মুহূর্তের জন্যে।'

হেক্টর কিন্তু ভয় পেলেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বেশ শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমাকে কি তুধের শিশু ভেবে নিয়েছ অ্যাকিলিস, যে তোমার কথায় আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাব? তুমি আমার থেকে সামান্য শক্তিমান হতে পার কিন্তু তোমার আমার যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ভর করছে দেবতাদের হাতে। তুমি কি জোর করে বলতে পার যে আমার তীক্ষ্ণধার বর্শার ফলক তোমার প্রাণটি কেড়ে নিতে পারবে না?'

কথা শেষ করেই হেক্টর তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু এথেনার দৃষ্টি ছিল সর্বদাই অ্যাকিলিসের ওপর। তিনি একটি নিশ্বাস ফেলে বর্শার

গতিবেগ কমিয়ে দিলেন। সেটি আবার ফিরে গিয়ে পড়ল হেক্টরেরই পায়ের তলায়।

অ্যাকিলিস তখন হেক্টরকে বধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু অ্যাপোলো এসে একরাশ ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করলেন হেক্টরের চারপাশে। সেই সুযোগে হেক্টর লুকিয়ে পড়লেন। তিনবার অ্যাকিলিস হেক্টরকে আঘাত করলেন। আর তিনবারই তিনি ব্যর্থ হলেন অ্যাপোলোর ধুলোর অন্ধকারের কাছে। তিন তিনবারই তাঁর তীক্ষ্ণ বর্শা কেবল মাত্র হাওয়ার বুকে লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

অ্যাকিলিসের অব্যর্থ বর্শাগুলো যখন বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল তখন চতুর্থ বারের শেষে তিনি প্রচণ্ড রেগে উঠে হেক্টরের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন, 'আরো একবার তুমি আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে, কুকুর কোথাকার। দেবতার সাহায্য ছাড়া এরকম হয় না। ঠিক আছে, এর পর নিশ্চই আমি কোন দেবতার সাহায্য পাব। তখন কিন্তু তোমাকে আর রেহাই পেতে হবে না। এখন আমি তোমার অন্য কিছু বীরকে শেষ করি।'

এই কথা বলেই অ্যাকিলিস ট্রয় সৈন্যদের তাড়া দেওয়া শুরু করলেন। বনের মধ্যে আগুন লাগলে খ্যাপা বাতাস যেমন হুহু করে আগুনকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক সেই রকম করেই অ্যাকিলিস ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তের তুফান বহিয়ে দিলেন। তাঁর মনে তখন কারোর জন্যেই এক ফোঁটা দয়ামায়া অবশিষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে সংক্রামক রোগের মত যুদ্ধের ছোঁয়াচ গিয়ে লাগল দেবতাদের গায়ে। তাঁরাও মেতে উঠলেন হিংসাত্মক যুদ্ধে। তাঁদের চিৎকার চেঁচামেচি এত তীব্র হয়ে উঠল যে স্বর্গেও তা শোনা যেতে লাগল। ইডাপর্বতের চূড়ায় বসে দেবরাজ জিউস সব লক্ষ্য করছিলেন। দেবতাদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

আরেজ হঠাৎ একটি বর্শা নিক্ষেপ করলেন এথেনাকে লক্ষ্য করে। এথেনা পাশ কাটিয়ে সে আঘাত সামলালেন। তিনিও ছাড়বার পাত্রী নন। একটি বিরাট পাথর ছুঁড়ে মারলেন আরেজকে লক্ষ্য করে। সে পাথর গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল আরেজের ঘাড়ে। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে

মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়ে গেলেন। আরেজের বিরাট চুলের রাশি ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেল। দেবী আফ্রোদিতে আরেজের দুর্দশা দেখে তখনি তাঁকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন। কিন্তু এথেনা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আফ্রোদিতের বুকের ওপর এমন জোরে একটি ঘুষি হাকাঁলেন যে আফ্রোদিতের পক্ষে তা সামলানো সম্ভব হল না। তিনিও মাটিতে পড়ে গেলেন।

আরেজ আর আফ্রোদিতের দুরবস্থা দেখে হেরা হেসে উঠলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনায় তিনি বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পসেডন যখন অন্য দেবতাদের দেখাদেখি অ্যাপোলোকে যুদ্ধের জন্যে আহবান জানালেন অ্যাপোলো তা এড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আপনি আমার বাবার ভাই। সামান্য মানুষের স্বার্থে আপনার বিরুদ্ধে যদি আমি লড়াই করি সেটা আমার পক্ষে খুবই অসম্মানের ব্যাপার হবে। আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাচ্ছি। ওরা যা পারে করুক।'

অ্যাপোলো যখন সত্যিই চলে যাচ্ছিলেন শীকারের দেবী আর্টেমিস তাঁকে উপহাস করলেন। পসেডনের সঙ্গে যুদ্ধ না করার জন্যে তাঁকে নির্বোধ বলে ভৎর্সনাও করলেন। হেরার রাগ হল এই দেখে। তিনি আর্টেমিসের স্পর্ধায় নিজের ধৈর্য রাখতে পারলেন না। আর্টেমিসের ধনুকবান কেড়ে নিয়ে তাঁর হাত মুচড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। বেচারী আর্টেমিস হেরার সঙ্গে পারবেন কেন? তিনি তার সাধের ধনুকবান ফেলে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেলেন F অলিম্পাসে। পরে অবশ্য আর্টেমিসের মা লিটো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মেয়ের ধনুকবান উদ্ধার করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

এ যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ে দেবতাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। সারাদিন যুদ্ধ খেলা করে দেবতারা এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে অলিম্পাসে ফিরে গেলেন। একমাত্র অ্যাপোলো রয়ে গেলেন। কিচ্ছুক্ষণ পর তিনি ফিরে গেলেন ট্রয় নগরীতে। কারণ তিনি মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অ্যাকিলিস তখনও যেভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, তাতে করে দেব অনুগ্রহ ছাড়া ট্রয়কে বাঁচানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হল।

ওদিকে বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম ট্রয়-দুর্গের মাথায় বসে দেখলেন, মহানবীর অ্যাকিলিস একাই ট্রয় সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। ট্রোজান সৈন্যরা হারতে হারতে ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর দ্বারের কাছে এসে আদেশ দিলেন সমস্ত দরজা খুলে দিতে, যাতে করে তাড়া খাওয়া সৈন্যরা নির্বিঘ্নে নগরের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। আর বললেন, যে মুহূর্তে ট্রয় সৈন্যরা ঢুকে পড়বে সেই মুহূর্তেই যেন নগরদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। নইলে ঐ খুনে লোকটা নগরের মধ্যে ঢুকে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।

রাজার আদেশ পাবা মাত্রই নগরদ্বার খুলে দেওয়া হল। খোলা দরজা দেখেই প্রাণভয়ে ভীত ট্রয় সৈন্যরা বন্যার জলের মত হুড়মুড় করে নগরের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল। এই সময় অ্যাপোলো যদি কাছাকাছি না থাকতেন তাহলে হয়ত গ্রীক সৈন্যদের নিয়ে অ্যাকিলিসও ট্রয়নগরীর মধ্যে ঢুকে পড়তেন। আর সব কিছু তছনছ করে দিতেন। কিন্তু তা হল না। অ্যাপোলো সঙ্গে সঙ্গে হেক্টরের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। অ্যাকিলিসকে নগর দ্বার থেকে কৌশলে সরিয়ে নেবার জন্যে তিনি ঐ ভাবেই অ্যাকিলিসের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সেই কৌশল কাজে লাগল। নগর দ্বার থেকে তিনি অ্যাকিলিসকে নিয়ে হাজির হলেন যুদ্ধ প্রান্তরে। তারপর সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে গেলেন স্কামান্দার নদীর তীরে। ওদিকে যখন ছলনার খেলা চলছে, ট্রয় সৈন্যরা ততক্ষণে নগরের মধ্যে নিরাপদে ঢুকে পড়েছে। ভীত হরিণ যেমন প্রাণের ভয়ে যে কোন একটা আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে ট্রয় সেনারাও ঠিক সেই ভাবে আর পিছু না তাকিয়ে যে যার আশ্রয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তাদের মধ্যে কে মরল, কেই বা প্রাচীরের বাইরে তখনও পড়ে রইল এ সব ভাবার তাদের আর কোন অবসরই ছিল না।

কিন্তু নিয়তির বিধান কেইবা উপেক্ষা করতে পারে? ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলায় হেক্টর কিন্তু নগরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেন না। বাইরে স্কীয়াম তোরন দ্বারে প্রহরীর মত দাঁড়িয়েই রইলেন।

হেক্টরের মৃত্যু

মহাবীর হেক্টর অন্যান্য সৈন্যদের মত পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইলেন না। কারণ তাঁর রক্তে কাপুরুষতার কোন স্থান ছিল না। তিনি চাইছিলেন অ্যাকিলিসের সঙ্গে সন্মুখ সমরে দাঁড়াতে। প্রিয়ামই প্রথম তোরন শীর্ষ থেকে অ্যাকিলিসকে দেখতে পেলেন। অ্যাকিলিস তখন হাতে বর্শা নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছিলেন। শীতকালে ফসল ওঠার সময়ে যে নক্ষত্রের আলো সব থেকে বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আকাশের সব তারাকে যে ম্লান করে দেয়, অ্যাকিলিসের বর্ম থেকে বিচ্যুত আলো ঠিক সেই রকম করেই সমস্ত রণক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করে তুলছিল। বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম প্রমাদ গুনলেন। তোরনশীর্ষ থেকে দুহাত মেলে দিয়ে আকুতি জানালেন প্রিয় পুত্র হেক্টরের উদ্দেশে। চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন। 'হে আমার মহান বীর পুত্র হেক্টর, আমি তোমার কাছে মাত্র একটি ভিক্ষাই চাইছি, তুমি এখুনি নগরের মধ্যে ফিরে এস। আমার প্রিয় ট্রয় নগরীকে তুমি বাঁচাও। কারণ তুমি না থাকলে ট্রয়কে বাঁচাবার মত আর কেউ নেই। মনে রেখো আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু এত বৃদ্ধ হইনি যে আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে শোক আমার বুক ভেঙ্গে দিতে পারবে। দেবতাদের আশীর্বাদে ঐ ভয়ঙ্কর লোকটা তোমার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। তুমি কিছুতেই ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। এখনও বলছি, তুমি ফিরে এসো। তুমি না থাকলে আমার সোনার ট্রয় ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার মেয়েরা আমারই চোখের সামনে শত্রুর হাতে বন্দিনী হবে, তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবে। আর সব শেষে শত্রু সৈন্যের কারো বর্শার আঘাতে আমার দেহ ভূ-লুণ্ঠিত হবে। শকুন অথবা কুকুরে আমার দেহ ছিঁড়ে খাবে।'

এই সব কথা বলতে বলতে প্রিয়াম তাঁর সাদা চুলগুলি ছিঁড়তে

লাগলেন। কিন্তু হেক্টর ছিলেন অটল। অনড়। হেক্টরের মাও বিলাপ করতে শুরু করলেন। বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

পিতামাতার কান্নায় হেক্টরের মন নরম হতে শুরু করেছিলেন। নিজের প্রাণের ভয়ে কিঞ্চিৎ বিচলিতও হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই। ভীতু সৈনিকের মত তিনি কিন্তু স্থানত্যাগ করলেন না। শক্ত হাতে নিজের ঢাল আর বর্শাটি ধরে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। অপেক্ষা করতে লাগলেন ভয়ঙ্কর অ্যাকিলিসের জন্যে। নিজেকে এই বলে শান্ত্বনা দিলেন যে আর কোনমতেই আমার পক্ষে করা অথবা ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তার থেকে অপেক্ষা করা অনেক ভাল। সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়া অনেক সম্মানের। দেখাই যাকনা কে জেতে? দেবতার বরমাল্য কোন্ বীরের গলায় শোভা পায়?

মনে মনে যখন হেক্টর এই সব চিন্তা করছিলেন, যুদ্ধ দেবতা আরেজের মত দীপ্ত ভঙ্গিতে চকচকে বর্শা তাগ করে অ্যাকিলিস দেব যোদ্ধার ভঙ্গীতেই এগিয়ে এলেন। সেই মুহূর্তে তার অস্ত্রশস্ত্রগুলি আগুনের মত জ্বলছিল। ভাঁটার মত জ্বল জ্বল করছিল তাঁর চোখ দুটি।

তেড়ে আসা বুনো শূয়োরকে দেখলে মানুষ যেমন ভয় পায়, অ্যাকিলিসের রুদ্রমূর্তি দেখে হেক্টরের বুকও সেই রকম কেঁপে উঠল। এতক্ষণের জমানো সব সাহস যেন নিমেষে উবে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার শেষ শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললেন। নগর দ্বার ছেড়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাতে চাইলেন।

কিন্তু অ্যাকিলিস তো ছাড়বার পাত্র নন। পায়রার পিছনে বাজপাখি যেমন ক্ষিপ্রগতিতে তাড়া করে অ্যাকিলিসও তেমনি হেক্টরকে ধরার জন্যে ছুটলেন। ট্রয়ের সীমানা দেয়ালের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে তাঁরা উভয়েই স্কামান্দার নদীর ধারে একটি ঝরনার নিচে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু পরক্ষণেই ছুট দিলেন হেক্টর।

একজন ছুটে পালাতে চাইছেন, আর একজন চাইছেন চরম শত্রুকে নিধন করতে। যিনি পালাচ্ছেন নিঃসন্দেহ তিনি একজন সৎ আর

শক্তিমান বীর। কিন্তু যিনি তাঁকে ধরতে চাইছেন তিনি যে আরো অনেক বেশী শক্তিশালী। দুজনের দৌড় প্রতিযোগিতা কোন সাধারণ দৌড় না। এ দৌড় ছিল কোন একজনের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন।

সমগ্র ট্রয়ের সীমানা পাঁচিলকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন দুজনেই। স্বর্গে বসে দেবতারা তাঁদের এই মরণবাঁচন দৌড় দেখছিলেন। এ দৃশ্য দেখে
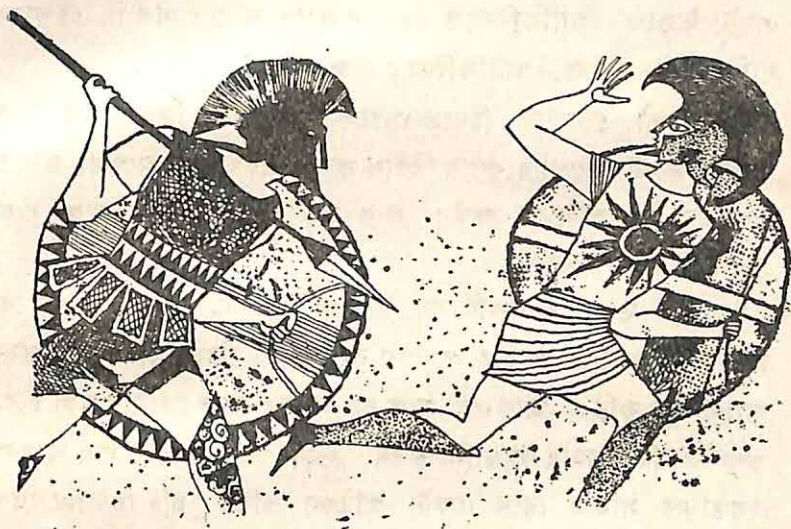
হেক্টরের জন্যে জিউসের মন নরম হয়ে উঠল। তিনি চাইছিলেন হেক্টরকে বাঁচাতে। কিন্তু বাদ সাধলেন এথেনা। এথেনা বললেন, জিউস দেবতাদের রাজা হতে পারেন, কিন্তু যার কপালে মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তাকে বাঁচানো স্বয়ং জিউসেরও উচিত নয়। তিনি যদি তা করেন তাহলে জিউস নিজের নিয়ম নিজে ভাঙ্গার অপরাধে অপরাধী হবেন। বাধ্য হয়ে হেক্টরের আশা ছেড়েই দিলেন জিউস। এথেনাকে বললেন, 'যা হবার তাই হোক। আমার আর কিছু করার নেই।'

ওদিকে দৌড় তখনও চলছে। এ যেন স্বপ্নের দৌড়। চলছে তো চলছেই। না দিচ্ছে একজন ধরা, না পারছে আর একজন ধরতে। চতুর্থবারে যখন আবার তারা স্কামাণ্ডার ঝরনার ধারে এল, অ্যাপোলো, যিনি এতদিন হেক্টরকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি হেক্টরের পক্ষ ছেড়ে

দিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পারলেন, হেক্টরের আয়ু আর নেই। তাঁকে সাহায্য করারও আর কোন মানে হয় না। অ্যাপোলো রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। আর এথেনাও এই সুযোগ খুজঁছিলেন। হেক্টরের এক ভাই দীকোবাসের ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি হেক্টরকে প্রতারণা করলেন, বললেন, 'ভাই হেক্টর, আর কতক্ষণ ছুটবে? এবার একটু দাঁড়াও। অ্যাকিলিসকে তোমার কাছে আসতে দাও। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে অ্যাকিলিসের সঙ্গে লড়ব।'

ছদ্মবেশী এথেনাকে চিনতে পারলেন না হেক্টর। তিনি তাঁকে তাঁর ভাই ভেবেই এথেনার কথায় বিশ্বাস করে সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন অ্যাকিলিসের জন্য। আর অ্যাকিলিসও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে এসে পড়লেন।

হেক্টর তখন অ্যাকিলিসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি তোমাকে তিন তিনবার ট্রয়ের প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়েছি। কিন্তু আর নয়। এসো আমরা যুদ্ধ করি। আর এই যুদ্ধে হয় আমার হাতে তোমার মৃত্যু হবে, অথবা আমি তোমার অস্ত্রে নিহত হব। তবে তার আগে এসো আমরা দেবতাদের সামনে রেখে একটা প্রতিজ্ঞা করি। যদি দেবাদিদেবের অনুকম্পায় আমি জয়ী হই, আমি তোমার মৃতদেহে কোনরকম অসম্মান দেখাব না। বরং সসম্মানে আমি তোমার মৃতদেহ তোমার বন্ধুবান্ধবের হাতে ফিরিয়ে দোব। যাতে করে তারা তোমার শেষকাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তুমিও প্রতিজ্ঞা কর অ্যাকিলিস, আমি পরাজিত হলে তুমিও তাই করবে।'

কিন্তু অ্যাকিলিস ফুৎকরে সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমার আমার মধ্যে কোন রকম শর্ত থাকতে পারেনা। সিংহ কখনও মানুষের সঙ্গে শর্ত করে তাকে আক্রমণ করে না। দেখেছ কোন দিন নেকড়ে বাঘ ভেড়ার সঙ্গে শর্ত তৈরী করেছে? ওসব কথা ছাড়। নিজের শক্তি আর সাহস ফিরিয়ে আন। এস, বীরের মত যুদ্ধ কর। আমার বন্ধুর মৃত্যুতে আমি যত দুঃখ আর শোক পেয়েছি, তার প্রতিটি কড়ায়গণ্ডায় তোমাকে শোধ দিতে হবে।

এই কথা বলতে বলতেই অ্যাকিলিস তাঁর দীর্ঘ বর্শাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন হেক্টরের বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু হেক্টর বোধহয় প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত নিজেকে নিচু করে নিলেন। বর্শাটি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে গেঁথে গেল। কিন্তু এথেনা ছিলেন অ্যাকিলিসের প্রধান সহায়। তিনি হেক্টরের অলক্ষ্যে বর্শাটি তুলে নিয়ে ফেরত পাঠালেন অ্যাকিলিসের কাছে।

ওদিকে হেক্টর তাঁর বর্শাটি তুলে অ্যাকিলিসের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। বর্শাটি গিয়ে লাগল অ্যাকিলিসের বর্মর গায়ে। কিন্তু দেবনির্মিত বর্ম সেই বর্শার আঘাতে রুখে দিল। বর্শা পড়ে গেল অ্যাকিলিসের পায়ের কাছে। হেক্টর রেগে গেলেন। কারণ তাঁর নিপুন লক্ষ্যে ছোঁড়া বর্শা অ্যাকিলিসের বক্ষে আঘাত করেও ব্যর্থ হল। কিন্তু হেক্টরের কাছে তখন আর দ্বিতীয় কোন বর্শা ছিলনা। তিনি তখন তাঁর ভাইয়ের কাছে দ্বিতীয় বর্শার জন্যে হাত পাতলেন। কিন্তু কোথায় ভাই। কোন ভাই-এর চিহ্নই সেখানে ছিলনা। হেক্টর বুঝতে পারলেন দেবতাদের কারসাজি। চক্রান্ত করে দেবতারা তাঁকে ফাঁদে ফেলেছেন নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে পাঠাবার জন্যে। মনে মনে তিনি বললেন, 'বেশ, তাহলে মৃত্যুকে বীরের মতই গ্রহণ করি।'

তারপরই ঈগল যেমন ভেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি, হেক্টর তাঁর ভারী আর লম্বা তলোয়ার নিয়ে অ্যাকিলিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অ্যাকিলিসও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন আরো বড় যোদ্ধা। সে আঘাত সামলে নিয়ে তিনিও তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে তাঁর চরম শত্রুকে আক্রমণ করলেন। তিনি দেখলেন হেক্টরের আপাদমস্তক বর্মে ঢাকা। কোথাও এতটুকু স্থান খালি নেই যেখানে তাঁকে বর্শা বিদ্ধ করা যায়। হঠাৎ অ্যাকিলিসের নজরে পড়ল হেক্টরের ঘাড়ের কাছে কিছুটা স্থান অনাবৃত রয়ে গেছে। তারপর লড়াই করতে করতে আচমকা একটি সুযোগে অ্যাকিলিস তাঁর শানিত বর্শা গেঁথে দিলেন হেক্টরের ঘাড়ে। সেই আঘাত সহ্য করার মত ক্ষমতা ছিলনা ট্রয়ের মহাযোদ্ধা বীর হেক্টরের। তিনি পড়ে গেলেন মাটিতে।

হেক্টর বুঝলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কারণ আঘাত তাঁর কণ্ঠনালীর কাছে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁর কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। মরণাপন্ন হেক্টরের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন অ্যাকিলিসের জয়োচ্ছাস। অ্যাকিলিস তখন বলছেন, 'মূর্খ কুকুর কোথাকার, তুমি ভেবেছিলে প্যাট্রোক্লাসকে বধ করে তুমি বেঁচে গেলে? তোমার জীবন বিপদ মুক্ত হয়ে গেছে? কিন্তু তুমি জানতে না তোমার থেকে অনেক বেশী শক্তিধর আর এক বীর তার জাহাজে অপেক্ষা করছে। আমি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমার রক্তে হাত রঞ্জিত করে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো। প্রতিশোধ নিয়েছি। এবার রাজকীয় সম্মানে আমি আমার বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের চিতা জ্বালাব আর তোমার দেহটাকে কুকুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করব।'

মৃত্যু তখন হেক্টরের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতেও তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু অতি কষ্টে হেক্টর বললেন, 'আমার দেহটাকে কুকুরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার আগে মনে রেখো দেবতারা তোমার নিষ্ঠুরতার কথা মনে রাখবেন। তোমারও মৃত্যুর সময় এগিয়ে আসছে। ঐ স্কীয়ান দরজার কাছেই হয় প্যারিস নয়ত দেবতা অ্যাপোলো তোমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন। সেদিন হয়তো তোমার দেহটাও…।'

হেক্টরের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত থেমে গেল। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ যৌবন, সাহস আর শক্তি নিয়ে চলে গেলেন মৃত্যুপুরী হেডেসে।

এরপর অ্যাকিলিস হেক্টরের বর্মটি টেনে খুলে দিলেন। ছিঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁর সমস্ত জামাকাপড়। কিছু গ্রীক সৈন্য মহাউল্লাসে তাঁর নগ্ন দেহটি ঘিরে উল্লাস শুরু করে দিল। জীবিত অবস্থায় যে হেক্টরের আশে-পাশে যাবার ক্ষমতা ছিল না, মৃত হেক্টরের কাছে এসে তারাই তাঁর দেহটাকে বারবার বর্শার আঘাত বিদ্ধ করা শুরু করে দিল।

কিন্তু তারপরেই অ্যাকিলিস যে কাজটি করলেন সেটি ঠিক তাঁর মত বীরের কাছে আশা করা যায় না। তিনি হেক্টরের পায়ের ঢাকাটি কেটে ফেললেন। তারপর একটি মোটা দড়ি দিয়ে তাঁর পা দুটি বাঁধলেন। অপর প্রান্ত বাঁধলেন নিজের রথের সঙ্গে। ছুটিয়ে দিলেন তাঁর রথটিকে। সমস্ত

রণাঙ্গন প্রদক্ষিণ করা শুরু করলেন। মাঠে ছিল অজস্র ধুলো। সেই ধুলোয় হেক্টরের কালো চুলের গোছা মাখামাখি হয়ে গেল। রূপবান সুন্দর মুখখানি ধুলোয় আর মাটির ঘর্ষণে বিকৃত আর কালো হয়ে উঠল।

ট্রয় দুর্গের ছাদ থেকে রাজা প্রিয়াম এই দৃশ্য দেখে শিশুর মত কান্না শুরু করে দিলেন। ছিঁড়তে লাগলেন দুহাতে নিজের সাদা চুলগুলি। চাপড় মারতে লাগলেন নিজের বুকে। বৃদ্ধের শোক আর মহাবীরের অপমান দেখে হাজার হাজার ট্রয়বাসী শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

হেক্টরের মৃত্যু কিন্তু তখনো তাঁর স্ত্রীর কানে পৌঁছায়নি। তিনি তখন তাঁর নিজের ঘরে বসে রঙিন কাপড়ের ওপর সুতোর ফুল তুলে নক্সা করছিলেন। হঠাৎ গগনভেদী চিৎকার তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছাল। সেলাইরত হাত দুটো থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্বামীর কথা। পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে।

দুর্গ প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছলেন। সমবেত চিৎকারে তিনি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না ঠিক কি ঘটনা ঘটেছে। তাড়াতাড়ি করে উঠে গেলেন দুর্গের সর্বোচ্চ শিখরে। তারপরে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অ্যাকিলিসের ছুটন্ত রথ তাঁর বীর স্বামীর মৃতদেহ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।

অ্যাণ্ড্রোমেকির চোখের ওপর নেমে এল রাতের অন্ধকার। ধুলিমলিন মেঝের ওপর তাঁর মূর্ছিত দেহ লুটিয়ে পড়ল।

রাজবাড়ির আর সব মেয়েরা ততক্ষণে অ্যাণ্ড্রোমেকির জ্ঞানহীন দেহের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারা মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। অ্যাণ্ড্রোমেকি তখন চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'হেক্টর, আমার স্বামী, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে? আমাদের দুজনের গড়া সোনার সংসারে আমাকে বিধবা হয়ে বেঁচে থাকতে হবে? আর আমাদের ছোট্ট শিশু অ্যাসটিয়ানাক্স—সে হল পিতৃহীন। যে হতে পারত একদিন ট্রয়ের রাজকুমার। এখন থেকে তাকে বেঁচে থাকতে হবে পরের দয়ায়, আজীবন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে।

কারণ ট্রয়ের আশা ভরসা হেক্টরই যখন চলে গেলেন তখন এ রাজ্য আর কেইবা বাঁচাবেন ? এখন থেকে আমরা সত্যিই অনাথ হলাম।'

দেখতে দেখতে অ্যাণ্ড্রোমেকি এবং অন্যান্য ট্রয় রমণীদের কান্নায় সমস্ত ট্রয়ের আকাশে বাতাসে উঠল শোকের হাহাকার।

হেক্টরের মৃতদেহ উদ্ধার

হেক্টরকে বধ করলেও বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের জন্যে অ্যাকিলিসের শোক কিন্তু কমল না। বরং যতবারই তিনি বন্ধুর মৃতদেহের দিকে তাকালেন ততবারই কান্নায় তাঁর বুক ভেঙ্গে যেতে লাগল। রাত্রে তাঁর কোনদিনও ঘুম হত না। বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর রথের পিছনে হেক্টরের মৃতদেহটি উপুড় অবস্থায় বেঁধে প্যাট্রোক্লাসের অনড় দেহটিকে তিনবার করে প্রদক্ষিণ করতেন। হেক্টরের সুন্দর মুখখানি বিকৃত করাই ছিল অ্যাকিলিসের উদ্দেশ্য। কিন্তু মহান অ্যাপোলোর দয়ায় হেক্টরের দেহে কোন রকম আঘাতের চিহ্ন স্পর্শ করল না। বরং মৃতদেহের প্রতি অ্যাকিলিসের অসম্মানে দেবতারা ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁদের মনে এল দয়া। তাঁরা একটা উপায় খুঁজে পাবার চেষ্টা করলেন কিভাবে অ্যাকিলিসের হাত থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা যায়। একমাত্র হেরা আর এথেনাই ট্রয়ের কোন মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন নি। বিশেষ করে প্যারিসের বংশের যে কোন রাজপুরুষই তাঁদের চক্ষুশূল। সেই যেদিন প্যারিস আফ্রোদিতেকে তিনজনের মধ্যে সেরা সুন্দরী বলে ঘোষণা করেছিলেন সেদিন থেকেই ট্রয়রাজবংশের প্রতি হেরা আর এথেনার ছিল চিরবিদ্বেষ।

অবশেষে কুড়িদিন ধরে চলল মৃতের প্রতি এই অসম্মান। অ্যাপোলো আর থাকতে পারলেন না। তিনি প্রচণ্ড ভাবে রেগে গেলেন। সমস্ত

দেবতাদের উদ্দেশে বললেন, 'এর একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অ্যাকিলিসের যতই রাগ আর দুঃখ থাক না কেন, তার জন্যে সে এইভাবে প্রতিদিন হেক্টরের দেহকে অসম্মান করতে পারে না।'

হেরা এবং এথেনা বাদে অন্য দেবতাদের মনেও ঠিক একই ক্ষোভ উচ্চারিত হচ্ছিল। অবশেষে টনক নড়ল জিউসের। তিনি তখনি অ্যাকিলিসের মা থেটিসকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, 'তুমি এখনি অ্যাকিলিসের কাছে চলে যাও। তাকে বল হেক্টরের মৃতদেহকে আর কোন রকম অসম্মান না করে তা যেন রাজা প্রিয়ামের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ আমার হুকুম। আরো বোলো তার এই ব্যবহারে আমি তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি। মৃতদেহ যদি সে ফিরিয়ে না দেয় তাহলে তাকে বলবে আমি তার প্রতি আরো বেশী ক্রুদ্ধ হব। অবশ্য হেক্টরের মৃতদেহ ফিরিয়ে দিলে অ্যাকিলিসের অসম্মানের কিছু কারণ ঘটবে না। কারণ রাজা প্রিয়াম তাঁর ছেলের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্যে তোমার ছেলের কাছে প্রচুর উপহার নিয়ে যাবেন। সেগুলো নিয়ে সে যেন হেক্টরের দেহ ফিরিয়ে দেয়। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। এখুনি চলে যাও।'

জিউসের আদেশ। অতএব আর সময় নষ্ট না করে থেটিস ফিরে এলেন অ্যাকিলিসের কাছে। ওদিকে জিউস রামধনুর দেবী আইরিসকে পাঠালেন ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের কাছে। প্রিয়াম তখন শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছেন। আইরিসকে দেখে তাঁর বুক আবার কেঁপে উঠল। কে জানে আবার হয়ত কোন নতুন দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে এই দেববালা। কিন্তু আইরিস রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'রাজা আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ দেবাদিদেব জিউস আপনার কাছে তাঁর আদেশ পাঠিয়েছেন। সে আদেশ আপনার পক্ষে মঙ্গলের হবে।'

এই বলে আইরিস অ্যাকিলিসকে বেশ কিছু উপহার দিয়ে হেক্টরের দেহ উদ্ধার করার কথা জানিয়ে ফিরে গেলেন।

প্রিয়াম জিউসের আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। তখনি তিনি তাঁর আর সব ছেলেদের হুকুম করলেন, মালবাহী গাড়িতে নানান রকমের

উপহার সাজাতে। তারপর নিজে গেলেন নিজের গুপ্ত ঘরে। সেখানে থরে থরে সাজানো ছিল প্রচুর মূল্যবান অলঙ্কার আর ধনসম্পত্তি। সেখান থেকে তিনি অ্যাকিলিসের জন্যে নিলেন বারোটি সুন্দর আঙরাখা আর বারোটি আলখাল্লা। অন্যদের জন্যেও নিলেন আলখাল্লা আর ভেতরের জামা। নিলেন দশটি বৃহৎ আকারের সোনার চাঁই, দুটি চকচকে তেপায়া, চারটি বড় বড় কড়া এবং একটি সুদৃশ্য পেয়ালা। তারপর সবকিছু সাজিয়ে নিয়ে তুললেন সেই মালবাহী গাড়িতে।

যাত্রার শুরুতে রানী হেকুবা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন সোনার পানপাত্রে দামী সোমরস নিয়ে। সেই পবিত্র পানপাত্রটি সর্বশক্তিমান জিউসের উদ্দেশে নিবেদন করলেন। এতে জিউস অত্যন্ত প্রীত হয়ে একটি ঈগলপাখিকে পাঠিয়ে দিলেন। পাখিটি গিয়ে বসল রাজার ডান দিকে। এই শুভলক্ষণ দেখে প্রিয়াম আনন্দিত চিত্তে মালবাহী গাড়িটি নিয়ে রওনা হলেন অ্যাকিলিসের কাছে।

কিন্তু অ্যাকিলিসের কাছে একা রাজার পক্ষে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অ্যাকিলিসের আশে পাশে সব সময়েই সশস্ত্র প্রহরী থাকত, অবশ্য জিউস ভেবেই রেখেছিলেন কি করবেন। চলতে চলতে একটি পুকুরের ধারে এসে রাজা তাঁর গাড়ির জন্তুদের জল খাওয়ানোর জন্যে থামলেন। জিউস তখন হার্মেসকে পাঠালেন এক রাজপুত্রের ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশী হার্মেস এসে রাজাকে বললেন, 'হে বৃদ্ধ, এতরাত্রে আপনি এত সম্পত্তি নিয়ে কোথায় চলেছেন ? এসব দেখলে গ্রীকরা যে আপনাকে বধ করে সব কেড়ে নেবে।'

প্রিয়াম বললেন, 'আমার যে কোন উপায় নেই বাবা। আমাকে একাই যেতে হবে আমার ছেলে হেক্টরের মৃতদেহ আনতে। আর এগুলো নিয়ে চলেছি ঘুষ দিতে। যাতে অ্যাকিলিস এই সব পেয়ে আমার ছেলের মৃতদেহটি ফেরৎ দেয়।

উত্তরে হার্মেস বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু সবার চোখে ধুলো দিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে যাওয়া তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রিয়াম বললেন, 'যত বিপদই আসুক, আমাকে যেতেই হবে।'

হার্মেস বললেন, 'বেশ তাহলে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

প্রিয়াম একবার ছদ্মবেশী হার্মেসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ, এই বোধ হয় জিউসের ইচ্ছা।'

শেষ পর্যন্ত প্রিয়াম হার্মেসের সাহায্যে একেবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন অ্যাকিলিসের শয়ন কক্ষে। হার্মেস ফিরে গেলেন অলিম্পাসে।

ঘরে ঢুকেই প্রিয়াম দেখতে পেলেন রাত্রের আহার শেষ করে অ্যাকিলিস বসে আছেন। তাঁর দুপাশে দুজন অনুচর।

প্রিয়াম সোজা অ্যাকিলিসের কাছে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন। শোকে দুঃখে অভিভূত রাজা জড়িয়ে ধরলেন অ্যাকিলিসের হাত দুটি। যে হাত দিয়ে অ্যাকিলিস তাঁর অনেক সন্তানকে হত্যা করেছেন, সেই হাত জড়িয়ে ধরতে প্রিয়ামের হাত কিন্তু একবারও কাঁপল না রাগে

অথবা ধিক্কারে। রাজা প্রিয়ামকে একা ওই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন অ্যাকিলিস। তিনি ভাবতেও পারেননি প্রিয়াম তাঁর ঘরে একা আসবেন।

প্রিয়াম কিন্তু শুরুতেই অ্যাকিলিসের মনের ওপর চাপ দিয়ে তাঁর দুর্বল জায়গায় আঘাত করলেন। তিনি অ্যাকিলিসের পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'অ্যাকিলিস, একবার তুমি তোমার বাবার কথা মনে কর। তিনিও আজ আমার মতই বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনিও আজ তোমার মত সুযোগ্য পুত্রের অভাবে দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন। তোমায় তিনি আবার কবে চোখে দেখতে পাবেন এই আশায় ছটফট করছেন। কিন্তু আমি এমনি এক হতভাগ্য, এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পুত্রশোকে ভেঙ্গে পড়তে হয়েছে। অন্তত এই বৃদ্ধের মুখ চেয়ে, তোমার পিতার কথা স্মরণ করে, আমাকে আমার মৃত বীর-সন্তান হেক্টরকে ফেরৎ দাও। আর তার জন্যে আমি তোমাকে প্রচুর উপহার দোব। সব কিন্তু আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।'

প্রিয়ামের কথা শুনে সেই মুহূর্তে অ্যাকিলিসের মনে পড়ে গেল তাঁর বৃদ্ধ পিতার কথা। দুজনে তখন মুখোমুখি বসে অজস্র কাঁদলেন। প্রিয়াম কাঁদলেন তাঁর পুত্রের জন্যে। আর অ্যাকিলিস কাঁদলেন তাঁর পিতা আর বন্ধুর জন্যে।

তারপর উভয়ের কান্না থামলে অ্যাকিলিসের মনে গভীর অনুশোচনা হল। রাজার হাত দুটি ধরে মাটি থেকে টেনে তুলে বললেন, 'হে হতভাগ্য বৃদ্ধ, আমি বুঝতে পারছি, জীবনে আপনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু আপনার বুকে অসাধারণ সাহস তাই আপনি একা গ্রীকশিবিরে আসতে পেরেছেন। বুকটাও আপনার লোহার মত শক্ত। নইলে প্রিয় পুত্রের হত্যাকারীর কাছে কেউ এভাবে আসতে পারে না। আমি কথা দিচ্ছি আপনার ছেলে হেক্টরের মৃতদেহ আমি ফিরিয়ে দেবো।'

তারপর অ্যাকিলিস তাঁর লোকেদের ডেকে পাঠালেন প্রিয়ামের দেওয়া উপহারগুলি থেকে কিছু পোষাক নিয়ে আসার জন্যে। শিবিরে অবস্থান-কারী পরিচারিকাদের আদেশ দিলেন হেক্টরের দেহটি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে সুগন্ধী এবং ক্ষয়রোধকারী তেল মাখিয়ে দিতে। তারপর

নিজে গিয়ে হেক্টরের দেহটিতে সেই সুন্দর পোষাকগুলি পরিয়ে প্রিয়ামের আনা মালবাহী গাড়িতে মৃতদেহটি তুলে দিলেন।

সবকিছু শেষ হলে অ্যাকিলিস আবার ফিরে গেলেন নিজের শিবিরে। বৃদ্ধ প্রিয়াম তখনও সমানে অশ্রুপাত করে চলেছেন। ঐ দৃশ্য দেখে অ্যাকিলিস তখন বৃদ্ধের উদ্দেশে বললেন, 'হে রাজা প্রিয়াম, আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন আমি তাই-ই করেছি। আপনার ছেলে এখন আপনারই আনা গাড়িতে শুয়ে আছে। কিন্তু এখন অনেক রাত। এত রাতে আপনাকে একা ছেড়েও দিতে পারিনা। ভোর হোক। ভোরের আলোয় আপনি আবার আপনার ছেলেকে দেখতে পাবেন। তার আগে আসুন আমরা কিছু আহার করি। কারণ আপনার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে আপনি ক্লান্ত। আর আপনার খিদেও পেয়েছে খুব। পরে অনেক সময় পাবেন কাঁদার বা ছেলেকে ট্রয়ের বুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।'

এরপর অ্যাকিলিস নিজের হাতে একটি সাদা ভেড়া বলি দিলেন। নিজের হাতেই ভেড়ার মাংস ঝলসালেন। তারপর সেই মাংস আর কিছু রুটি একটি সুন্দর পাত্রে সাজিয়ে প্রিয়ামকে নিজের হাতে পরিবেশন করলেন।

রুটি মাংস আর পানীয় দেখে প্রিয়াম বললেন, 'হ্যাঁ অ্যাকিলিস, আমি সত্যিই বড় ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। আমার পুত্রের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার দুচোখের পাতা এক হয়নি। একদিনও আমি কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে পারিনি। আজ তোমার কথায় তোমার আতিথেয়তায় প্রীত হয়েছি। আমি খাদ্য আর পানীয় গ্রহণ করছি। আমার ঘুমও পেয়েছে প্রচুর। হয়ত একটু পরে ঘুমিয়েও পড়ব।'

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকিলিস দাসীদের হুকুম করলেন, তাঁর ঘরের পাশেই রাজার জন্যে সুন্দর করে বিছানা পেতে দিতে। ভালো কম্বল দিতে বললেন, যাতে রাজার সুনিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটে। দাসীরা চলে গেল অ্যাকিলিসের হুকুম তামিল করতে।

খেতে খেতেই অ্যাকিলিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা প্রিয়াম, আপনি

কি বলতে পারবেন হেক্টরের সৎকার করতে আপনারা কতদিন সময় নেবেন।'

প্রিয়াম বললেন, হেক্টর ট্রয়ের যুবরাজ। নিয়মমত তাঁর মৃত্যুতে আমরা নদিন জাতীয় শোক পালন করব। তারপর দশদিনের দিন তাকে রাজমর্যাদায় সৎকার করব। সেদিনই হবে উৎসব এবং ভোজের দিন। এরপর এগার দিনে আমরা তার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করব। তারপর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দ্বাদশ দিন থেকে আবার আমরা যুদ্ধে নামব।'

সব শুনে অ্যাকিলিস প্রিয়ামের হাত ছুটি ধরে বললেন, 'বেশ, তাই হবে রাজা। আপনি যা চাইছেন তাই হবে। আমরা এ কদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখব। এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যান।'

প্রিয়াম শুতে চলে গেলেন। অ্যাকিলিসও তার শয্যায় শয়ন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখনও রাত শেষ হয়নি। স্বর্গ মর্ত আর পাতালের সবাই যখন গভীর ঘুমে আছন্ন তখনি সবার অলক্ষ্যে হার্মেস ফিরে এলেন রাজার কাছে। তাঁকে ডেকে বললেন, 'অ্যাকিলিস তোমায় ক্ষমা করছেন, তোমার পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না। কারণ অ্যাগামেনন তোমাকে বন্দী করতে পারেন। তখন তোমার জীবিত ছেলেদের এর তিন গুণ ঘুষ দিয়ে তোমাকে মুক্ত করতে হবে। অতএব তোমাকে এখুনি পালাতে হবে।'

প্রিয়াম আর অপেক্ষা না করে রাতের অন্ধকারেই ছেলের মৃতদেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আর ভোরেই আগেই পৌঁছে গেলেন ট্রয়ের সীমানার মধ্যে।

প্রিয়ামের কন্যা ক্যাসান্দ্রা তখন একা দঁড়িয়ে ছিলেন ছুর্গের সর্বোচ্চ কক্ষের বারান্দায়। তিনিই প্রথম দেখতে পেলেন রাজা প্রিয়াম পুত্রের মৃতদেহ বহণ করে আনছেন। সেখান থেকেই ক্যাসান্দ্রা চিৎকার করে সমস্ত নগরবাসীর উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'তোমরা জাগো, তোমরা উঠে এসে দেখ, ট্রয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হেক্টর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেমন করে নিজের ঘরে ফিরে আসছেন।'

ক্যাসান্দ্রার ডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সারা নগরীর একজনও সমর্থ পুরুষ আর নারী ঘরে বসে রইল না। হুড়হুড় করে সবাই বেরিয়ে এসে রাজপথে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই তখন উদগ্রীব আর উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রিয় বীর নেতাকে শেষ বারের মত দেখবার জন্যে। শোকে দুঃখে তারা তখন পাথরের মত হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে হেক্টরের শবদেহ নিয়ে আসা হল প্রাসাদের মধ্যে। একটি সুন্দর কারুকার্য করা শবাধারে তাঁর মৃতদেহটি স্থাপন করা হল। চারণ কবিরা বীনা বাজিয়ে মৃতের চারপাশে দাঁড়িয়ে শোকসঙ্গীত শুরু করে দিলেন। মহিলারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে সমবেত ভাবে একটি রোদনের র বজায় রাখলেন।

হেক্টরের স্ত্রী অ্যাণ্ড্রোমেকি এবং রাণী হেকুবা কাঁদতে কাঁদতে এসে মৃতের মাথায় হাত রাখলেন। অ্যাণ্ড্রোমেকি কাঁদতে কাঁদতে বললেন 'হে আমার প্রিয়তম স্বামী, আমাকে বিধবা অবস্থায় ফেলে রেখে, এত অল্প বয়েসে তুমি কোথায় চলে গেলে? এরপর তোমার ছোট্ট ছেলেটার কি অবস্থা হবে? সে আজ জানতেও পারছে না সে কত অনাথ এই পৃথিবীতে। তাকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তৈরী করার জন্যে আর তো তুমি কোনদিনও ফিরে আসবে না।'

কাঁদছিলেন হেকুবাও। প্রিয় সন্তানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি আক্ষেপ করে বললেন, পুত্রদের মধ্যে তুমি ছিলে আমার সব থেকে বড় বীর আর সব থেকে প্রিয় পুত্র। দেবতারাও তোমাকে ভালবাসতেন। মূর্খ অ্যাকিলিস, তুমি আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটাতে পার। তার মৃতদেহকে অনাদর করতে পার। কিন্তু পার কি তার দেহে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে?'

এতদিন পর এই প্রথম হেলেন এগিয়ে এলেন হেক্টরের জন্যে অশ্রুপাত করতে। তিনিও কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'রাজা প্রিয়াম আমাকে চিরদিনই ক্ষমার চক্ষে দেখেছেন। কিন্তু আর সকলেই ট্রয়ের এই দুরবস্থার জন্যে আমাকেই দোষী করেছেন। ব্যতিক্রম ছিলে তুমি। তুমি কোন দিনও আমাকে কোন নিষ্ঠুর কথা বলনি। একদিনের জন্যেও

আমাকে কোন দোষারোপ করনি। অপমানও নয়। তাই এদের মধ্যে তোমাকেই আমি আপনজন ভাবতাম। আজ কিন্তু আমি সত্যিই অনাথিনী হলাম। আর কেউ আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলবেনা। তুমি আর নেই। আজ মনে হচ্ছে আবার নতুন করে আমার দুঃখের দিন শুরু হল।'

সমস্ত নগর দুঃখের সাগরে ভেসে গেল। বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম তখন সমবেত ট্রয়বাসীর উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা এখন বনে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে কাঠ কেটে নিয়ে এস। তোমাদের কোন ভয় নেই। অ্যাকিলিস আমায় কথা দিয়েছে হেক্টরের শোক পালনের দিনগুলিতে সে ট্রয় আক্রমণ করবে না। নদিন ধরে তোমরা যত পার কাঠ সংগ্রহ কর।'

রাজার আদেশ পেয়ে তারা ক্রমাগত নদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে কাঠ সংগ্রহ করল। দশম দিন সকালে বিরাট একটি চিতা সাজানো হল। তারপর হেক্টরের মৃতদেহ সেখানে রেখে তারা সমবেত ভাবে আগুন লাগিয়ে দিল। চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। চিতার আগুন যখন আস্তে আস্তে নিভে আসতে লাগল তখন হেক্টরের ভায়েরা সব থেকে দামী মদ দিয়ে সেই চিতার আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলল। তারপর চিতাভস্ম থেকে অবশিষ্ট অস্থি সংগ্রহ করে সেগুলি একটি নরম গোলাপী কাপড়ে মুড়ে সোনার সিন্দুকে ভরে ফেলল। সিন্দুকটি নিয়ে তারা ফিরে এল এক সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে এক গভীর গর্তে সিন্দুকটি স্থাপন করে তার ওপর নির্মাণ করল বিরাট একটি পাথরের স্মৃতিসৌধ।

মহান বীর হেক্টরের স্মৃতির উদ্দেশে এক জাতীয় শোকসভায় সবাই যোগ দিল, তারপর হেক্টরের সম্মানার্থে শুরু হল জাতীয় ভোজ।

এতকিছুর মধ্যেও ট্রয়বাসী কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল শত্রুর দিকে। যে কোনমুহূর্তে তারা আক্রমণের আশঙ্কা করছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষ থেকে কোন আক্রমণই এল না। আর ট্রয়বাসীরাও শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ করল হেক্টরের শেষ কাজটুকু।

ট্রয়ের পতন

হেক্টরের শেষ কাজ করার জন্যে যখন ট্রয়বাসীরা ব্যস্ত, তখন সব যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। অ্যাকিলিস রাজা প্রিয়ামকে কথা দিয়াছিলেন ট্রয়ের জাতীয় শোকের দিনে গ্রীকরা তাদের আক্রমণ করবে না। তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হল না বটে কিন্তু চুপচাপ বসেও ছিলনা। দেবী এথেনা চেয়েছিলেন ট্রয়ের সম্পূর্ণ পতন। তাই তিনি গ্রীকদের দিলেন একটি পরামর্শ। শেষ বিজয়ের জন্যে একটি ফন্দী। এবং শুধু পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্যে গ্রীকরা তৈরী করল বিরাট একটি কাঠের ঘোড়া। লম্বায় চওড়ায় সেটি সত্যিই একটি দানবীয় ঘোড়া। আগাগোড়া শক্ত আর মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরী। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কাঠ দিয়ে তৈরী একটা বড় খেলনা ঘোড়া।

ঘোড়াটি তৈরী হয়ে যাবার পর গ্রীকরা রটিয়ে দিল তারা এবার নির্বিঘ্নে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চায়। আর যাবার আগে সমস্ত দেবতার উদ্দেশে একটি ঘোড়া উৎসর্গ করে যাবে।

কিন্তু এ সবই ছিল একটি ফন্দি মাত্র। ঘোড়াটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে ঘোড়ার পেটটি ছিল একেবারে ফাঁপা। আর তার মধ্যে কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সশস্ত্র সৈনিকদের। ঘোড়ার পেটটি ছিল বিরাট আকারের একটি হল ঘরের মত।

ঘোড়া তৈরী এবং তার মধ্যে লুকনো ঘরে গ্রীক সৈন্যদের ভর্তি করে দেবার পর সমুদ্র তীর থেকে খুবই কাছে টেনেডস নামে একটি দ্বীপে ঘোড়াটিকে তারা টেনে নিয়ে এল। এমন একটা জায়গায় ঘোড়াটিকে রাখল যাতে করে ট্রয়বাসীরা যেন স্পষ্টই ঘোড়াটিকে দেখতে পায়। তারপর গ্রীক সৈন্যরা তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলোকে টেনেডসের নির্জন সৈকতের আশে পাশে লুকিয়ে রাখল।

ট্রয়বাসীরা দেখল গ্রীক জাহাজগুলি ফিরে চলে গেছে। যুদ্ধবাজ সৈন্যরাও আর সেখানে নেই। পড়ে আছে কেবল দেবতার জন্যে উৎসর্গীকৃত কাঠের একটি বিরাট ঘোড়া। তারা ভাবল হেক্টরের মৃত্যুর পর গ্রীক সৈন্যরা আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব না করে ফিরে গেছে নিজের নিজের দেশে। মাইসেনিতে।

দীর্ঘদিনের একটানা যুদ্ধের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের সমস্ত বিষাদ আনন্দে রূপ নিল। যুদ্ধ বিগ্রহ তো কারোরই বেশী দিন ভাল লাগে না। ট্রয়ের চারপাশে বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সীমানার দরজাটা তারা খুলে দিল। গ্রীকদের পরিত্যক্ত শিবিরের চারদিকে তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। কারণ গ্রীকদের অধিকৃত সমুদ্রতীরে তখন কোন যুদ্ধ জাহাজ ছিল না। ছাউনিগুলো ছিল ফাঁকা। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তারা নির্জন সমুদ্র সৈকতে আনন্দে বিচরণ করতে লাগল।

সেই বিরাট কাঠের ঘোড়াটা দেখে তারা ভাবল দেবী এথেনার উদ্দেশে নিবেদিত ঘোড়াটা কেবল বড়ই নয় তার সারা দেহে অপূর্ব কাঠের কাজের নিদর্শন। ঘোড়াটির বিশালত্ব দেখে ট্রয়বাসীরা বেশ বিস্মিতই হল। এমন সুন্দর কারুকার্যের নমুনা দেখে ট্রয়বাসীরই একজন বলল, 'বন্ধুগণ, সুন্দর কারুকার্যময় আর বিশাল ঘোড়াটিকে এভাবে সমুদ্রের তীরে নোনা হাওয়ায় রেখে দেওয়া উচিত হবে না। তার থেকে চলুন আমরা এটিকে নিয়ে যাই আমাদের শহরের মধ্যে। শহরের কোন একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাক।'

কে জানে, এই কথাগুলি যার মুখ থেকে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল সে ট্রয়ের পতন চেয়েছিল কিনা, অথবা নিয়তি তার ঘাড়ে ভর করে চরম সত্যটি প্রকাশ করেছিল কিনা? যাই হোক ট্রয়ের ভাগ্য কিন্তু সেদিনই নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

লোকটির প্রস্তাবে যখন সারা দেশের লোক একমত হয়ে উঠল ঠিক তখনই একজনের বুক কেঁপে উঠল এক ভয়াবহ আশঙ্কায়। তিনি হলেন পুরোহিত লাওকুন। শহরের সর্বোচ্চ স্থানে তিনি বাস করতেন। নিরীহ

এবং বোকা দেশবাসীর সিদ্ধান্তে আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। নেমে এলেন সমুদ্র তীরে। মানুষগুলো যখন মহানন্দে সেই ঘোড়াটিকে শহরের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে নানানাচি শুরু করেছে লাওকুন তখন তাদের উদ্দেশে বললেন, 'হে হতভাগ্য ট্রয়বাসীরা, তোমরা আজ বোকার মত সর্বনাশা আনন্দে নৃত্য করছ। তোমরা বুঝতে পারছ না কি দুর্ভাগ্য তোমরা ডেকে নিয়ে আসছ? তোমরা উন্মাদ হয়ে গেছ। তাই তোমরা সত্যকে দেখতে পাচ্ছ না। কি করে তোমরা এত সহজে গ্রাকদের বিশ্বাস করে ফেললে? গ্রীকরা তোমাদের শত্রু। শত্রুকে কখনোই সহজে বিশ্বাস করতে নেই। তোমরা কেমন করে ভাবলে গ্রীকরা এত অল্প দিনের মধ্যে সব যুদ্ধ রেশারেশি ভুলে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে? আগের সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে তারা তোমাদের জন্যে একটা উপহার রেখে ফিরে গেছে এমন অসম্ভব কথা তোমরা বিশ্বাস করলে কি ভাবে? এটা যে তাদের একটা চাল নয় একথা তোমরা কি হলফ করে বলতে পার?

লাওকুনের কথা শুনে সমগ্র জনতা উল্লাস থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর কথার সত্যমিথ্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। জনতার মধ্যে থেকেই একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কি ধরনের চাল হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

জনতাকে শান্ত করে লাওকুন বললেন, 'আমার ধারণা যদি একান্তই মিথ্যা না হয় তাহলে আমার মনে হয় এই বিশাল ঘোড়া একটি উদ্দেশ্য মূলক বস্তু। ঐ ঘোড়ার যে বিশাল পেটটা দেখছ নিশ্চয়ই ওর মধ্যে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়ে আছে। অথবা এমনও হতে পারে ঐ ঘোড়ার পেটে এমন কোনো মরনাস্ত্র লুকোনো আছে যা আমাদের ট্রয়ের দেওয়ালকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। ঐ সর্ব্বনেশে ঘোড়াটাকে আমার কোনমতেই ভাল কিছু বলে মনে হচ্ছে না। বন্ধুগণ, আমার সরলমতী দেশবাসীরা, তোমরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। মনে রেখো ঐ নিষ্প্রাণ কাঠের ঘোড়াটা নিষ্প্রাণ নয়। আমাদের পক্ষে তা অমঙ্গলের।'

লাওকুন তাঁর কথা শেষ করে নিজের বর্শাটি দিয়ে সেই দৈত্যাকৃতি ঘোড়াটির গায়ে খোঁচা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু দৈব ইচ্ছা অন্য। তাই লাওকুনের শুভ প্রচেষ্টায় সাড়া দিতে কোন ট্রয়বাসীই এগিয়ে এল না। তারাও যদি লাওকুনের মত নিজেদের বর্শা দিয়ে কাঠের ঘোড়াটিকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারত তাহলে হয়ত আজও ট্রয় শ্রেষ্ঠনগরী হয়ে পৃথিবীর বুকে নিজের মহত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

কিন্তু তা হবার নয়। সেই মুহূর্তে এক ভয়ানক দৈব ঘটনায় সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। পসেডন পুরোহিত লাওকুন তার অভ্যস্থ ভঙ্গীতে পূজার বেদিতে যখন একটি ষাঁড়কে দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে উদ্যত হলেন, সেই মুহূর্তে সমুদ্রবক্ষ থেকে হঠাৎ উঠে এল দুটি ভয়ানক এবং বিশাল আকৃতির সর্প-ড্রাগন। তারা নিমেষে ছুটে এল লাওকুন আর তার ছেলের কাছে এবং পলকের মধ্যে সবাইকে গিলে ফেলল।

এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখে সমগ্র জনতা ভয়ে কেঁপে উঠল। তাদের মনে তখনই বদ্ধমূল ধারনা হল, দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ঐ কাঠের ঘোড়াটির গায়ে অসম্মানে আঘাত করার জন্যেই লাওকুনের এই শোচনীয় পরিণতি। তারা আর দেরী করল না। সমবেত ভাবে একমত হয়ে তারা বলল, 'ভাইসব এই পবিত্র ঘোড়াটিকে আসুন আমরা সবাই টেনে নিয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করি। তারপর তাকে একটি পবিত্র জায়গায় রেখে আমরা দেবতার কাছে নৈবেদ্য প্রদান করি।'

সঙ্গে সঙ্গে তারা দেওয়াল কাটা শুরু করে দিল। শহরে ঢোকার রাস্তা হয়ে গেল উন্মুক্ত। ভাল কাঠের কাজ জানা মিস্ত্রিরা আর বসে রইল না। ঘোড়াটির পায়ের নিচে বিশাল আকারে চাকা লাগল। ঘোড়াটির গলায় পরাল মোটা দড়ির ফাঁস। শিশু আর মহিলারা গান গেয়ে শুরু করল পবিত্র স্তব। আর শক্ত জোয়ান পুরুষেরা সেই দড়ি ধরে কাঠের ঘোড়াটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল শহরের ঠিক

মধ্যস্থলে।

পথের মধ্যে প্রায় চারবার তারা ঘোড়াটিকে থামাতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ দৈত্যের মত বিশাল আর ভারী কাঠের তৈরী সেই ঘোড়াটা তো আর টানা সহজ কাজ নয়। আর সেই চারবারই ঘোড়ার পেট থেকে ভেসে এসেছিল অস্ত্রের ঝনঝন আওয়াজ। হায়, ট্রয়বাসীরা যদি সেই সময় সজাগ থাকত অথবা বাস্তব সম্বন্ধে অন্ধ না হত তাহলে তারা অন্তত একবারের জন্যেও অস্ত্রের ঝনঝন আওয়াজটুকু শুনতে পেতো।

কিন্তু তারা তখন দৈব কিছু পাওয়ার আনন্দে মাতোয়ারা। টানতে টানতে তারা ঘোড়াটিকে নিয়ে গেল শহরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি পবিত্র দেবমন্দিরের কাছে।

ইতিমধ্যে রাত্রি এসে নামল সমুদ্রের বুকে। নামল সারা শহর জুড়ে। ট্রয়বাসীরা দিনের শেষে ফিরে গেল যে যার নিজ নিজ গৃহে। রাতের খাওয়া শেষ করে একসময় তারা আশ্রয় নিল তাদের নরম বিছানায়। দেখতে দেখতে সমস্ত শহর জুড়ে নেমে এল ঘুমের জাদু।

ওদিকে গ্রীক সৈন্যরা কিন্তু কেউই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল না। টেনেডস দ্বীপের আড়ালে তারা তাদের সমস্ত নৌবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিল এই সুযোগের জন্যে। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে তারা তাদের সমস্ত বাহিনীকে ভাসিয়ে দিল ঘুমন্ত সমুদ্রের বুকে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে তারা এসে হাজির হল তাদের পরিত্যক্ত জাহাজঘাটায়।

একটি রাজ-রণতরী থেকে সংকেত পাবা মাত্রই একজন সাহসী গ্রীক তরুণ সৈনিক একদৌড়ে চলে গেল দৈত্যাকৃতি ঘোড়াটির কাছে। খুলে দিল ঘোড়ার পেটে অবস্থিত গুপ্ত দরজাটি। ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এল গ্রীক সৈন্যরা।

তারপর একযোগে সেই সব গ্রীক সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত ট্রয়নগরীর প্রতিটি ঘরে। নিরস্ত্র অবস্থায় তখন ট্রয়ের সৈনিক পুরুষরা সুখনিদ্রায় ঘুমিয়েছিল। তারা তাদের অস্ত্র তোলার সময় পর্যন্ত পেল না। অসহায়ের মত প্রাণ দিল শত্রু সৈন্যের হাতে। ওদিকে ট্রয়ের

পাঁচিল হয়ে গিয়েছিল উন্মুক্ত। বিরাট গ্রীকবাহিনা সমুদ্রের জলের মত তীব্র বেগে নগরীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। খ্যাপা দৈত্যের মত একহাতে অস্ত্র অন্য হাতে মশাল নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা করে চলল। বইল রক্তের বন্যা। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ট্রয়ের সাধের অট্টালিকা, কুঁড়ে আর রাজপ্রাসাদ। একদিকে নিরস্ত্র মানুষের আর্তনাদ অন্যদিকে গ্রীক সৈন্যদের বর্বর বিজয়োল্লাস কাঁপিয়ে দিল ট্রয়ের আকাশ আর বাতাসকে।

বহুদিনের একটি প্রাচীন নগরী, রানীর মত সুন্দরী একটি শহর চোখের নিমেষে নিজেদের ভুলে ধ্বংস হয়ে গেল। পড়ে রইল লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃতদেহ আর ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ একাকার হয়ে।